শ্রী শ্রী কণানন্দ

শ্রীহরিভক্ত দাস

শ্রীশ্রীকর্ণানন্দ

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH

শ্রীল যদুনন্দন দাস ঠাকুর বিরচিত

কর্ণানন্দকথা নিত্যং কর্ণানন্দ-কলধ্বনিঃ।
শ্রীনিবাসপ্রভোর্ভক্তৈঃ শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং মুদা॥

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH

শ্রীহরিভক্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শ্রীগিরিধারি লাল গোস্বামি ব্যাকরণ তীর্থ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Rs. 15.00

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত ভিক্ষা—
শ্রীগৌরাব্দ—৫০৬

শ্রীগ্রন্থের বিষয়-সূচী

প্রথম নির্য্যাসে—শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখা নির্ণয়।

২য় নির্য্যাসে—শ্রীআচার্য্য প্রভুর উপশাখা বর্ণন।

৩য় নির্য্যাসে—শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও গুরুশিষ্যের মানসিক সেবায় লীলানুভব।

৪র্থ নির্য্যাসে—শ্রীবীরহাম্বীরের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের সাধ্য-সাধন উপদেশ প্রদান।

৫ম নির্য্যাসে—শ্রীজীবগোস্বামির পত্র এবং শ্রীগোপাল ভট্টের সহিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন।

৬ষ্ঠ নির্য্যাসে—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা এবং ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজ বিবরণ।

৭ম নির্য্যাসে—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দেহত্যাগ বিষয়ে গ্রন্থকারের সন্দেহ ছেদন।

পরিশেষে—সানুবাদ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অষ্টক।

সম্পাদকীয় নিবেদন

কলিযুগোপাস্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীল সুবলচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে কাটোয়া নগরের উত্তরাংশে শ্রীভাগীরথীর তীরে অবস্থিত মালীহাটী নামক গ্রামে বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হন। ইনি বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হইলেও শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর এই বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এই শ্রীশ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় নির্য্যাসে তাঁহার পরিচয় এইরূপে অবগত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর কিছু পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পদাবলী সাহিত্যেও ইঁহার যথেষ্ট অবদান পরিলক্ষিত হয়, তদ্ব্যতীত শ্রীরূপগোস্বামী প্রণীত শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের বঙ্গানুবাদ করিয়া ইনি বৈষ্ণব জগতে চিরযশস্বী হইয়াছেন। তিনি যে অদ্বিতীয় অনুবাদক হিসাবে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার ভাষায় সরলতার সহিত সুরুচিতাও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাকে সুরসিক কাব্যজগতে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীকর্ণামৃত গ্রন্থের অনুবাদে ইনি মূলের সহিত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর টীকারও সাহায্য নিয়াছেন। সুতরাং সংস্কৃত

শাস্ত্রেও ইহার যে প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল তাহা তাঁহার প্রতি গ্রন্থেই দেদীপ্যমান। বলা বাহুল্য সময়ে সময়ে তাঁহার অনুবাদে মূল হইতেও অধিকতর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাঁহার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল না। এই শ্রীশ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থে সাতটী নির্য্যাস আছে। তন্মধ্যে **প্রথম নির্য্যাসে**—শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণন। **দ্বিতীয়ে**—উপশাখা বর্ণনা এবং পূজনীয় গ্রন্থকার শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীল সুবলচন্দ্র ঠাকুর মহোদয়ের শিষ্য, তাহার পরিচয়। **তৃতীয়ে**—শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পরিকর বর্গের মূলশাখা বৈদ্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা বর্ণনা এবং সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলি দর্শনে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবেশ, শ্রীস্বামিনী জীউর নাসার বেসরের জন্য শ্রীরূপমঞ্জরী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ, প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের গুরুবাক্যে নিষ্ঠার বৃত্তান্ত, শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণীর মুখে আচার্য্য প্রভুর সমাধির কথা অবগত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সিদ্ধদেহে গুরুমঞ্জরী সমীপে গমন ও পদ্মপত্র আচ্ছাদিত বেসর প্রাপ্তি, যুগলকিশোর রসালসে নিদ্রিত থাকা কালীন শ্রীমতীর নাসায় শ্রীরূপমঞ্জরী কর্ত্তৃক বেসর পরান এবং শ্রীস্বামিনী জীউর চর্ব্বিত তাম্বুল প্রাপ্তি ও আচার্য্য প্রভুর বাহ্যাবেশ বর্ণনা। **চতুর্থে**—শ্রীবীরহাম্বীর মহারাজের প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিক্ষাদান প্রসঙ্গ। **পঞ্চমে**—শ্রীজীব গোস্বামীর পত্রিকা প্রেরণ এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতি

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ কৌপীন বহির্ব্বাস দান, শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে আসিলে এই কৌপীন বহির্ব্বাস তুমি তাকে প্রদান করিবে এবং লক্ষ গ্রন্থ দিয়া গৌড়দেশে পাঠাইবে, আর তোমার জন্য আসন ও ডোর পাঠাইলাম। এই ডোর গলে দিয়া আসনে উপবেশন করিবে এবং প্রেমময় শ্রীনিবাসকে কৃপা করিবে ইত্যাদি প্রসঙ্গ। **ষষ্ঠে**—নবরত্ন শ্লোক, শ্রীশ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক একশক্তি শ্রীরূপ গোস্বামি দ্বারা গ্রন্থ প্রকাশন এবং অন্য শক্তি শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু দ্বারা ভক্তি ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার বিবরণ ও অষ্টকবিরাজ এবং ছয় চক্রবর্ত্তির বিবরণ। **সপ্তমে**—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অপ্রকট সম্বন্ধে সন্দেহ ছেদন। ভক্তিপথানুবর্ত্তি বৈষ্ণবগণ সযত্নে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিবেন এই শ্রীশ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থের রসাস্বাদনে কর্ণ ও মনকে আনন্দামৃত সাগরে নিমগ্ন করিয়া এই শ্রীশ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থ নিজ নাম সার্থক করিয়াছেন। শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণী এই গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া কর্ণে অত্যধিক আনন্দ লাভ করতঃ নিজমুখেই এই গ্রন্থের কর্ণানন্দ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর যাবতীয় শাখা উপশাখাদির বর্ণন এই গ্রন্থে স্পষ্টরূপে অবগত হইবেন। সুতরাং আচার্য্য প্রভুর পরিবার বর্গের সাধন প্রণালী, উপাসনা, শাখা ও উপশাখাদির বিষয় জানিতে হইলে এই গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন সুগম উপায় নাই। শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীনরোত্তম বিলাস ও প্রেমবিলাস গ্রন্থে অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই গ্রন্থের শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুই প্রধান বর্ণনীয়।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী অগ্র দ্বীপের উত্তরে চাকন্দী নামক গ্রামে ১৪৪১ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্রে রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বরি কুলে ব্রাহ্মণবর্য্য শ্রী-চৈতন্যদাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর গর্ভে আবি-র্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নীলাচলে প্রকট ছিলেন, তখন তাঁহার দর্শনাভিলাষে তিনি সমস্ত সুখে তিলাঞ্জলি দিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে উপনীত হন, তথায় গৌরাঙ্গেশ্বরী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দেন এবং তাঁহার মস্তকে স্বচরণ অর্পণ করেন। তথা হইতে নীলাচলে যাইতে যাইতে পথে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের কথা শুনিয়া নিজ ভাগ্যকে শত শত ধিক্কার দিয়া স্ব-মস্তকের কেশ ছিঁড়িয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন এবং পরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বক্ষে ধরিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। তথায় গমন করতঃ শোকাতুর শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর চক্ষুঃ দৃষ্টিহীন হইয়াছে এবং অবিরত নয়নধারা প্রপাতে শ্রীমদ্ভাগবতের অক্ষর গুলিও আবৃত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিবার যে অভিলাষ ছিল তাহাতে তিনি স্বয়ং সন্দিগ্ধ হইলেন। শ্রী-নিবাস তখন শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীচরণে নিজ অভিপ্রেত বিষয়ে প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিলেন আমার সকল বিষয়ই তুমি স্বচক্ষে দেখিতেছ এবং অন্যান্য বিষয়ও শুনিয়াছ, সুতরাং এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তনু শ্রীবাস গদাধরের নিকটে

যাও। তখন শ্রীনিবাস পণ্ডিত গোস্বামীর পত্র লইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করতঃ শ্রীনীলাচলনাথের চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন এবং শ্রীদাস গদাধরের চরণে স্বীয়াভিলাষ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন পণ্ডিত গোস্বামী সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে অতি দুর্বল ও দংদহ্যমান হইতেছেন। সুতরাং তুমি এক্ষণে ব্রজে গিয়া শ্রীরূপ সনাতনের প্রপন্ন হও। শ্রীনিবাস তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ আবার শ্রীচরণ ধরিয়া পড়িলেন। শ্রীগদাধর তখন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনিবাসের মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিলেন—শ্রীরাধাতে স্বয়ং নিহিত স্বভাবতঃ প্রিয়তার আতিশয্যে যে সর্ব্বোর্দ্ধগায়ী মাদনাখ্য মহাভাবময় প্রেমাবির্ভাব হয়, সেই প্রেম তদীয় স্বভাব ও সুখাস্বাদন করিবার অভিলাষে যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল বিবিধ আর্ত্তি মহাসাগরের তরঙ্গে ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তোমার হৃদয়ে সংস্থিত হইয়া স্ফুরিত হউন। শ্রীনিবাস তখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নয়নজলে তাঁহার চরণকমল অভিষিক্ত করিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য মনস্থির করিলেন। ব্রজগমনের পথে তিনি প্রথমতঃ শ্রীখণ্ডে গিয়া শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া আজ্ঞা লইলেন। পরে শ্রীরঘুনন্দনকে প্রণাম করতঃ যাত্রা করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরে গিয়া শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের চরণ বন্দন করতঃ আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতে

লাগিলেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর তাঁহার বৈরাগ্য নির্ণয় অভিলাষে বসিবার জন্য তৃণ, ভোজনের জন্য পাঁচটি কড়ি এবং শতচ্ছিন্ন একটি কদলী পত্র পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস সেই দ্রব্যগুলি পাইয়া আনন্দিত মনে সেই পত্রখানি জলে ধুইয়া রন্ধনের সজ্জা করিলেন এবং একটি কড়ির লবণ ও তাহার এক চতুর্থাংশে তণ্ডুলের যোগাড় করিয়া তাহাতেই তিন দিনের জীবিকার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীঅভিরাম ইহা লোকমুখে শুনিয়া বলিলেন—শ্রীনিবাস যোগ্যপাত্র, তাহাকে তাহার অভিলাষিত বরদান করিব, এই বলিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন—আমার মনে হয় তুমি কুবের তুল্য সমৃদ্ধি, জনমোহন গান, জগমোহন রূপ, অপ্সরা তুল্য নৃত্যবিদ্যা অথবা পৃথিবীর রাজত্ব প্রার্থনা করিতেছ, ইহা শুনিয়া তখন শ্রীনিবাস বলিলেন—হে ঠাকুর! নিজ কৃপায় আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া বিশুদ্ধা রাগানুগা ভক্তিই দান করুন। তখন শ্রীঅভিরাম বলিলেন—শ্রীনিবাস! তুমি সুখসমৃদ্ধির প্রস্তাবে ভুলিলে না। এবার শ্রীঅভিরাম করুণাভরে জয়মঙ্গল চাবুক আনিয়া শ্রীনিবাসের অঙ্গে তিনবার সজোরে প্রহার করিয়া বলিলেন—"তুমিই জয় করিলে।" তখন শ্রীনিবাস সহাস্য বদনে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—প্রভো! হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে ব্রজগমনে আদেশ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। এবার শ্রীনিবাস শ্রীঅভিরামের চরণে প্রণাম করিয়া বৃন্দাবনোদ্দেশে রওনা হইলেন। শ্রীরূপ সনাতনের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া সত্বরে মথুরায়

গমন করিয়া লোকমুখে শ্রীরূপ সনাতনের অপ্রকট বার্ত্তা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে হা রূপ! হা সনাতন! তোমরা কোথায় রইলে? তোমাদের পাদপদ্ম দর্শন বিনা এ জীবন রহিয়াছে, আমার জীবনকে ধিক্। হে বিধাতঃ! তুমি দুর্ব্বল লোককেই হত্যা করিতে জান। তোমাকে ধিক্। এইরূপে রোদন করতঃ অশ্রু জলে ধরাতলকে সিঞ্চন করিলেন। এই দুঃখী জীবের বৃন্দাবন দর্শনে আর ফল কি? আর শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া কোন কাজ নাই, মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃন্দাবন গমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। এদিকে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীজীবের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক বলিলেন—বৎস! তুমি শ্রীমদ্ভাগবতাদির ও আমাদের গ্রন্থাদির সরল টীকা করতঃ শ্রীহরিতে বিশুদ্ধা ভক্তির স্থাপন কর ও শ্রীগোবিন্দের সেবা স্থাপন পূর্ব্বক পাষণ্ডমতের নিরাকরণ কর। এই কথা শুনিয়া শ্রীজীব তাঁহাদের পাদপদ্ম যুগলে নিবেদন করিলেন—প্রভু আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব, সেই শক্তি আমার কোথায়? আর সেই সঙ্গাই বা কোথায়? আপনাদের আজ্ঞা যদি পালনই করিতে হয়, তবে শুদ্ধামতি সঙ্গী আমাকে দিন। শ্রীজীবের বাক্যে শ্রীরূপ গোস্বামী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—শুন! আগামী বৈশাখ মাসে কুশতনু এক ব্রাহ্মণ কুমার ব্রজে আসিয়া তোমার সঙ্গী হইবে। শ্রীজীব শ্রীরূপগোস্বামীর পূর্ব্বকথিত বাক্য মনে রাখিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীজীবের প্রেরিত বৈষ্ণবগণ

মথুরার বিশ্রাম ঘাটে শ্রীনিবাসকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীনিবাস তাঁহাদের মুখে শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্য শুনিয়া আবার লুব্ধমতি হইয়া বৃন্দাবনে গমনের নিমিত্ত মনস্থির করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাইলেন যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী এখনও প্রকট আছেন। তখন শ্রীনিবাস তাঁহাদের সহিত অতি দ্রুত গতিতে ব্রজে প্রবেশ করতঃ যমুনা পুলিনে আসিয়া স্নান করিলেন এবং চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সন্দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। এই সময় শ্রীজীব গোস্বামী মুণ্ডিত মস্তক, কৌপীন বহির্ব্বাস, তিলক ও নামাক্ষর ধারণাদি ভূষণে ভূষিত হইয়া হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পত্র রাখিয়া বৈষ্ণবগণ সঙ্গে উপবেশ নকরিয়া আছেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বৈষ্ণবগণ! শ্রীগোবিন্দ মথুরা গমন কালে গোকুলে লোকসমূহ যে যে ভাবে অবস্থিত ছিলেন, অদ্যাপি তাঁহারা সেই সেই ভাবেই আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরোপিত এই কদম্ববৃক্ষের এই চারাটি কেন অদ্যাপিও প্রফুল্ল ও প্রবুদ্ধ দেখা যাইতেছে? আপনারা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন। শ্রীজীবের এই বাক্য শুনিয়া শ্রীনিবাস তখনই আনন্দ ভরে বলিলেন—হে গোস্বামিপাদ! শ্রীগোবিন্দের মনের ভাব এই—ব্রজস্থিত বস্তুনিচয়ের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। তাঁহাদের কালক্ষেপের পক্ষে শ্রীগোবিন্দের শপথবাক্য ও মনোবৃত্তিই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু এই কদম্বতরুটী স্বহস্তে রোপন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীগোবিন্দ মথুরায় থাকিয়াও ইহার কথা স্মরণ করায় ইহার প্রফুল্লতা

দেখা যাইতেছে ইহাই আপনার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত। তখন শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের মুখে এই উত্তম তথ্য শুনিয়া পরম তৃপ্ত হইলেন। তখন বৈষ্ণবগণ বলিলেন—আপনি যাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য আমাদিগকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন ইনিই সেই শ্রীনিবাস। শ্রীজীব গোস্বামী তখন সত্বর আসন হইতে উঠিয়া শ্রীনিবাসকে গাঢ়ালিঙ্গনে আবদ্ধ করতঃ প্রেমভরে স্বীয়াসনে বসাইয়া শ্রীরূপের পূর্ব্ব কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতিভরে বলিলেন—হে শ্রীনিবাস! তুমি আমার সন্দেহ ছেদন রূপ আচার্য্য কার্য্য করিয়াছ অতএব অদ্য হইতে তুমি আচার্য্য। তখন শ্রীনিবাস কাকুভরে বলিলেন —হে গোস্বামিপাদ! শ্রীভট্টপাদকে আমায় একবার দেখাইয়া দিন। শ্রীজীব তখন অতি সত্বর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকে দেখাইয়া দিলেন। শ্রীভট্টপাদ তখন শাস্ত্রাধ্যাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন, এমত অবস্থায় শ্রীনিবাস তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইলে শ্রীভট্টপাদ তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করতঃ মধুর স্বরে বলিলেন—হে বান্ধব! তুমি আমার জন্মে জন্মের দাস। আমার আনন্দের জন্য বিধাতা অদ্য তোমাকে আমায় মিলাইয়া দিয়াছেন। অনন্তর শ্রীভট্টপাদ বৈষ্ণববৃন্দের সহিত যমুনায় গিয়া প্রীতিভরে শ্রীনিবাসকে স্নানাদি করাইয়া কিয়ৎকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর কথায় অতিবাহিত করতঃ শ্রীনিবাসকে দীক্ষা দানে কৃপা করিলেন। তদনন্তর শ্রীনিবাস শ্রীভট্টপাদের আনুগত্যে বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোপী-

নাথের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া নয়নজলে অভিষিক্ত হইলেন এবং বৈষ্ণবগণের দর্শনের নিমিত্ত শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর কুটীরে নীত ও প্রণত হইলে শ্রীলোকনাথ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তত্রত্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইলে শ্রীনিবাস তাঁহাকে গাঢ়ালিঙ্গনে আবদ্ধ করতঃ মধুর বাক্যে বলিলেন—অদ্য বিধাতা আমাকে কি নয়ন দিলেন, অথবা কি প্রাণ দিলেন ? অহো ! বিধাতা অদ্য সদয় হইয়া আমাকে অদ্বিতীয় সুখ রূপ তোমায় সঙ্গী দিলেন। শ্রীনিবাস এক্ষণে গোস্বামীগণের সেবা, দর্শন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বৃন্দাবনে বহুদিন অতিবাহিত করিতে থাকিলে. এক দিন শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন—শ্রীনিবাস ! তুমিই আমার একমাত্র সহায়, মদীয় শ্রীগুরু পাদপদ্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহা তুমি পালন কর। গোস্বামিগণের গ্রন্থ লইয়া তুমি সত্বর গৌড়দেশে গমন কর এবং শ্রীগৌরাঙ্গের পদাঙ্কিত ভূমিতে পাষণ্ডমতের নিরাকরণ করতঃ বিশুদ্ধা ভক্তি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর। শ্রীনিবাস শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ শুনিয়া শ্রীগুরু পাদপদ্মে নিবেদন করিলে শ্রীভট্টপাদ বলিলেন—শুন বৎস ! তুমি শ্রীরূপের আজ্ঞা পালন কর এবং আমারও আজ্ঞা তুমি শীঘ্র গৌড়ে গিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য কর। শ্রীনিবাস শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পাইয়া সন্ধ্যায় শ্রীগোবিন্দ দর্শনে গেলেন, ঐ দিন রাত্রিতে শ্রীগোবিন্দ স্বপ্নে বলিলেন—হে শ্রীনিবাস ! আমারও ঐ আজ্ঞা, তুমি তাহা পালন কর। শ্রীনিবাস

তাহা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গমন করতঃ স্বপ্নাদেশের কথা নিবেদন করিলেন এবং গৌড়ে যাইতে মনঃস্থির করিলেন। তখন শ্রীজীব গোস্বামী সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীরূপ সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণ কৃত গ্রন্থরত্ন সহ শ্রীনিবাস শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে গৌড়দেশে পাঠাইবার দিন স্থির করিলেন এবং ঐ তিন জনকে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নিকট বিদায় লইতে পাঠাইলেন। শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীদাস গোস্বামীর চরণে ও শ্রীরাধাকুণ্ডবাসীর চরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নিকট আসিলে তিনি তিন জনকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তিন জনকে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধারমণ, শ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীরাধাদামোদর সমীপে বিদায় গ্রহণ করাইলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী তিন জনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বহু কৃপা করিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীনিবাসের হস্ত ও শ্রীনরোত্তমের হস্ত একত্র সংযোগ করতঃ বলিলেন—হে শ্রীনিবাস! অদ্য তোমার হস্তে এই নরোত্তমকে সমর্পণ করিলাম, নরোত্তম তোমারই। তদনন্তর শ্রীলোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমকে শ্রীবিগ্রহ সেবা, সঙ্কীর্ত্তন, বৈষ্ণবসেবা এবং বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত বারম্বার বলিয়া দিলেন। তদনন্তর শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণব সমীপে শ্রীনিবাস,

নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দকে বিদায় গ্রহণ করাইয়া শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে আনিলেন। শ্রীভট্টপাদ, শ্রীলোকনাথ, শ্রীভূগর্ভ, শ্রীমধু পণ্ডিত, শ্রীরাঘব পণ্ডিত ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি মহাত্মাগণ তথায় সমবেত হইলেন। শ্রীজীব সকলের অনুমতি ক্রমে গ্রন্থের চারিটি সম্পুট গাড়ীতে উঠাইলেন। গাড়োয়ান গাড়ী চালাইলে অগ্র পশ্চাৎ দশজন সশস্ত্র পদাতিক চলিল। সমবেত মহাত্মাগণের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। গ্রন্থরত্ন সহ তিন জনে ক্রমশঃ গৌড়মণ্ডল বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকট বনমধ্যে কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে তত্রত্য লোক সকল বলিতে লাগিল কোন মহাজন গাড়ী ভরিয়া রত্ন লইয়া দূরদেশে যাইতেছে, বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর এই সংবাদ পাইয়া স্বীয় দস্যুগণ দ্বারা গাড়ী অপহরণ করাইলেন। সম্পুট দর্শনে রাজার চিত্ত শোধন হইল এবং গ্রন্থাচার্য্যের দর্শনের নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল। এদিকে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীগ্রন্থ সম্পুটের অদর্শনে হাহাকার করিয়া উঠিল। ইত্যবসরে দৈববাণী হইল—"গ্রন্থের জন্য কোন চিন্তা করিও না", বনবিষ্ণুপুরের রাজার নিকট গ্রন্থ পাইবে। শ্রীনিবাস তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পত্র পাঠাইলেন ও শ্রীনরোত্তম এবং শ্রীশ্যামানন্দকে খেতরি পাঠাইবার কালে তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন আমি রাজার নিকট হইতে গ্রন্থসম্পুট উদ্ধার করিয়া তবেই যাইব, তোমরা কোন চিন্তা করিও না। শ্রীনিবাস

তাঁহাদিগকে খেতরি পাঠাইয়া বনবিষ্ণুপুরের শ্রীকৃষ্ণবল্লভকে কৃপা করতঃ তাহাকে সঙ্গে নিয়া রাজা বীরহাম্বীরের সভায় উপস্থিত হইলেন। বীরহাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজা বীরহাম্বীরকে কৃপা করতঃ গ্রন্থরত্ন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ও খেতরিতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, তদনন্তর গ্রন্থাদি লইয়া যাজিগ্রামে আসিলেন। আচার্য্য প্রভু রাজ প্রদত্ত বহুমূল্য দ্রব্য, গ্রন্থরত্ন ও শিষ্যবর্গের সমভিব্যাহারে অকস্মাৎ যাজিগ্রামে আগমন করিলে তাঁহার জননী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর আনন্দের আর সীমা রহিল না! যাজিগ্রামে তাঁহার শুভাগমনে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও দূরদেশ হইতে শত শত বৈষ্ণব দর্শনাশে আসিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে প্রীতি পূর্ণ সম্ভাষণ পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও গোস্বামি গ্রন্থ শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য্য প্রভু নবদ্বীপ কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডের সমাচারে জানিলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শ্রীবাস পণ্ডিত অন্তর্ধান হইয়াছেন, এই সংবাদে তিনি মর্ম্মন্তুদ বেদনা অনুভব করিলেন এবং জননীর নিকট আজ্ঞা লইয়া শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদ লইয়া কিয়ৎদিন পরে যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাজিগ্রামে প্রত্যাগমনের পর তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য চতুর্দ্দিকে

প্রচারিত হওয়ায় দূরদেশ হইতে ছাত্রগণ আগমন করতঃ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল। তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সুবিমল ভক্তিধর্ম্মের প্রচার প্রসার করিতে লাগিলেন। যাজিগ্রামে প্রতি ঘরে ঘরে শ্রীহরি সংকীর্ত্তনের তুমুল হরিধ্বনি উত্থিত হইল এবং খেতরিতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও উড়িষ্যা প্রদেশে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু দ্বারা ভক্তিধর্ম্মের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু ভক্তবৃন্দ দার পরিগ্রহের নিমিত্ত তাঁহাকে বারম্বার অনুযোগ করিতে লাগিলেন এবং জননীরও সাতিশয় আগ্রহ দেখিয়া তিনি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। ইত্যবসরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন—ওহে শ্রীনিবাস! তুমি গুরুজনের আদেশ অবহেলা না করিয়া বিবাহ করিলে পরম সুখী হইবে। ইতিমধ্যে তাঁহার জননীর অন্তর্ধান হইল। তদনন্তর বৈশাখী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় যাজিগ্রাম নিবাসী শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তির কন্যা শ্রীমতী দ্রোপদীর সহিত মহা সমারোহে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর দ্রোপদী দেবীর শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নাম হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলার শেষ মুহূর্ত্তে আবির্ভাব হওয়ায় শ্রীগৌর পরিকরের একে একে অন্তর্ধান লীলা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি দিনের পর দিন ক্রমশঃ উদাসীন ও হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, ঠিক এমনি সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে আর এক

ঘটনা ঘটিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্বপ্নাদেশে শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তির অপরূপা গুণবতী কন্যা শ্রীমতী পদ্মাবতীর সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। ইঁহারও বিবাহের পর নাম হইল শ্রীমতী গৌরাঙ্গ প্রিয়া। আচার্য্য প্রভুর শ্রীঈশ্বরী ঠাকুরাণী হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ, এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া হইতে শ্রীগতিগোবিন্দ এই তিন পুত্র হইয়াছিল এবং তাঁহার তিন কন্যাও হইয়াছিল, প্রথমা—শ্রীমতী হেমলতা, মধ্যমা—কৃষ্ণপ্রিয়া ও কনিষ্ঠা—শ্রীকাঞ্চন ললিতা।

একদা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বাটীর পশ্চিমে সরোবর তীরে বসিয়া দেখিলেন মন্মথতুল্য দিব্যকান্তিধারী এক যুবক বিবাহ করিয়া দোলায় চাপিয়া নিজগৃহে যাইতেছেন। সেই যুবককে দর্শন করিয়া তিনি সকলকে বলিলেন—কে এই নবীন যুবা? কামদেব? না অশ্বিনীকুমার? এইরূপ বলিয়া তিনি নয়ন চষকে তাঁহার রূপামৃত পান করতঃ বলিলেন—এই প্রকার সুন্দর দেহ লাভ করিয়া শ্রীহরির পাদযুগলকে যে ভজনা করিতে পারে সেইই ভাগ্যবান্। তদনন্তর তিনি আরও জিজ্ঞাসা করিলেন ইঁহার নাম কি? বাসস্থান বা কোথায়? তাঁহারা বলিলেন—ইঁহার নাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। ইনি পণ্ডিত, বৈদ্যকুল চূড়ামণি, বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তি। সরজনি নগরে ইঁহার বাড়ী। তাঁহাদের বাক্যে আচার্য্য প্রভু পরম আনন্দিত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীআচার্য্য প্রভুর কথা শুনিয়া কিছু না বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে গৃহে গেলেন বটে, কিন্তু অতি কষ্টে সেই রাত্রিটি

অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রত্যুষে আসিয়া আচার্য্য প্রভুর চরণে নিপতিত হইলে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের করে ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আনন্দভরে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—হে বান্ধব! জন্মে জন্মে তুমি আমারই দাস। বিধাতা অদ্য আমার আনন্দের জন্য তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরাধা গিরিধারীর পাদ-পদ্মাশ্রয় দান করিয়া যুগলকিশোরের বিবিধ লীলাও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করাইলেন এবং গোস্বামিগ্রন্থ পড়াইয়া পুনরায় আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিলেন—রামচন্দ্র! তুমি আমারই স্বরূপ। পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে বিধাতা আমাকে এক চক্ষু দিয়াছিলেন, বহুদিন আমি এক চক্ষুই ছিলাম, কিন্তু সেই বিধাতা আবার অদ্য এক-চক্ষুও সমর্পণ করিলেন। এই ভাবে তাঁহাকে বহু শিক্ষা দিয়া অশেষ বিশেষ রূপে কৃপা করিয়াছিলেন।

একবার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনরোত্তম যাজিগ্রামে ছিলেন। শ্রীনরোত্তমের যাজিগ্রামে থাকিবার কালে শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—শুন রামচন্দ্র! তুমি বিবাহ করিয়া আসিয়াছ, সুতরাং স্ত্রীর প্রতি তোমার কিছু কর্ত্তব্য রহিয়াছে, পত্নীকে সম্ভাষণ করিবার জন্য তুমি একবার গৃহে যাও। শ্রীরাম-চন্দ্র শ্রীগুরু আদেশে অবিচারে সেই দিন অপরাহ্নে পত্নী সম্ভা-ষণের নিমিত্ত গৃহে গমন করিলেন, পত্নী শ্রীমতী রত্নমালা অপ্র-ত্যাশিত ভাবে অসাধনে চিন্তামণির ন্যায় স্বামী দর্শন পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া কায়মনে তাঁহার সেবায় নিযুক্তা হইলেন। রাত্রিকালে নিভৃত শয়ন কক্ষে শ্রীগুরুদেবৈক প্রাণ শ্রীরামচন্দ্র

পত্নী শ্রীমতী রত্নমালার সহিত ভাবভরে শ্রীগুরু পাদ পদ্মের সেবা ও তাঁহার গুণ গান করিতেছেন, সেই কালে তাঁহার নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়া বক্ষঃস্থলকে প্লাবিত করিতেছে, বধূ রত্নমালা কেবল পতির মুখকমল দর্শন করিতেছে আর মধ্যে মধ্যে অঞ্চল দ্বারা অশ্রু মার্জ্জন করিতেছে, পতির কথামৃত পানে ধীরে ধীরে পদ্মাবতীর মন অপ্রাকৃত ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করায় দুই জনেই এক অপার্থিব আনন্দের তরঙ্গে সন্তরণ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইয়া যায়, শ্রীরামচন্দ্র উষাকালে শ্রীগুরুদেবের সেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া রত্নমালার নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য স্থির করিলেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আদেশানুযায়ী পত্নীকে সম্ভা-ষণ করা হয় নাই, ইহা তাঁহার মনে উদিত হওয়ায় পত্নী রত্ন-মালাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রভাতে যাজিগ্রামে রওনা হইলেন। গুরুগৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর আঙ্গিনায় ঝাড়ু কবিতেছেন, শ্রীনরোত্তমের দৃষ্টি তখন পত্নী সম্ভাষণ কালে সিন্দুরের বিন্দু বিজড়িত রামচন্দ্রের ললাটের উপর নিপতিত হইয়াছিল। শ্রীনরোত্তম রোষভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোথায় গিয়াছিলে? সিন্দুর বিন্দুই বা কোথা হইতে লাগিল? তদুত্তরে শ্রীরামচন্দ্র সরলভাবে বলিলেন—শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় পত্নী সম্ভাষণে গিয়াছিলাম, রত্নমালার ললাটের সিন্দুর আমার ললাটে লাগিয়াছে। শ্রীনরোত্তম ক্রোধে তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠে ঝাড়ু প্রহার করিলেন। অনন্তর আচার্য্য প্রভুর

স্নান কালে শ্রীনরোত্তম তাঁহার অঙ্গে তৈল মাখাইতে গিয়া পৃষ্ঠে রক্তিমাকার ঝাড়ুর চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। অতএব হে রামচন্দ্র! তুমি আমারই স্বরূপ, আচার্য্য প্রভুর এই বাক্যের ইহাই উজ্জ্বল প্রমাণ।

আচার্য্য প্রভু রাজা বীরহাম্বীরের আহ্বানে কখনও কখনও বনবিষ্ণুপুরে যাইতেন, তিনি একবার বিষ্ণুপুরে লীলা স্মরণ কালে মণিমঞ্জরী স্বরূপে অবস্থিত হইয়া লীলার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলেন, উপবিষ্ট একই আসনে দুই দিন দুই রাত্রি ব্যতীত হইয়া গেল, এ দিকে বীরহাম্বীর, ব্যাসাচার্য্য ও কৃষ্ণবল্লভ প্রভৃতি দেখিলেন প্রভুর দেহ নিশ্চল, শ্বাস প্রশ্বাসও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সকলে হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্মরণ হইল, কারণ শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্য প্রভু হইতে দেহমাত্র ভিন্ন, তাঁহার মনোবৃত্তি তিনি সবই বিদিত ছিলেন। সকলে এই প্রকার বিচার করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন এমনি সময়ে তথায় শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না, আমি দেখিতেছি তিনি এখন কোথায় বা কোন আনন্দে নিমগ্ন আছেন। আমি এখনই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিব। এই বলিয়া তিনি ধ্যানে করুণামঞ্জরী স্বরূপে লীলার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্বীয় গুরুদেব মণিমঞ্জরী অন্যান্য মঞ্জরীর সহিত মিলিত হইয়া যমুনার জলে কি

যেন অন্বেষণ করিতেছেন। তখন করুণামঞ্জরী মণিমঞ্জরীর নিকট গমন করিলেন। মণিমঞ্জরী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন— তুমি আসিয়াছ ভাল হইয়াছে, তবে শুন গত রজনীতে মহা-রাসের পর জলক্রীড়ায় স্বামিনী জীউর নাসার বেসর জলে পড়িয়া গিয়াছে, আমরা সকলেই তাহা অন্বেষণ করিতেছি, শ্রীরামচন্দ্র অর্থাৎ করুণামঞ্জরী বুঝিতে পারিলেন যে যত সময় পর্য্যন্ত বেসর না পাওয়া যাইবে, তত সময় পর্য্যন্ত তিনি যথাব-স্থিত স্বরূপে ফিরিবেন না। তখন তিনিও বেসর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বলবতী গুরু কৃপায় করুণামঞ্জরী অতি শীঘ্র এক কমল পত্রের নীচে সেই বেসর প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা মণিমঞ্জরীর হস্তে সমর্পণ করিলেন, মণিমঞ্জরী গুণমঞ্জরীকে সমর্পণ করিলেন, গুণমঞ্জরী যূথেশ্বরী শ্রীরূপমঞ্জরীর হস্তে প্রদান করিলে তিনি স্বামিনী জীউর নাসায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন এই বেসর করুণামঞ্জরী প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন স্বামিনী জীউ সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া করুণামঞ্জরীকে তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলেন। মণিমঞ্জরী স্বামিনী জীউর চর্ব্বিত তাম্বূল করুণা মঞ্জরীর হস্তে দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, তাহাতে তাঁহার সমাধি ভগ্ন হইয়া গেল। সকলে তখন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং লোকোত্তর সুগন্ধিযুক্ত সেই তাম্বূল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলেন।

শ্রীআচার্য্য প্রভু এইরূপে অগণিত জনগণকে কৃপা করতঃ স্বচরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন। গুণনিধি গোবিন্দ কবিরাজকে

স্বচরণ আশ্রয় দিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাসগীত প্রণয়নে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। নিজ কান্তা শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী ও শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়াকে স্বচরণাশ্রয় দিয়াছিলেন এবং নিজ কন্যা শ্রীমতী হেমলতা, শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া এবং কাঞ্চন লতিকা ও পুত্র শ্রীগোবিন্দগতিকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কৃপাপরবশতঃ শ্রীদাস, গোকুল, শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তি, নৃসিংহ কবিরাজ, শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্ত্তি, মালতী দেবী, গোপীরমণ, জয়রাম, ঠাকুরদাস, নারায়ণ, গোকুল এবং আচার্য্য ব্যাসকেও শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন। রাঢ়, বঙ্গ, উৎকল, বরেন্দ্র ভূমি, পার্ব্বত্য, বৃদ্ধ কঙ্কাল এবং গঙ্গাতট ও মধ্যদেশ পর্য্যন্ত যাঁহার শিষ্য উপশিষ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু খেতরির বাৎসরিক উৎসবে প্রতিবারই যোগদান করিতেন। এইবার বাৎসরিক উৎসব সমাধানান্তে বিদায় কালে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে নির্জ্জনে ডাকিয়া তাঁহার কানে কানে কিছু গোপন কথা বলিলেন। দুই জনে কি যে পরামর্শ করিলেন তাহা কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ইহার পর হইতে শ্রীনরোত্তমের কিছু ভাবান্তর ঘটিল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় তিনি যেন কোন আন্তরিক তীব্র বেদনাকে গোপন করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সহসা তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া বাহিরে উথলিয়া উঠিতেছে। আচার্য্য প্রভু এবার খেতরি হইতে যাজিগ্রামে ফিরিবার পর সর্ব্বদা ভাবাবিষ্ট থাকিতেন, তাহাতে বহির্জগৎ

তাঁহার সবই বিস্মৃতি হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীগুরুদেবের নির্দিষ্ট কার্য্যাবলী সবই পূর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরও একে একে সকলেই অন্তর্ধান হইয়াছেন, অতএব এমত অবস্থায় তাঁহাদের সঙ্গচ্যুত হইয়া অধিক বিরহ বেদনা ভোগ করিয়া কোন লাভ নাই। শ্রীগুরুদেব এখনও শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান আছেন, কিন্তু তিনিও অতিশীঘ্র নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবেন, ইহা তিনি নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া হৃদয়ের বেদনা শ্রীনরোত্তমকে খেতরিতে গোপনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর কিয়ৎ দিন পরেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীলোকনাথ প্রভুর অন্তর্ধানের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। সংবাদ পাইয়া আচার্য্য প্রভু নিশ্চয় করিলেন —জীবন বোঝা বহিয়া বাঁচিয়া থাকা আর উচিৎ নয়, অতএব শ্রীরামচন্দ্রের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের পদাঙ্কিত ভূমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ঐ শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিব এবং শ্রীগুরুদেবের ইঙ্গিত পাইলে লৌকিক লীলা সম্বরণ করিয়া তাঁহার চরণ সমীপে গিয়া সেবা সৌভাগ্য লাভ করিব। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু মনে প্রাণে এইরূপ নিশ্চয় করতঃ পত্র লিখিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট পাঠাইলেন। পত্র পাইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনরোত্তম ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি পত্রে আরও জানিলেন যে শ্রীরামচন্দ্রেরও এই শেষ যাত্রা। শ্রীনরোত্তম রামচন্দ্রের নিকট গিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রও জানিয়াছিলেন যে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে তাঁহারও লীলা সম্বরণের কাল উপস্থিত হইয়াছে, কারণ—শ্রীনরোত্তম পূর্ব্বেই শ্রীরামচন্দ্রকে আচার্য্য প্রভুর গোপনীয় কথার অভিপ্রায় বলিয়াছিলেন। এবার শ্রীরামচন্দ্রও বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন· কে কাকে সান্ত্বনা দিবে, একে অন্যকে দৃঢ়া-লিঙ্গনে আবদ্ধ করতঃ উভয়ই উভয়কে নয়ন ধারায় অভিষিক্ত করিতেছেন। পরিজনবর্গ সকলই জানিত যে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীআ-চার্য্য প্রভুর সহিত বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গসুখ প্রদান করিবেন। কেহ কি জানিত যে তাঁদের দুই দেহ এক প্রাণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। কিয়-দনন্তর শ্রীনরোত্তম কিছু সংযত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সমস্ত শরীরে স্নেহের সহিত হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—শ্রীগুরুদেবের সহিত বৃন্দাবনে যাইতেছ, ইহা বড় সৌভাগ্যের বিষয়, যাও পরম আনন্দেই যাও। তবে জানিও আমিও ঐ শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি. যাহাতে আবার আমাদের মিলন হয়। এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যাজিগ্রামে পৌঁছা-ইলে আচার্য্য প্রভু তাঁহার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলে স্ত্রীগণ পুত্রগণ, শিষ্যবৃন্দ কিছুদূর অনুগমন করতঃ গৃহে আসিলেন ও তাঁদের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৬৬০ সম্বতে কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমী তিথিতে আচার্য্য প্রভু এবং ১৬৬৯ কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

পরিশেষে নিবেদন—শ্রীকুণ্ড নিবাসী শ্রীআনন্দদাস বেদান্ত তীর্থ শ্রীগ্রন্থের অনুবাদাদি দ্বারা যে সাহায্য করিয়াছে কৃতজ্ঞ-তার ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

শ্রীরাধারমণ প্রেষ্ঠং রসশাস্ত্র প্রবর্ত্তকম্।
শ্রীনিবাসপ্রভুং বন্দে পরকীয়ারসার্থিনম্॥

শ্রীশ্রীকর্ণানন্দ

প্রথম নির্য্যাস

* শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি *

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ সসনাতনরূপকঃ ।
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বহুকাল পর্যন্ত পূর্ব্বে যাহা জীবজগতে অর্পিত হয় নাই, উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি সম্পত্তি সম্যক্ প্রকারে প্রদান করিবার নিমিত্ত যিনি কৃপাপরবশতঃ এই কলি-যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুবর্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতিসমূহদ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি তোমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হউন ॥ ১ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি নাম প্রভাবে অতি ধন্যগণের মস্তকোপরি বিরাজ করেন। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! আপনি সর্ব্ব-মঙ্গলপ্রদ পুরুষগণেরও মঙ্গলার্হ, পূজিত শ্রীসনাতন সহিত শ্রী-রূপ! আপনিই আমার মস্তকের আধেয়। হে শ্রীগোপাল

সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদম্ ॥ ৩ ॥
শ্রীরাধারমণপ্রেষ্ঠং রসশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকম্।
শ্রীনিবাসপ্রভুং বন্দে পরকীয়ারসার্থিনম্ ॥ ৪ ॥

ভট্ট! আপনি পূজ্যতাগুণে সমৃদ্ধিমান্, নাম ধামেতে অতি প্রসিদ্ধ! পরমভক্তিসংযুক্ত হে শ্রীরঘুনাথদাস এবং ইঁহাদের অন্তরঙ্গ বলিয়া পরিচিত ও সাধুগণের কর্ণগর্ভের আভরণস্বরূপ, হে ভূগর্ভাদিগণ! পূর্ব্বজন্মের দুর্লভ সুকৃতিবলে যাঁহার শরণ-প্রাপ্ত হইয়াছি সেই পিতৃচরণ শ্রীবল্লভ অথবা যিনি রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণের পরিচর্য্যা করেন অতএব সকলের বল্লভ শ্রীবল্লভ! নিজ চরণছায়ায় আমায় প্রতিপালন করুন ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের প্রেমে পরিমগ্নচিত্ত, শ্রীরূপগোস্বামিপাদের সখ্যতায় নিখিল শাস্ত্রসমূহকে অবলোকন করিয়াছেন, স্বয়ং প্রকটিত বিগ্রহ শ্রীরাধারমণদেবই যাঁহার একমাত্র জীবনস্বরূপ, ভজনকারিগণের অভীষ্টপ্রদ, সেই শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিচরণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীরাধারমণের অতিশয় প্রিয়ভাজন, যিনি গৌড়-দেশে রসশাস্ত্রের প্রণেতা বা প্রচারক, শ্রীরাধাগোবিন্দের পরকীয়ারসের আস্বাদনকারী, সেই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু॥

জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র দয়ার সাগর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু পরিকর॥

জয় শ্রীরূপ সনাতন প্রেমময় রূপ।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট প্রেমভক্তি কূপ॥

জয় শ্রীল রঘুভট্ট দয়া কর মোরে।
জয় রঘুনাথ দাস রাধাকুণ্ড-তীরে॥

জয় জয় জীবগোসাঞি করুণার নিধি।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু গুণের অবধি॥

জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ।
দোঁহার চরিত্র রসে জগত আনন্দ॥

জয় শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি পতিত পাবন।
দয়া কর প্রভু মোরে লইনু শরণ॥

শুন শুন ভক্তগণ করি এক মন।
দুই শক্তি মহাপ্রভু কৈলা প্রকটন॥
নিজ মনোঽভীষ্ট তাহা করিতে প্রকাশ।
পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস॥
গ্রন্থ প্রকটিলা তাতে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া।
আনন্দ হইল চিত্তে শক্তি প্রকাশিয়া॥

হেন মহা মহাধন কৈল প্রকটন।
লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিলা যাহার কারণ॥
হেন সে দুর্ল্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া।
শ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রকাশিলা গিয়া॥
দুই শক্তি প্রকাশিয়া মনের আনন্দ।
যাহা আস্বাদিয়া জীব হইল স্বচ্ছন্দ॥
হেন সে দুর্ল্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া।
শ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রচারিল গিয়া॥
হেন শ্রীনিবাস মোর আচার্য্য ঠাকুর।
কল্পবৃক্ষাশ্রয়ে জীব তাপ কৈলা দূর॥
শ্রীনিবাস কল্পবৃক্ষরূপে অবতার।
করুণা করিয়া জীবের করিলা নিস্তার॥
রামচন্দ্র কবিরাজ যে বৃক্ষের শাখা।
তাঁহার অনন্ত গুণ কি করিব লেখা॥
মধুর মূরতি রামচন্দ্র কবিরাজ।
বৃক্ষসম গুণ যার জগতের মাঝ॥
তাঁহার অনুজ হয় অতি গুণবান্।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ যাঁহার আখ্যান॥
আর শাখা তাতে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।
তিন জন শাখা সর্ব্ব গুণের নিধান॥
এই আদি করিয়া যতেক বৃক্ষের শাখা।
অনন্ত অপার তার কে করিবে লেখা॥

এবে ত কহিয়ে বৃক্ষের উপশাখাগণ।
শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ॥
শাখা অনুশাখা যার জগৎ ব্যাপিল।
করুণা কটাক্ষ যাতে পত্র নিকসিল॥
নানা সৎ ভাবাবলি পুষ্প বিকসিত।
শুদ্ধ পরকীয়া যাতে গন্ধ আমোদিত॥
এই মতে বৃক্ষ অতি সুগন্ধ হইল।
নিরমল প্রেমভক্তি ফল উপজিল॥
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
শ্রবণাদি জলে কর বৃক্ষের সেচন॥
কর্ম্ম জ্ঞানাদিক সব দূরে তেয়াগিয়া।
ফল আস্বাদহ সবে আকণ্ঠ পূরিয়া॥
শ্রীনিবাস রূপে কল্পবৃক্ষের সাজন।
গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন॥
শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থগণ।
যত গ্রন্থ প্রকাশিলা গোস্বামী সনাতন॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি যাহা করিলা প্রকাশ।
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস॥
শ্রীজীব গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থ চয়।
কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময়॥
এই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে।
বিস্তারিল প্রভু তাহা মনের আনন্দে॥

শ্রীনিবাস বায়ু রূপে গ্রন্থ মেঘ লইয়া।
লইয়া আইলা যিঁহো যতন করিয়া॥
ব্রজগিরি-মধ্য হইতে গ্রন্থ মেঘ আনি।
গৌড়দেশ কৃষি সিঞ্চে দিয়া প্রেমপানি॥
কলি রবি-তাপে দগ্ধ জীব-শস্যগণ।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত বৃষ্টে পাইল জীবন॥
প্রেমের বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া
ভকত ময়ূর নাচে মাতিয়া মাতিয়া॥
যাজিগ্রামে বসতি করিলা প্রভু যবে।
প্রত্যহ বৈষ্ণবগণ আসি মিলে তবে॥
তা সবাকে প্রেমকথা কহে ভক্তিযোগে।
ঘুচাইলা তা সবার জ্ঞান কর্ম্ম রোগে॥
এইরূপে কতদিন প্রেমানন্দে যায়।
কৃষ্ণপ্রেমরসে ভাসে ভাবময় গায়॥
বৈষ্ণবের উপরোধে বিবাহ করিল।
কত দিন পরে পুন আর বিভা কৈল॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বল দেখয়।
বিদগ্ধমাধব ললিতমাধবাদিময়॥
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশমচরিত॥
মথুরামাহাত্ম্য আর বহু স্তবাবলি।
হংসদূতাদিক উদ্ধব সন্দেশ সকলি॥

ষট্‌সন্দর্ভ তোষণী ভাগবত দশম ।
গীতাবলি বিরুদাবলি পড়ে করি ক্রম ॥
মুক্তাচরিত্র আর কৃষ্ণকর্ণামৃত ।
ব্রহ্মসংহিতাদি আর গোপীপ্রেমামৃত ॥
কত নাম জানি আমি লক্ষ গ্রন্থ যত ।
মাধব মহোৎসবাদিক দেখে অবিরত ॥
পড়িয়া শুনাইলা গ্রন্থ বৈষ্ণবের গণে ।
প্রেমামৃতে ডুবি রহে রাত্রি আর দিনে ॥
সংখ্যা করি হরিনাম লয় প্রহরেক ।
গ্রন্থ দরশনে যায় আর প্রহরেক ॥
রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ কীর্ত্তন দুই যাম ।
স্মরণবিলাস-প্রেমে ভাসে অবিরাম ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ ।
রায়ের নাটক গ্রন্থ গান পরানন্দ ॥
রজনীতে ভক্ত সঙ্গে রাসাদি বিলাস ।
গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উল্লাস ॥
দিনে শালগ্রাম সেবা তুলসীসেবন ।
পরম ভক্তিতে করে জলের সিঞ্চন ॥
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান মন্ত্র নাম দোঁহাকার ।
এই মত স্মরণলীলা স্মৃতি সর্ব্বকাল ॥
শ্রীরূপ সনাতন বলি সঘন হুঙ্কার ।
শ্রীগোপাল ভট্ট বলি করেন ফুৎকার ॥

রাধাকৃষ্ণ কুণ্ড বলি ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
গিরি গোবর্দ্ধন বলি করে হায় হায়॥
এই রূপে রাত্রি দিনে প্রেমানন্দে যায়।
প্রেমামৃত আস্বাদয়ে আনন্দ হিয়ায়॥
সুকৃতি বাসয়ে ভাল দুষ্কৃতি হাসয়।
এবে সেই লোক সবে আনন্দে ভাসয়॥
গৌরগুণ গান প্রভু নিত্যানন্দ গুণ।
এই মতে দিবা রাত্রি উপজে করুণ॥
এবে কহি শ্রীআচার্য্য প্রভুর শাখাগণ।
যা সবার নাম স্মৃতে প্রেম উদ্দীপন॥

বন্দে শ্রীল শ্রীনিবাসপ্রভুশাখাগণান্ সদা।
যন্নামস্মৃতিমাত্রেণ কৃষ্ণপ্রেমোদয়ো ভবেৎ॥ ৫॥

শ্রীআচার্য্য প্রভুর যত শাখাগণ।
শ্লোক ছন্দে দোঁহে তাহা করিল বর্ণন॥
ঠাকুর মহাশয় যেবা করিলা বর্ণন!
কর্ণপূর কবিরাজ যা কৈল রচন॥
এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে।
মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে॥

অনুবাদ—শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মহান্ শাখাগণকে বন্দনা করি, যাঁহাদের নাম স্মরণমাত্রেই সাধকের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়॥ ৫॥

প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গেল কত দিন।
বৈষ্ণব রূপেতে আজ্ঞা করিলেন পুনঃ॥
আজ্ঞা বলবান্ ইহা বর্ণন করিতে।
ইহার ভাল মন্দ কিছু না পারি বুঝিতে॥
মুঞি ছার হীনবুদ্ধি কি জানি বর্ণন।
অপরাধ ক্ষম প্রভু লইনু শরণ॥
প্রভু আজ্ঞাবাণী আর বৈষ্ণব-আদেশ।
মনোমধ্যে ইহা আমি বুঝিনু বিশেষ॥
অজ্ঞবর শ্রেষ্ঠ আমি আর কি কহিব।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে সকল ক্ষমিব॥
তোমা সবার পাদরজ মস্তকে করিয়া।
কিছুমাত্র কহি ইহা পয়ার করিয়া॥
অগ্র পশ্চাৎ বর্ণনের না লইবা দোষ।
সবার চরণ বন্দো হইয়া সন্তোষ॥
এবে কহি প্রভুর শাখা উপশাখাগণ।
অপরাধ ক্ষমি ইহা করহ শ্রবণ॥
একদিন নিজবাটীর পশ্চিম দিশাতে।
সরোবর-তট আছে বসিলা তাহাতে॥
হেনকালে দোলাতে চড়ি আইসে এক জন।
পথে যায় বিবাহ করি বাজায় বাজন॥
মন্মথ সমান রূপ দেখি প্রভু ভাবে।
এমন অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম এবে॥

সুবর্ণ কেতকী-পুষ্প-সমান বরণ।
সুবিস্তীর্ণ বক্ষস্থল অতি মনোরম॥
লোমশ্রেণী যুক্ত তাতে প্রকৃষ্ট উদর।
রক্তবর্ণ তুল্য যার পদ আর কর॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন।
উন্নত নাসিকা আর সুন্দর দশন॥
বিম্বফল জিনিয়া অধর মনোরম।
মনোহর শোভিয়াছে এ পদ্ম লোচন॥
কম্বু গ্রীব ক্ষীণ মধ্য সুকুঞ্চিত কেশ।
উলটা কদলী উরু জানু সন্নিবেশ॥
পট্টবস্ত্র পরিধান গলে পুষ্পমালা।
চন্দনের পঙ্ক গায় দেখি সুধাইলা॥
ইহোঁ কিবা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
কিবা কোন দেবতা গন্ধর্ব্ব-পুত্র আর॥
এইরূপে তার রূপ দেখি পুনঃ পুনঃ।
কহিতে লাগিলা প্রভু কৃপা বাঢ়ে দুন॥
হেন যে শরীর পেয়ে যদি কৃষ্ণ ভজে।
তবে সে সফল তনু নহে বৃথা মজে॥
কহে তা সভার সঙ্গী কহ দেখি ভাই।
কোন্ গ্রামে বাটী ইহার রহে কোন্ ঠাঞি॥
কোন্ জাতি কিবা নাম কহ বিবরিয়া।
তাহা সব কহে কথা প্রণাম করিয়া॥

রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত।
বাচস্পতি সম কিবা সরস্বতী খ্যাত॥
সদ্বৈদ্য-কুলোদ্ভব যশস্বী প্রধান।
মহা চিকিৎসক ইহোঁ দিগ্বিজয়ী নাম॥
কুমার-নগরে বাটী খ্যাতি কীর্ত্তি নাম।
শুনি প্রভু হর্ষে গেলা আপনার ধাম॥
প্রভু যত কহিলেন গাঢ় কর্ণ করে।
শুনি কবিরাজ গেলা হর্ষে নিজ পুরে॥
পরম সুধীর কিছু উত্তর না দিলা।
প্রভুর চরণ মনে ভাবিতে লাগিলা॥
এইমতে কষ্টে দিন গোঙাইলা ঘরে।
রাত্রিকালে আইলেন প্রভুর দুয়ারে॥
এক দ্বিজগৃহে রাত্রি কষ্টে গোঙাইলা।
প্রভাতে প্রভুর পদে আসিয়া পড়িলা॥
কান্দিতে কান্দিতে ভূমে গড়াগড়ি যায়।
ছিন্নমূল বৃক্ষ যেন ভূমিতে লোটায়॥
গদগদ নাদে কহে দেহ পদ ছায়া।
মোর উত্তাপিত প্রাণ না করহ মায়া॥
প্রভু উঠি তার বাহুলতা উঠাইয়া।
হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন দিল করি দয়া॥
কৃষ্ণ ভক্তি হউক্ বলি আশীর্ব্বাদ কৈল।
প্রেমে গদ গদ কিছু কহিতে লাগিল॥

জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধব সহায়।
বিধাতা সদয় আনি দিলেন তোমায়॥
এত বলি রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল তারে।
শুনাইল রাধাকৃষ্ণ লীলা বারে বারে॥
পড়াইলা গ্রন্থগণ অলপ দিবসে।
আশীর্ব্বাদ করি তারে আজ্ঞা দিল শেষে॥
তুমিহ আমার নিজ স্বরূপ সর্ব্বথায়।
প্রেমময় হও তুমি গোবিন্দ কৃপায়॥
বৃন্দাবনে তোমার সদৃশ এক জন।
বিধি আনি নিধি দিল নাম নরোত্তম॥
চিরদিন একত্রেতে করিনু বসতি।
তোমা দিয়া দুই চক্ষু দিল দয়ামতি॥
এইরূপে তারে কৃপা করি শিখাইলা।
নরোত্তম ঠাকুর তার সঙ্গে করি দিলা॥
নরোত্তমে রামচন্দ্রে প্রেম বাড়ি গেল।
এক প্রাণ ভিন্ন দেহ হেন প্রেম হৈল॥
তবে প্রভু শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রতি।
দয়া কৈল শিষ্য হইল অর্পিয়া শকতি॥
তাহার অনুজ হয় পরম পণ্ডিত।
মহাভাগবত দোঁহে প্রেমময় চিত॥
রাধাকৃষ্ণ বিহার গীত রসপন্থ-মতে।
কবিরাজ আজ্ঞা দিলা অতি কৃপা যাতে॥

তাহার স্বপক্ষ গীত কৈল বহুরীতে।
পৃথিবী ভাসিল যবে প্রেমামৃত গীতে॥
দুই কবিরাজের দুই ত ঘরণীরে।
তাহারে করিলা দয়া সদয় অন্তরে॥
তবে প্রভু দিব্যসিংহ প্রতি দয়া কৈল।
প্রভু কৃপা পাই যেঁহো ধন্য অতি হৈল॥
তারপর সুচরিতা দুই প্রভুর ঘরণী।
দোঁহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥
জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নাম।
কি কহিব তাঁর গুণ অতি অনুপাম॥
কনিষ্ঠা শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
তাঁহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি॥
দুই জনে মহাপ্রীত অতি গুণবান্।
দোঁহে বিদগধ দোঁহে রসের নিধান॥
ভজন-পরাকাষ্ঠা দোঁহার না পারি কহিতে।
পরম সুধীর দোঁহে মধুর চরিতে॥
প্রভুর পরম প্রিয়া অতি গুণবতী।
বৈদগ্ধ্য অবধি দোঁহে মধুর মূরতি॥
শুদ্ধ রাগানুগা দোঁহার ভজন একান্ত।
পরকীয়া ভাব দোঁহার ভজন নিতান্ত॥
কি কহিব দোঁহাকার নৈষ্ঠিক ভজনে।
কর্ম্ম জ্ঞানাদিক কভু নাহি শুনে কাণে॥

আমি হীন ছার কিবা করিব ব্যাখ্যান।
প্রভুর প্রেয়সী দোঁহে প্রভুর সমান॥
দোঁহাকার শিষ্যোপশিষ্যে ভাসিল ভুবন।
আগে বিস্তারিব তাহা করিয়া যতন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবৃন্দাবন আচার্য্য হয় নাম।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণধাম॥
মধ্যম পুত্র প্রভুর রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য।
তার গুণ কি কহিব সকলি আশ্চর্য্য॥
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণনিধি।
পরম আশ্চর্য্য যেহো গুণের অবধি॥
শ্রীগোবিন্দ-গতি নামে কনিষ্ঠ তনয়।
তারে কৃপা কৈলা প্রভু সদয় হৃদয়॥
শ্রীগোবিন্দ-গতি প্রভু শ্রীগুরুপ্রণালী।
লিখিলেন নিজ শ্লোকে হইয়া কুতূহলী॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মের আশ্রয়।
মধুকর হইয়া যিহো সদা বিলসয়॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দ-মধুপো গোপালভট্ট প্রভুঃ
শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুলিট্ শ্রীশ্রীনিবাসাহ্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদারবিন্দ-মত্ত-মধুকর শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, তাঁহার চরণকমলের মধুকর শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য

আচার্য্যপ্রভুসংজ্ঞকোঽখিলজনৈঃ সর্ব্বেষু নীবৃৎসু যঃ
খ্যাত স্তৎপদপঙ্কজাশ্রয়মহো গোবিন্দগত্যাখ্যকঃ ॥৬॥

শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি হইয়া সদয়।
শ্রীআচার্য প্রভুকে কৃপা কৈল অতিশয় ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর পাদপদ্মের আশ্রয়।
শ্রীগোবিন্দগতি ইহা নিজ শ্লোকে কয় ॥
মহাদাতা হন তিঁহো মহান্ত গুণবান্।
তাঁর শিষ্যে উপশিষ্যে ভাসিল ভুবন ॥
সে সকল কথা আগে কহিব বিস্তারি।
এবে কহি প্রভুর শাখা সংক্ষেপ আচরি ॥
তবে প্রভুর নিজ কন্যা নাম হেমলতা।
তাঁহারে করিলা দয়া করি প্রসন্নতা ॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল।
তিঁহো প্রেমামৃতে সব মহী ভাসাইল ॥
আর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া নাম ঠাকুরাণী।
তাঁরে নিজ পদাশ্রয় দিল দয়ামণি ॥
আর কন্যা কাঞ্চনলতিকা যার নাম।
তাঁরে নিজ পদাশ্রয় দিল দয়াবান্ ॥

প্রভু, অহো--যিনি নিখিল জনসমূহে সর্ব্বদেশে বিখ্যাত, গোবিন্দ-গতি নামক আমি তাঁহার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৬ ॥

তবে প্রভু কাঞ্চনগড়িয়া প্রতি দয়া।
শ্রীদাস ঠাকুরে দয়া করিলা আসিয়া॥
তিঁহো মহাভাগবত পরম পণ্ডিত।
প্রভুর নিকটে যার সদা ছিল স্থিত॥
জয় কৃষ্ণ জগদীশ শ্যাম বল্লভাচার্য্য।
তাঁহার তনয় তিন গুণে মহা আর্য্য॥
শ্রীঈশ্বরের কৃপাপাত্র তিন মহাশয়।
মহাভাগবত হয় প্রেমের আলয়॥
তথায় তাহার জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুল দাস।
ঠাকুর করিলা কৃপা পরম উল্লাস॥
মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণসেবা করে।
তাঁর প্রেম চেষ্টা কেহো বুঝিতে না পারে॥
তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরেরে।
সুন্দর দেখিয়া কৃপা করিলা তাহারে॥
বালক কালেতে কৃপা তাহারে হইল।
তিঁহো মহাভাগবত শিষ্য বহু কৈল॥
তথায় শ্রীনরসিংহ কবিরাজ প্রতি।
দয়া কৈল মন্ত্র দিল অর্পিয়া শকতি॥
পরম পণ্ডিত তিঁহো প্রভুরে ধেয়ায়।
তাঁর প্রেম চেষ্টা গুণ বুঝন না যায়॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল।
তবে প্রভু রঘুনাথ বরে কৃপা কৈল॥

রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা।
তাহার মহিমা গুণ কি করিব লেখা॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম॥
তার পুত্র গোপীজন বল্লভ চট্টরাজ।
বিখ্যাত আছেন যিঁহো জগতের মাঝ॥
প্রভুতে পরম প্রীতি প্রভু দয়া করে।
তাঁহার মহিমা কিছু নারি বর্ণিবারে॥
তারে কৃপা করি প্রভু করি প্রসন্নতা।
যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল হেমলতা॥
শ্রীকুমুদ চট্টরাজ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
প্রভুপদ বিনে যার নাহি আর কৃত্য॥
তার পুত্র শ্রীচৈতন্য নাম চট্টরাজ।
প্রভুর কৃপাপাত্র যিঁহো মহাভক্তরাজ॥
তাঁহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া।
যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া
রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টরাজের জামাতা।
তাঁহারে করিলা দয়া লভি প্রসন্নতা॥
তাঁহার অনন্ত গুণ না পারি লিখিতে।
সদাই নিমগ্ন রাধাকৃষ্ণের লীলাতে॥
প্রভুতে পরম প্রীতি প্রভু প্রাণ তাঁর।
সদা হরিনাম যিঁহো করে অনিবার॥

দুই কন্যা চট্টরাজের দুই গুণবন্ত।
সুস্নিগ্ধ মূরতি দুঁহে অতি শুদ্ধ শান্ত॥
শ্রীমালতী প্রতি তবে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভু কৃপা পাই যিঁহো অতি ধন্য হৈল॥
আর কন্যা শ্রীফুলঝি নাম ঠাকুরাণী।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥
তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম।
সদা হরিনাম জপে এই তার কাম॥
প্রভু কহে তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম।
লক্ষ নাম জপ তুমি করিয়া নিয়ম॥
প্রভুর পরম প্রিয় সেবক প্রধান।
বৃন্দাবন চট্টরাজ প্রিয় ভৃত্য প্রাণ॥
কি কহিব ইহাঁ সবার ভজন প্রসঙ্গ।
কহিতে বাঢ়য়ে চিত্তে সুখাব্ধিতরঙ্গ॥
তথা বর্ণ বিপ্র প্রতি অতি শুদ্ধ দয়া।
তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া॥
নাম শ্রীগোপালদাস তারে কৃপা কৈলা।
নিজ জাতি উদ্ধারিতে তারে আজ্ঞা দিলা॥
কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ।
একেক লক্ষ হরিনাম করেন নিয়ম॥
দিবসে না লয় নাম রাত্রিকালে বসি।
কেশে ডোর চালে বান্ধি লয় নাম বসি॥

সবেই প্রভুর প্রাণ সবার প্রাণ প্রভু।
অতি প্রিয় স্থান সেই না ছাড়য়ে কভু॥
গোপালদাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয়।
শ্রীগোপীমোহন দাস মির্জাপুরালয়॥
তিঁহো মহাভাগবত কি তার কথন।
যার শিষ্য শ্যামদাস খড়গ্রাম ভবন॥
প্রভু কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।
বাল্যকালেতে যিঁহো ভজন অনুপাম॥
প্রেমমূর্ত্তি কলেবর বিখ্যাত যার নাম।
ভাবক চক্রবর্ত্তী খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল।
আগে তাহা বাখানিব খ্যাতি যাহা হৈল॥
তাহার ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা।
শ্রীঈশ্বরীর কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা॥
লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ।
ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আর শ্রীরূপ সনাতন।
আচার্য্য প্রভুর পদ সদাই ভাবন॥
ঠাকুরাণীর গুণ ব্যাখ্যা করিব বা কত।
যাহার ভজন রীত জগতে বিখ্যাত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নাম।
তার গুণ কি কহিব অতি অনুপাম॥

তাহার চরিত্র কথা না পারি কহিতে।
প্রভুপদ বিনা যার অন্য নাহি চিতে॥
আর দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা।
রাধাবিনোদ কিশোরীদাস ভক্তিপরা॥
কর্ণপূর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভুর শাখা বর্ণনাতে যিঁহো ধন্য হৈল॥
অপার ভজন যার না পারি কহিতে।
সদা মগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবাতে॥
লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ।
এই মতে রহে যিঁহো সুখাবিষ্ট মন॥
তবে বনবিষ্ণুপুর প্রতি কৃপা কৈলা।
সেখানে অনেক শিষ্য প্রকাশ হইলা॥
তবে শ্রীআচার্য্য ব্যাস প্রতি দয়া কৈলা।
তাহাকে সেবক করি বহু শিখাইলা॥
সে সব রহস্য গুণ কহনে না যায়।
তিঁহো মহাবিজ্ঞ অতি প্রেমী মহাশয়॥
তাঁর শাখা উপশাখা অনেক হইল।
তাঁরা মহাভাগবত জগৎ তারিল॥
শ্রীবংশীদাস ঠাকুর যেই মহাশয়।
প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয়॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম॥

শ্রীগোপালদাস ঠাকুর প্রভুর এক শাখা।
প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাহি লেখা ॥
বুধই পাড়াতে বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনিয়া।
যাহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া ॥
শ্রীরূপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
রাধাকৃষ্ণ নাম বিনা যার নাহি কৃত্য ॥
তার পর দয়া কৈল রঘুনন্দন দাসে।
ঘটক বলিয়া খ্যাতি দিলেন সন্তোষে ॥
দুই ঘটক হয়েন মহা গুণ বানে।
প্রভুর চরণ দোঁহে সর্ব্বস্ব করি জানে ॥
সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন।
তার স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন ॥
তার পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত।
হরিনাম বিনা যার নাহি আর কৃত্য ॥
তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল।
প্রভু কৃপা পাঞা যিঁহো ধন্য অতি হইল ॥
নিগূঢ় তাহার ভাব কে কহিতে পারে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা স্ফুরে যাহার অন্তরে ॥
সদা হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ।
প্রভুর চরণ দুটী অন্তরে স্ফুরণ ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈল গোপাল মণ্ডলে।
প্রভু পদে নিষ্ঠা যার অতি নিরমলে ॥

প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ।
দোঁহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন॥
দুঁহে অতি শুদ্ধাচার নিরমল তনু।
মহাপ্রভুর পদধ্যান নাহি ইহা বিনু॥
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
অবিশ্রাম ঝরে আঁখি করে কীর্ত্তনে নৃত্য॥
আর শ্বশুর শ্রীরঘু নন্দন চক্রবর্ত্তী।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা কৃতকীর্ত্তি॥
দুই শ্যালক প্রভুর তাহা কহি শুন।
দুই জনে হৈলা প্রভুর কৃপার ভাজন॥
জ্যেষ্ঠ শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
প্রভুর কৃপাপাত্র হয় সদয় হৃদয়॥
তিঁহো ত পণ্ডিত হয় শ্রীভাগবতে।
ভাগবত পদে যিঁহো প্রেমে মহামত্তে॥
তাহার অনুজ অতি ভক্ত মহাশয়।
ফরিদপুরবাসী কহি তাহার আলয়॥
রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক।
তার যত শিষ্যগণ কহিব কতেক॥
লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা কহে আস্বাদিয়া॥
কীর্ত্তন লম্পট বড় সদা নাচে তথা।
সদা অশ্রু ঝরে আঁখি প্রেম পূর্ণ যথা॥

বৈষ্ণবগণের প্রাণ স্নিগ্ধ পাত্র মত।
তাহার অনন্ত গুণ কে গণিবে কত ॥
প্রভুর কৃপাপাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস ॥
লক্ষ হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥
তাহার সেবক যত নাহি তার অন্ত।
সবে হরিনামে রত সবে গুণবন্ত ॥
বনমালী দাস নাম বৈদ্যকুলে জন্ম।
প্রভুর প্রিয় সেবক কে বা জানে তার মর্ম্ম ॥
শ্রীমোহন দাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে।
নৈষ্ঠিক ভজন যার অতি নিরমলে ॥
তিঁহো মহা মহাশয় মধুর আশয়।
প্রভুর পরম প্রিয় সদয় হৃদয় ॥
শ্রীরাধাবল্লভ দাস প্রভুর সেবক।
মহাভাগবত তিঁহো ভজন অনেক ॥
প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরা দাস।
হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস ॥
রাধাকৃষ্ণদাস নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
অবিশ্রাম ঝরে প্রেমে কীর্ত্তনেতে নৃত্য ॥
শ্রীরমণ দাস হয় প্রভুর কৃপাপাত্র।
মুখে সদা রহে যার হরিনাম মাত্র ॥
আর ভৃত্য হয় প্রভুর রামদাস নাম।
সদা প্রেমোন্মাদে নাচে লয় হরি নাম ॥

শ্রীকবি বল্লভ হয় প্রভুর নিজ দাস।
প্রেমে রাধাকৃষ্ণ নাম গানে মহোল্লাস॥
অনেক পুস্তক প্রভুকে দিয়াছে লিখিয়া।
যেন মুক্তাপাঁতি লেখা মহা আঁখরিয়া॥
বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দাস।
প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধ ভাষ॥
তারপর শ্যামদাস চট্টে কৃপা কৈলা।
তিঁহো মহাভাগবত প্রভু কৃপা পাইলা॥
তথায় শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয়দাস।
সদা হরিনাম জপে সংসারে উদাস॥
শ্রীনকড়ি দাস প্রতি অতি কৃপা কৈলা।
প্রভুর চরণ তিঁহো সর্ব্বস্ব করিলা।
শ্রীগোপীরমণ দাস বৈদ্য মহাশয়।
তাহারে প্রভুর কৃপা হৈল অতিশয়॥
হরিনামে প্রীতি তার লয় হরি নাম।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গান মহাপ্রেমধাম॥
গোয়াসে তাহার বাড়ী বড়ই রসিক।
সদা কৃষ্ণরসকথা যাতে প্রেমাধিক॥
শ্রীদুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাস।
সদা হরিনাম জপে অন্তরে উল্লাস॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্যামদাস কবিরাজে।
যাহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে॥

তবে প্রভু কৃপা কৈলা রঘুনাথ দাসে।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো অন্তরে উল্লাসে॥
কুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈলা।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হইলা॥
শ্রীরামদাস ঠাকুর প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান বিনা নাহি যার কৃত্য॥
রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সরল উদার।
প্রভুর চরণ ধ্যান অন্তরে যাহার॥
গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
প্রভু কৃপা কৈলা তারে সদয় হৃদয়॥
আরেক সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস।
সদা হরিনাম জপে নামেতে বিশ্বাস॥
তবে গোপালদাস ঠাকুরে দয়া কৈলা।
প্রভুকৃপা পাইয়া যিঁহো ধন্য অতি হৈলা॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্যাম দাস প্রতি।
চট্টবংশে ধন্য তিঁহো পরম ভকতি॥
তবে পুরুষোত্তম দর্শনে প্রভু যাত্রা কৈলা।
বনপথে পথে প্রভু আনন্দে চলিলা॥
এক দিন এক গ্রামে রাত্রিতে রহিলা।
দস্যুগণ রত্ন বলি গণি হাতে পাইলা॥
চোরগণ পুস্তক হরিয়া নিজপথে।
তবে রাজপাশ গেলা পুস্তক নিমিত্তে॥

হেনকালে বিপ্র এক ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
পুরাণ শুনায় রাজাকে করি মহা আর্ত্তি ॥
পুরাণ-শ্রবণ হেতু রাজা আচার্য্য নাম দিলা।
এই হইতে আচার্য্য নাম সংসারে হইলা ॥
হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রমরগীতা পড়ে।
ব্যাখ্যা শুনি প্রভু হাঁসে থাকি কিছু দূরে ॥
তবে প্রভু সভামধ্যে যাইয়া বসিলা।
বসিয়া ত সেই ব্যাখ্যা সকলি খণ্ডিলা ॥
তবে রাজা চিত্তে বড় হরিষ হইল।
ব্যাখ্যা শুনিবারে তবে চিত্ত মগ্ন হইল ॥
রাজা নিবেদন করে বিনয় করিয়া।
আপনে করহ ব্যাখ্যা করুণা করিয়া ॥
প্রভু ব্যাখ্যা কৈল শ্লোক গোস্বামির মতে।
শুনিয়া হইল রাজা যেন উনমতে ॥
প্রণাম করিয়া পায় পড়িলা তখন।
প্রভু কৃপা কর মোরে লইনু শরণ ॥
হায় হায় হেন ব্যাখ্যা কভু নাহি শুনি।
ফুকারি ফুকারি কান্দে পড়িয়া ধরণী ॥
গদ গদ নাদে কহে শুন মহাশয়।
করুণা করহ মোরে হইয়া সদয় ॥
প্রভু কহে এই বিপ্রের নাম কিবা হয়।
শ্রীব্যাস আচার্য্য বলি রাজা নিবেদয় ॥

প্রমাণে ইহার নাম আচার্য্য সে হয়।
প্রভু কহে আচার্য্য নাম হইল নিশ্চয়॥
তবে রাজা প্রতি প্রভু কহেন বচন।
তোমারে ত কৃপা করুন ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
মল্ল ভূপতি নাম শ্রীবীর হাম্বীর।
কৃপা কৈলা প্রভু তারে সদয় গম্ভীর॥
কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক ভকতি হইল তার।
প্রভুকে স'পিলা সব রাজ্য ব্যবহার॥
কি কহিব সেই প্রভুর পদাশ্রয় কথা।
যে পদ শরণে হয় বাঞ্ছা সুসিদ্ধতা॥
তে পদ দর্শন স্পর্শে আশ্রয় সেবন।
অনায়াসে মিলে তারে প্রেমামৃত ধন॥
সেই বনবিষ্ণুপুর দেশে বহু জন।
অনেক হইল শিষ্য না যায় লিখন॥
ব্যক্ত করিয়া তাহা গ্রন্থে না লিখিল।
শ্রীমতীর মুখে আমি যে কিছু শুনিল॥
করণ কুলেতে জন্ম অতি শুদ্ধাচার।
করুণাকর দাসের পুত্র দুই সহোদর॥
প্রভুগৃহে পত্র দোঁহে সদাই লিখয়।
এই হেতু বিশ্বাস নাম দিল দয়াময়॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীজানকীরাম দাস মহাশয়।
তবে কৃপা করিলেন প্রভু দয়াময়॥

তাহার অনুজ প্রসাদ দাসে কৃপা কৈলা।
প্রভু কৃপা পাইয়া দোঁহে মহা ভক্ত হৈলা ॥
পূর্ব্বে ইহাদের ছিল মজুমদার পদবী।
প্রভুদত্ত এবে হইল বিশ্বাস খেয়াতি ॥
তথাতে করিলা দয়া বল্লভী কবিপতি।
পদাশ্রয় পাই যিঁহো হইলা সুকৃতী ॥
হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম।
লক্ষ হরিনাম বিনা না করে ভোজন ॥
প্রভুর নিকটে রহে প্রভু প্রাণ তার।
প্রভুরে সঁপিল যিঁহো গৃহ-পরিকর ॥
তার জ্যেষ্ঠ সহোদর দুই মহাশয়।
জ্যেষ্ঠ রামদাস প্রতি হইল সদয় ॥
মধ্যম গোপাল দাস প্রতি কৃপা কৈলা।
তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হৈলা ॥
দেউলি গ্রামেতে স্থিতি শ্রীবল্লভ ঠাকুরে।
তাহারে করিলা দয়া করিয়া প্রচুরে ॥
যার গৃহে আসি প্রভু প্রথমে রহিলা।
তাহাতে প্রভুর প্রীতি অধিক জন্মিলা ॥
যবে মুখে শুনিলেন গ্রন্থ-প্রাপ্তি বাণী।
হৃত গ্রন্থ পাইয়া প্রভুর জুড়াল পরাণি ॥
যার সঙ্গে রাজা-পাশ করিলা গমন।
যাহার আদেশে পাইলা গ্রন্থ মহাধন ॥

এই হেতু প্রভু তারে কৃপা ত করিয়া।
কহিতে লাগিল তার মাথে পদ দিয়া ॥
তোমারে করুন দয়া শ্রীরাধারমণ।
শ্রীগোবিন্দ জীউ আর মদনমোহন ॥
শ্রীগোপীনাথ আর রূপ সনাতন।
শ্রীগোপাল ভট্ট আর শ্রীজীবচরণ ॥
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস।
তোমারে করুন দয়া পরম উল্লাস ॥
শ্রীকৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ।
তোমা প্রতি করুন সবে কৃপাদৃষ্টি পাত ॥
তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন এই সব জন।
অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন ॥
তাহারে সদয় হইয়া প্রভু স্থির হইল।
আনন্দে তাহার গৃহে বসতি করিল ॥
বল্লবী কবিরাজ আদি সঙ্গেতে করিয়া।
রাজার আলয়ে গেলা হৃষ্টচিত্ত হইয়া ॥
রাজা প্রভু দেখি তবে আনন্দে উঠিয়া।
অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥
প্রভু নিজ পদ তার মস্তকে ত দিল।
আনন্দিত হইয়া প্রভু আসনে বসিল ॥
পার্ষদগণের পরিচয় সকল কহিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন আনন্দ পাইয়া ॥

কৃষ্ণকথা আলাপন করি কতক্ষণ।
শুনিয়া রাজার হৈল উল্লসিত মন॥
আনন্দের সিন্ধু রাজার উথলিল মনে।
কে কে বলিয়া প্রভুর ধরিল চরণে॥
জন্ম সার্থক হইল পাইল দরশন।
সে পদ দর্শনে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
এইমত কতক্ষণ সভাতে রহিয়া।
বাসাতে আইলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া॥
রাজা নিজালয়ে যাই বিশ্রাম করিলা।
শয়নে থাকিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলা॥
মনে করে কৃষ্ণসেবা করিব প্রকাশ।
স্বপ্নে কালাচাঁদ রূপে দেখে সুপ্রকাশ॥
তথা নিজ প্রভু রূপ রাজারে দেখায়।
দুই প্রভু-শোভা দেখি অন্তরে ভাবয়॥
দেখিতেই শোভা দোঁহার বর্ণন আচরে।
সুধারাশি খসে যার অক্ষরে অক্ষরে॥
দুই প্রভুর দুই পদ করিল বর্ণন।
যে পদ আস্বাদে বাঢ়ে প্রেমানন্দ ঘন॥
স্বপ্নে পদ পড়ে রাজা রাণী যে শুনিয়া।
গোঙাইল সব নিশি কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কিবা অদভুত পদ করিয়া শ্রবণ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা পট্টদেবীর মন॥

তবে রাজা জাগিলেন শয্যাতে বসিয়া।
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া॥
রূপ সনাতন বলি সঘন ফুৎকার।
শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি করে হাহাকার॥
জাগরণে মহারাজের স্থির নহে মন।
যে দেখিল সেই রূপ অন্তরে স্ফুরণ॥
ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে মনে ভাবে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল কাঁহা গেল হেন ভাবে॥
জাগরণে মহারাজ সেই রূপ দেখে।
নিজ প্রভু রূপশোভা আনন্দে বিলোকে॥
দেখিতেছে প্রভু কহেন এই সেবা কর।
দেখিবে অপূর্ব্বরূপ হইয়া সুস্থির॥
আনন্দিত মহারাজ সুখাবিষ্ট হইয়া।
হেনকালে পট্টদেবী চরণে পড়িয়া॥
কি আশ্চর্য্য পদ রাজা করিলা বর্ণন।
কৃতার্থ করহ মোরে করাহ শ্রবণ॥
রাজা কহে পদ আমি না করি বর্ণন।
রাণী কহে রাজা তুমি না কর বঞ্চন॥
বঞ্চনা না কর রাজা তুষ্ট কর মন।
অন্যথা শরীরে মোর না রবে জীবন॥
তবে রাজা জানিলেন প্রভু-কৃপা বিনে।
এমত অদ্ভুত ভাব জন্মিবে কেমনে॥

তবে রাজা তুষ্ট হইয়া কহিল বচন।
আনন্দে করহ তুমি এ পদ শ্রবণ ॥
প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাইল মোর আশ,
তুয়া বিনা গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয়-কীট, বড়ই লাগিত মিট,
ঘুচাইলে রাজ-অহঙ্কার ॥ ১ ॥
করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম,
দেখাইলে অমিয়ার ধার।
পিয় পিয় করে মন, সব লাগে উচাটন,
এমতি তোমার ব্যবহার ॥ ২ ॥
রাধাপদ সুখরাশি, সে পদে করিলে দাসী,
গোরাপদে বান্ধি দিলে চিত।
শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইলা কুঞ্জগেহ,
জানাইলে দুঁহ প্রেমরীত ॥ ৩ ॥
যমুনার কুলে যাই, তীরে সখী ধাওয়া ধাই,
রাই কানু বিলসই সুখে।
এ বীরহাম্বীর হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া,
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ ৪ ॥
শুন গো মরম সখি, কালিয়া কমল আঁখি,
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন কেমন করে মন, সব লাগে উচাটন,
প্রেম করি খোয়ানু পরানি ॥ ১ ॥

শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিতে পাইনু জ্বালা,
নিভাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি, দেহেতে লেপিনু ছানি,
না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥ ২ ॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে,
লইয়া যায় যমুনার তীরে।
কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি,
তিলেক নাহিক রহি স্থিরে ॥ ৩ ॥
শাশুড়ী ননদী মোর, সদাই বাসয়ে চোর,
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীরহাম্বীর চিত, শ্রীনিবাস অনুগত,
মজি গেলা কালাচান্দের পায় ॥ ৪ ॥

শুনিতে শুনিতে রাণীর আনন্দ বাড়িল।
ভাবাবেশে অবশ তনু প্রেম বাড়ি গেল ॥
সদা গর গর চিত ধরণে না যায় ॥
কি শুনিল বলি রাণী করে হায় হায় ॥
তবে রাণী ধীর মন হইল যখন।
রাজারে কহয়ে বাণী বহু নিবেদন ॥
মহারাজ! তুমি মোরে কর অঙ্গীকারে।
শ্রীনিবাস পদাশ্রয় করাহ আমারে ॥
রাজা ত জানিল মনে প্রভু কৃপা বিনে।
এমত অপূর্ব্ব ভাব জন্মিবে কেমনে ॥

রাণী ভাগ্যবতী রাজা ভাবে মনে মনে।
সুপ্রসন্ন বিধি বুঝি হইলা এত দিনে॥
ভাগ্যের অবধি নাহি কহে বার বার।
চিত্তেতে জানিল রাজা প্রভুর ব্যবহার॥
তবে রাজা তুষ্ট হইয়া প্রভু আনাইয়া।
ভূমে পড়ি গড়ি যায় আনন্দ হইয়া॥
নিবেদিল প্রভু পদে যতেক বৃত্তান্ত।
শুনিয়া প্রভু ত মনে বুঝিল নিতান্ত॥
তবে পট্টমহাদেবীর নিকটে আসিয়া।
কহিতে লাগিলা রাণী চরণে পড়িয়া॥
মোরে প্রভু অঙ্গীকার কর এই বার।
ক্ষেম অপরাধ প্রভু কর অঙ্গীকার॥
পতিত উদ্ধার হেতু তোমার অবতার।
জানি প্রভু উদ্ধারিলে মো হেন দুরাচার॥
রাণীর আর্ত্তি দেখি প্রভু সুপ্রসন্ন হইয়া।
সুখাবিষ্ট হইয়া প্রভু দিলা পদছায়া॥
আগে হরি নাম মন্ত্র করান শ্রবণ।
তবে ত যুগল মন্ত্র করায় গ্রহণ॥
কামগায়ত্রী কামবীজ উপাসনা দিয়া।
মঞ্জরী-যূথের কথা কহে বিবরিয়া॥
পরকীয়া লীলা এই মঞ্জরীযূথ বিনে।
পরকীয়া রস তারে না মিলে কখনে॥

ইহা সবার অনুগা বিনা ব্রজ প্রাপ্তি নহে।
নিশ্চয় করিয়া আমি কহিলাম তোঁহে॥
এই ভাব শুদ্ধ মত অতি নিরমলে।
জাম্বুনদ হেম যেন পরম উজ্জ্বলে॥
নিজ মনঃকথা তোরে কহিল বিবরি।
ভজহ কৃষ্ণের পদ কর্ম্মাদি দূর করি॥
সিদ্ধদেহে কর তুমি মানস সেবন।
বাহ্যদেহে কর সদা শ্রবণ কীর্ত্তন॥
শুদ্ধভাবে ভজ সদা বৈষ্ণবচরণ।
অনায়াসে পাবে রাধাগোবিন্দচরণ॥
এতেক বৃত্তান্ত প্রভু উপাসনা দিয়া।
প্রসন্ন হইল চিত্ত আনন্দিত হিয়া॥
তবে রাজপুত্রে প্রভু করিলেন দয়া।
আনন্দিত হইয়া প্রভু দিল পদচ্ছায়া॥
শ্রীধাড়ি হাম্বীর নাম হয় যুবরাজ।
প্রভু কৃপাপাত্র যিঁহো মহা ভক্তরাজ॥
তবে রাজা কালাচান্দের সেবা প্রকাশিল।
শ্রীঅঙ্গ শোভা দেখি আনন্দে মজিল॥
কালাচান্দ রূপ শোভা আনন্দে বিলোকে।
আপনি আনন্দে প্রভু কৈলা অভিষেকে॥
বৈষ্ণবের সেবা রাজা করে অনিবার
এই ত কহিল যত রাজার ব্যবহার॥

রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোসাঞি।
নাম শ্রীগোপাল দাস থুইলা তথাই ॥
ব্যাসাচার্য্য প্রতি কৃপা আগেতে লিখিল।
নিজ পুরোহিত প্রভু তাহারে করিল ॥
তাহার পর শ্রীব্যাস আচার্য্য ঘরণী।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি ॥
নাম তার হয় ইন্দুমুখী ঠাকুরাণী।
তাহার পরমার্থ রীত কি বলিতে জানি ॥
তার পুত্র শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
তাহারে করিলা দয়া প্রভু কৃপাময় ॥
প্রভু কৃপা করে ভগবান কবিবরে।
পণ্ডিত রসিক তিঁহো হয় মহা ধীরে ॥
তবে প্রভু নারায়ণ কবি প্রতি দয়া।
শরণ লইয়া তিঁহো দিলা পদছায়া ॥
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের হয় সহোদর।
তাহার মহিম-সিন্ধু বাক্য অগোচর ॥
বাসুদেব কবিরাজ বড় গুণবন্ত।
কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক চিত্ত যাহার নিতান্ত ॥
তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া।
কৃতার্থ করিলা তারে পদচ্ছায়া দিয়া ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা বৃন্দাবন দাসে।
কবিরাজ খ্যাতি তার জগতে প্রকাশে ॥

তবে প্রভু কৃপা কৈল নিমাই কবিরাজে।
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগমাঝে॥
লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা যে করিয়া।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে সুখাবিষ্ট হইয়া॥
আবেশে অবশ তনু সঘনে ফুৎকার।
লম্ফ ঝম্প করে ক্ষণে ক্ষণে হুহুঙ্কার॥
নয়নের ধারা যার বহে অবিরাম।
পুলকে আবৃত তনু সদা বহে ঘাম॥
তার পর কৃপা কৈলা শ্রীমন্তচক্রবর্ত্তী।
পদাশ্রয় পাইয়া যিঁহো হইল কৃতকীর্ত্তি॥
লক্ষ হরিনাম লয় নামে ত বিশ্বাস।
বড়ই রসিক তিঁহো সংসারে উদাস॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীরঘুনন্দনে।
যারে কৃপা করি প্রভু সুখাবিষ্ট মনে॥
তার পর কৃপা কৈলা গৌরাঙ্গ দাসেরে।
তাহার অনন্ত গুণ কে বর্ণিতে পারে॥
সদা হরিনাম লয় ভাবাবিষ্ট মনে।
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম সদা চিন্তে মনে॥
সদা হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা তার সদাই স্মরণ॥
রূপ সনাতন বলি সঘন ফুৎকার।
ভট্ট গোসাঞি বলিতেই বহে অশ্রুধার॥

গৌরাঙ্গ বলিতে যিঁহো ভাবাবিষ্ট মন।
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম ভাবে ততক্ষণ ॥
শ্রীমন্ত ঠাকুর এক বিপ্রকুলে জন্ম।
তারে কৃপা কৈলা প্রভু সুখাবিষ্ট মন ॥
গোপীজন বল্লভ প্রতি প্রভু দয়া কৈল।
মহা ভাগবত তিঁহো জগৎ ব্যাপিল ॥
যাহার ভজন কথা কহনে না যায়।
মহামগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবায় ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য দাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীগোবিন্দ নামে।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোদ্দামে ॥
তন্তুবায় কুলোদ্ভব তুলসীরাম দাসে।
সদা প্রভুপদ চিন্তে পরম লালসে ॥
উৎকল দেশেতে জন্ম বলরাম দাস।
বিপ্রকুলোদ্ভব তিঁহো সংসারে উদাস ॥
তবে প্রভু কৃপা কৈল চৌধুরী দয়ারামে।
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম দুঁহে রহে এক গ্রামে ॥
দুই জনে মহাপ্রীত কহনে না যায়।
সর্ব্বস্ব সঁপিলা যিঁহো প্রভুর নিজ পায় ॥
তার ভক্তরাজ এক শ্রীহরি বল্লভ।
সরকার খ্যাতি তিঁহো জগত দুর্ল্লভ ॥

প্রভু ত করিলা কৃপা হইয়া সদয়।
যাহার ভজন রীতি কহন না যায়॥
আর শিষ্য প্রভুর কৃষ্ণ বল্লভ চক্রবর্ত্তী।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা মহামতি॥
গৌড়দেশবাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতে।
তাহারে করিলা দয়া হৈয়া কৃপান্বিতে॥
সেই দেশবাসী শ্যামভট্টে কৃপা কৈলা।
দুই জনার শিষ্য প্রশিষ্যে জগৎ ব্যাপিলা॥
একত্র নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী।
প্রেমী জয়রাম বলি যার হৈল খ্যাতি॥
তবে কৃপা কৈলা প্রভু ঠাকুরদাস ঠাকুরে।
তাহার ভজনরীতি বড়ই গম্ভীরে॥
মথুরা নিবাসী হয় শ্রীমথুরা দাস।
বিপ্রকুলে জন্ম তার মহা সুখোল্লাস॥
শ্রীশ্যামসুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ।
লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ॥
শ্রীআত্মারাম প্রতি প্রভু দয়া কৈল।
একত্র নিবাসী তিনে মহাপ্রীত হৈল॥
বৃন্দাবনবাসী হয় মহা সুখরাশি।
বৃন্দাবন দাস নাম মহা গুণরাশি॥
তাহারে করিল দয়া প্রভু গুণনিধি।
তার গুণ কি কহিব মুঞি হীনবুদ্ধি॥

তবে ত করিল দয়া গোবিন্দরাম প্রতি।
আত্মসাৎ কৈল প্রভু করি মহা আর্ত্তি॥
তার পর কৃপা কৈলা শ্রীগোপাল দাসে।
একস্থানে স্থিতি তিনে মহানন্দে ভাসে॥
শ্রীকুণ্ড নিবাসী তিন মহাভক্ত ধীর।
প্রভু কৃপা কৈল তিনে হইয়া সুস্থির॥
শ্রীমোহন দাস আর মুক্তা রামদাস।
প্রভু পদে নিষ্ঠা সদা অন্তরে উল্লাস॥
সবে মিলি একত্রেতে করেন ভজন।
লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ॥
ভজন-পরাকাষ্ঠা যার না পারি কহিতে।
আবেশে রহেন সদা মানস সেবাতে॥
বঙ্গদেশে স্থিতি হয় নাম কলানিধি।
বিপ্রকুলে জন্ম তার আচার্য্য উপাধি॥
তারে কৃপা কৈল প্রভু হইয়া কৃপাবান্।
আর এক শিষ্য তাঁর রাম শরণ নাম॥
প্রেমদাস রসিকদাস দুই সহোদর।
বৈষ্ণবের সেবাতে দুঁহে বড়ই তৎপর॥
বিষ্ণুপুর দেশে রহে কত কত জন।
অনেক হইল শিষ্য না যায় লিখন॥
দেশেতে থাকিয়া কৈল শিষ্য বহুতর।
না জানি সে নাম তার আমি অজ্ঞবর॥

নানা দেশ বিদেশ হইতে কত জন।
আইলেন সবে হৈলা কৃপার ভাজন ॥
রাঢ় বঙ্গ দেশ যত গৌড়দেশ আর।
ব্রজভূমি মগধ উৎকল দেশ আর ॥
বড়গঙ্গা পার আর বৃন্দকঙ্কাল।
গঙ্গামধ্যে দেশ হয় যত কিছু আর ॥
যার শিষ্য উপশিষ্য তার উপশিষ্যে।
সকল আশ্রিত হৈল কহিলা উদ্দেশে ॥
কে পারে কহিতে তার শিষ্যগণ যত।
দিক্ দেখাইতে কিছু কহিলাম মাত্র ॥
শিষ্য উপশিষ্য মত কে পারে গণিতে।
সহস্রবদন যদি পারে কোন রীতে ॥
সংক্ষেপে কহিল কিছু প্রভুর শাখাগণ।
কৃষ্ণপ্রেম মিলে যার করিলে স্মরণ ॥
কৃষ্ণ কিবা কৃষ্ণভক্ত সমান চরিত।
আপন পবিত্র হেতু গাও তার গীত ॥
ইহা যেই পড়ে শুনে সেই ভাগ্যবান্।
অনায়াসে কৃষ্ণপ্রেম হয় বিদ্যমান ॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর-কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম-কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥

সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস॥

ইতি—শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শাখা বর্ণন নামক
প্রথম নির্য্যাস সম্পূর্ণ॥ ১॥

দ্বিতীয় নির্য্যাস

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
এবে কহি শুন প্রভুর উপশাখাগণ।
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের শাখা।
কিছু মাত্র কহি আগে করি দিক্ লেখা॥
শ্রীবল্লভ মজুমদার বিপ্রকুলে জন্ম।
কবিরাজ দয়া কৈল হইয়া কৃপাধীন॥
সদা কাল যায় যার কৃষ্ণ-পরসঙ্গে।
আনন্দে অবশ যিঁহো প্রেমের তরঙ্গে॥
আরেক সেবক তাঁর হরিরাম আচার্য্য।
পরম পণ্ডিত বড় সর্ব্বগুণে আর্য্য॥
তাঁহার নন্দন গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
তিঁহো হরিনামে রত প্রেমময় কীর্ত্তি॥

পিতার সেবক তি হো অতি ভক্তরাজ।
তাঁহার যতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ॥
কবিরাজের শিষ্য বলরাম কবিপতি।
প্রেমময় চেষ্টা যার অলৌকিক রীতি॥
কবিরাজের শিষ্যোপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল।
তারা সব ভাগবত, জীবে কৃপা কৈল॥
না পারি বলিতে কবিরাজের শিষ্যগণ।
আপন পবিত্র হেতু গাই যার গুণ॥
জয় কৃষ্ণাচার্য্য আর জগদীশাচার্য্য।
শ্যামবল্লভাচার্য্য এই তিন মহা আর্য্য॥
আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি গুণবান।
দুই বধূ গুণবতী অতি গুণধাম॥
দুয়েতে পরম প্রীত প্রেম চেষ্টাময়।
নিস্তারিতে জীব সব করুণা হৃদয়॥
হরিনাম লয় দুঁহে সদা অবিরাম।
রাত্রি দিনে জপে নাম সংখ্যা অবিশ্রাম॥
লক্ষ নাম না লইলে জল নাহি খায়।
অশ্রুপূর্ণ রহে সদা আনন্দ হিয়ায়॥
দুই বধূর নাম শুন করি একমন।
যে নাম শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
জ্যেষ্ঠা বধূ সত্যভামা নাম ঠাকুরাণী।
আর বধূ চন্দ্রমুখী নাম গুণমণি॥

একত্র দুইজনের সদা ভজন প্রসঙ্গ।
প্রেমেতে পূরিত দেহ প্রফুল্লিত অঙ্গ॥
নিজেশ্বরীমুখে যেবা করিল শ্রবণ।
সুখাবিষ্ট হইয়া করে স্তবের পঠন॥
শ্রীরূপ গোসাঞি আর শ্রীদাস গোসাঞি।
বলিয়াছেন দুই প্রভু আনন্দিত হই॥
মহাপ্রভুর অষ্টক আর চৈতন্যকল্পবৃক্ষ।
আনন্দে পড়েন স্তব পাইয়া বড় সুখ॥
কার্পণ্যপঞ্জিকা আর হরিকুসুমাঞ্জলি।
বিলাপকুসুমাঞ্জলি পড়ে হইয়া কুতূহলী॥
প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্য চাটুপুষ্পাঞ্জলি।
মনঃশিক্ষা আদি করি পড়েন সকলি॥
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে দুহে শ্রীরাধাগোবিন্দ।
পরানন্দে দুহে সদা ভজন স্বচ্ছন্দ॥
দুহাঁকার শিষ্যোপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল।
তা সবার নাম কিছু লিখিতে নারিল॥
রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী আর বৃন্দাবন।
চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভকত প্রধান॥
বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাঁহার।
রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী কিশোরী চক্রবর্ত্তী আর॥
মাতার সেবক দুঁহে ঈশ্বরীর অনুসেবক।
ইহা সবার মত শিষ্য সকলি অনেক॥

এবে কহি ঠাকুরঝি শ্রীল হেমলতা।
শ্রীমতীর শিষ্যগণে আছে যার খ্যাতা॥
শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর সদানন্দময়।
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর শিষ্য মহাশয়॥
শ্রীগোকুল চক্রবর্ত্তী সেবক তঁাহার।
মহাদাতা প্রেমময় গম্ভীর আচার॥
আর শিষ্য তার রাধাবল্লভ ঠাকুর।
মণ্ডল গ্রামবাসী তিঁহো হয় ভক্তশূর॥
শ্রীবল্লভ দাস আর সেবক তাহার।
গোমাঞি নিবাসী তিঁহো অনুরাগ সার॥
দীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস নাম তার।
মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥
করুণা চাহিয়ে তাঁর চরণে পড়িয়া।
কভু যদি কৃপা হয় হৃদয়ে ভাবিয়া॥
সেবকাভাস কভু সেবা না করিল।
তথাপি তাহার গুণে সে পদ ধরিল॥
কানুরাম চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার।
দর্পনারায়ণ চণ্ডীসিংহ দুই ভৃত্য তার॥
রামচরণ মধু বিশ্বাস রাধাকান্ত বৈদ্য।
কতেক কহিব আমি নাহি আর বেদ্য॥
জগদীশ কবিরাজ আর শিষ্য তার।
রাধাবল্লভ কবিরাজের ভ্রাতা ভক্তসার॥

শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর।
তিন পুত্র শিষ্য তার তিন ভক্তশূর॥
তিন পত্নী মধ্যেতে কনিষ্ঠা যেই জন।
তিঁহো ত হইলা প্রভুর কৃপার ভাজন।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠার নাম শ্রীসত্যভামা যিঁহো॥
শ্রীরাধামাধবকে কৃপা করিয়াছেন তিঁহো॥
জগদানন্দ ঠাকুর গতি প্রভুর সেবক।
পরম মধুরাশয় গুণেতে অনেক॥
তুলসীরাম দাসের পুত্র শ্রীঘনশ্যাম।
তাহারে করিলা দয়া হইয়া কৃপাবান॥
শ্রীকন্দর্প রায় চট্ট গতি প্রভুর দাস।
তার কীর্ত্তি গুণগান জগতে প্রকাশ॥
শ্রীব্যাস কন্যার নাম শ্রীকনকপ্রিয়া।
তাহারে করিলা কৃপা সদয় হইয়া॥
জানকী বিশ্বাস পুত্র শ্রীহাড়গোবিন্দ।
কায়মনে সেবে তুঁহে প্রভুপদদ্বন্দ্ব॥
প্রসাদ বিশ্বাস পুত্র বৃন্দাবন দাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠারতি পরম বিশ্বাস॥
ব্রজমোহন চট্টরাজ তাঁর শিষ্য আর।
শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী আর শিষ্য তাঁর॥

আর শিষ্য প্রভুর জয়রামদাস নামে।
মধুর চরিত্র বৈসে সোনারুন্ধি গ্রামে॥
আর ভৃত্য রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ঠাকুর।
ভজন-পরাকাষ্ঠা বড় গুণের প্রচুর॥
কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী গতি প্রভুর শিষ্য।
রাধাকৃষ্ণ লীলারসে তিঁহো রহেন অবশ্য॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমদন চক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণলীলামৃত রসে যার সদা আর্ত্তি॥
বল্লবীকান্ত চক্রবর্ত্তী তার এক শিষ্য।
মধুর রসেতে মগ্ন রহেন অবশ্য॥
ঘনশ্যাম কবিরাজ তার কৃপাপাত্র।
উদ্দেশ লাগিয়া দেখাইল দিঙ্‌মাত্র॥
অশেষ সেবক গতি প্রভুর ভক্তরাজ।
না জানিয়ে নাম তার লিখিতে হয় ব্যাজ॥
প্রভুর উপশাখা গণের না যায় লিখন।
কিছু মাত্র দেখাইল দিগ্‌ দরশন॥
আমি অতি তুচ্ছবুদ্ধি না জানি মহিমা।
অপরাধ না লইবে জন্মাবে করুণা॥
আগে পিছে নাম লিখি না লইবে দোষ।
সবার চরণ বন্দি হইবে সন্তোষ॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাসে॥
ইতি—শ্রীশ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর উপশাখা বর্ণন
নামক দ্বিতীয় নির্য্যাস সম্পূর্ণ ॥ ২ ॥

তৃতীয় নির্য্যাস

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আর এক কথা কহি শুন মন দিয়া।
কহিব রহস্য কথা শ্রবণ পূরিয়া॥
যে কথা শ্রবণে হয় হৃদয়ে আনন্দ।
কি কহিব সেই কথা মুঞি অতি মন্দ॥
শুন শুন ভক্তগণ রামচন্দ্রের মহিমা।
যার গুণকীর্ত্তনে চিত্তে উপজয়ে প্রেমা॥
একদিন মদীশ্বরী শ্রীল হেমলতা।
কহিতে লাগিলা মোরে করি প্রসন্নতা॥
শ্রীমতীর মুখে আমি যে কথা শুনিল।
শুনিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল॥

শ্রীরামচন্দ্র মহিমা সিন্ধু শ্রবণ পরশে।
আনন্দে ভাসিল আমি মহাসুখোল্লাসে॥
প্রভুতে রামচন্দ্রে যেন একই শরীর।
গম্ভীর আশয় যার মহাভক্ত ধীর॥
কিবা সে মাধুর্য্য রূপ পবিত্র মাধুর্য্য।
যতেক শুনিল গুণ সকল আশ্চর্য্য॥
প্রভু মনোবেত্ত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।
ব্যক্ত হইয়া আছে ইহা জগতের মাঝ॥
জগৎ বিখ্যাত শ্রীরামচন্দ্র কীর্ত্তিগণ।
সুশীল গাম্ভীর্য্য অতি বিখ্যাত ভুবন॥
ইহা কিছু ব্যক্ত করি করিব বর্ণন।
আপন পবিত্র হেতু স্পর্শি এক কণ॥
এক দিন বনবিষ্ণুপুরের বাড়ীতে।
বসিয়া আছেন প্রভু উল্লসিত চিতে॥
দুই ঈশ্বরী দুই পাশে বসিয়া আছয়।
আনন্দে প্রভুর রূপ নয়নে দেখয়॥
আপনার ভাগ্য দু হে বহু প্রশংসিল।
হেন প্রভুর পাদপদ্ম বহুভাগ্যে পাইল॥
তবে প্রভু কৃষ্ণকথা কহে পরানন্দে।
শুনিতেই ঈশ্বরীর বাঢ়িল আনন্দে॥
এই মতে কতক্ষণ কৃষ্ণ কথা-রসে।
নিমগ্ন হইলা প্রভু মহাপ্রেমোল্লাসে॥

ভাবে গর গর মন স্থির নাহি হয়।
অশ্রু কম্প পুলকেতে শরীর ব্যাপয় ॥
ক্ষণে হুহুঙ্কার ছাড়ে ভূমে গড়ি যায়।
ক্ষণেক ফুৎকার করি ডাকে উভরায় ॥
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বলি ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আবেশে অবশ হইয়া করে হায় হায় ॥
শ্রীরূপ সনাতন বলি ক্ষণে ডাকে মুখে।
শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি ভাসে প্রেম সুখে ॥
এই মত প্রভুর যবে কতক্ষণ গেল।
অন্য কথালাপে প্রভুর মনস্থির হইল ॥
তার পর কত ক্ষণে স্নান করিয়া।
শুভ্র বস্ত্র পরি তবে আসনে বসিয়া ॥
তিলক অর্পিয়া ভালে গাত্রে নামাক্ষর।
স্তবপাঠ করে প্রভু করিয়া সুস্বর ॥
কিবা সে কণ্ঠের ধ্বনি কোকিল জিনিয়া।
স্তব পাঠ করে প্রভু হৃষ্টচিত্ত হইয়া ॥
আনন্দিত চিত্ত প্রভু বসিয়া আসনে।
শ্রীবংশীবদন সেবা করেন যতনে ॥
চন্দন তুলসী দিয়া সেবা যে করিল।
সেবা সমর্পিয়া প্রভু ধ্যানেতে বসিল ॥
নিজাভীষ্ট সিদ্ধি দেহে মন স্থির করি।
দেখে রাধাকৃষ্ণ লীলা আশ্চর্য্য মাধুরী ॥

রাধাকৃষ্ণ জলকেলি করে দরশন।
দেখিয়া ত সেই লীলা সুখাবিষ্ট মন॥
যমুনাতে জলকেলি রচিয়া সুঠাম।
অন্য অন্যে জলযুদ্ধে করিলা পয়ান॥
বেড়িয়া ত কৃষ্ণচন্দ্রে যত গোপীগণ।
মেঘেতে বেড়িল যেন তড়িতের গণ॥
অঙ্গের অলঙ্কার যত দাসীগণে দিল।
জিনিব কৃষ্ণেরে বলি জলে প্রবেশিল॥
সেবাপরা সখীগণ তীরেতে রহিয়া।
অঙ্গশোভা দেখে দুঁহার নয়ন ভরিয়া॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আর লবঙ্গমঞ্জরী।
শ্রীগুণমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী॥
শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাসমঞ্জরী।
শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জুর্য্যাদি যতেক মঞ্জরী॥
ইহা সবার পাছে রহি করে দরশন।
সুস্থির হইয়া করে লীলা নিরীক্ষণ॥
কটি আঁটি সবে মেলি বসন পরিল।
অতি দৃঢ় করি সবে কেশ যে বান্ধিল॥
প্রথমেই যুদ্ধের যবে হইল আরম্ভ।
কহিতে লাগিলা তবে করি মহাদম্ভ॥
তবে ত সে জলযুদ্ধ আরম্ভ হইতে।
শ্রীকৃষ্ণের মুখে জল দেন অলখিতে॥

কিবা সে অঙ্গের গতি কটির চালনি।
কিবা সে হস্তের গতি কিবা ভ্রূ ধুনায়নি ॥
কিবা গতিভঙ্গি কিবা পদের সঞ্চার।
নিমগ্ন হইয়া জল বরিখে অপার ॥
কিবা অদভূত গতি কুচের চালনী।
কি মাধুর্য্য তাহে অতি গ্রীবা-ধুনায়নি ॥
মধ্যে মধ্যে ভ্রূভঙ্গি ও বাক্যের তরঙ্গ।
সুধাব্ধি জিনিয়া কিবা কণ্ঠের তরঙ্গ ॥
রাধা সুবদনী তবে সখীগণ লইয়া।
জল বরিষয়ে কৃষ্ণের নয়ন তাকিয়া ॥
তার মধ্যে কত শত চাতুরী অপার ॥
বৈদগ্ধী অবধি কিবা জলের সঞ্চার ॥
জল বরিষয়ে সবে আনন্দিত মনে।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে ॥
মুখে হাস্য কিবা তাহে লাবণ্যের সিন্ধু ॥
সুধার সমুদ্রে মগ্ন হৈলা কৃষ্ণ ইন্দু ॥
কভু জানুজলে যুদ্ধ কভু কটিজলে।
কভু বক্ষজলে কভু কণ্ঠদঘ্ন জলে ॥
কভু যুদ্ধ মুখামুখি কভু বক্ষাবক্ষি।
কভু নেত্রে নেত্রে যুদ্ধ কভু নখানখি ॥
বাক্‌যুদ্ধ কভু হয় কভু হাতাহাতি।
ক্রীড়ায় অবশ সবে আনন্দেতে মাতি ॥

এই মত জলযুদ্ধ বাঢ়িল অপার।
বিক্রম করিয়া করে জলের সঞ্চার ॥
তবে কৃষ্ণ সকলের হরিলা বসন।
নির্ম্মল যমুনা জলে অঙ্গ নিরীক্ষণ ॥
কিবা সে সৌষ্ঠব অঙ্গ লাবণ্য তরঙ্গ।
হৃদয়ে আনন্দ বাঢ়ে সুখের তরঙ্গ ॥
জলকেলি লীলা এই অগাধ অপার।
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কি পাইবে পার ॥
ইহার বিস্তার শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে।
কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিলা বেকতে ॥
আনন্দে অবশ রাধা আপনা পাশরে।
খসিয়া পড়িল তাতে নাসার বেশরে ॥
লীলা সমাধিয়া সবে তীরেতে উঠিলা।
সেবাপরা সখীগণ আনন্দ হইলা ॥
যার যেই বস্ত্রালঙ্কার সবে পরাইয়া।
অঙ্গশোভা নিরীখয়ে আনন্দিত হইয়া ॥
তবে ধনী সুধামুখী সখীগণ লইয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে কুঞ্জগৃহে প্রবেশিলা গিয়া ॥
বৃন্দাকৃত ভক্ষ্য যত আনিল তখন।
সামগ্রী দেখিয়া সবার আনন্দিত মন ॥
নানাজাতি ফল তাহা করিয়া রচনা।
ভক্ষ্যের সামগ্রী দেখি আনন্দে নিমগ্না ॥

কত প্রকার মিষ্টান্ন আর বিবিধ ব্যঞ্জন।
আস্বাদয়ে তাহা দুঁহে আনন্দে মগন ॥
সেবাপরা সখীগণ সেবা সে করয়।
যার যেই সেবা তাহা সবেই রচয় ॥
দেখি সখীগণ দুঁহার অঙ্গের মাধুরী।
রূপ নিরখিয়া সবে আপনা পাশরি ॥
কিবা সে লাবণ্যসার নিরমিল বিধি।
কি মাধুর্য্য সুধাসিন্ধু রূপের অবধি ॥
কিবা দিয়া দিব ভাই রূপের উপমা।
মাধুর্য্য অবধি কিবা অঙ্গের সুষমা ॥
উপমা দিবারে চাহি নাহিক উপমা।
যাহার শ্রীঅঙ্গশোভা তাহার তুলনা ॥
অমৃতের সার বিধি তাহাতে ছানিয়া।
কোটিচন্দ্র মুখশোভা ফেলয়ে নিছিয়া ॥
তবে রাধা মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
নাসা শূন্য দেখি কোথা নাসা আভরণ ॥
বিলাস বিভ্রমে কিবা পড়িয়াছে জলে।
আভরণ লাগি সবে হইলা বিকলে ॥
অন্য অন্যে মনে সবে যুকতি করিল।
নাসার বেশর লাগি ব্যগ্র চিত্ত হইল ॥
ঈঙ্গিতে কহয়ে তবে শ্রীরূপমঞ্জরী।
শ্রীগুণমঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ নিহারি ॥

শ্রীগুণমঞ্জরী তবে ইঙ্গিত করিয়া।
মণিমঞ্জরীকে কহে প্রসন্ন হইয়া॥
তুমি ধনী গুণবতী রাধাচিত্ত জান।
কতবার আনিয়াছ রাধা-আভরণ॥
কভু কণ্ঠজলে লীলা কভু বক্ষজলে।
দিবসেই লীলা কভু হয় নিশিকালে॥
এই মত কতবার আনিলে অলঙ্কার।
এবে তুমি খুজি আন কহিলাম সার॥
তবে সেই মণিমঞ্জরী আদেশ পাইয়া।
অন্বেষিতে গেলা ধনি আনন্দিত হইয়া॥
যমুনার তীরে তবে আসিয়া দেখিল।
তটে নাহি পাই তবে জলে প্রবেশিল॥
নির্ম্মল যমুনা জল করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় তাতে নাসা-আভরণ॥
দর্পণের প্রায় নীর দেখিতে উজ্জ্বল।
রবির কিরণ তাতে করে ঝলমল॥
কতক্ষণ অন্বেষিয়া না পায় দেখিতে।
না পাইয়া চিত্তে তবে হইলা ব্যথিতে॥
লীলাকালে জলে দোঁহার হইল বহু রণ।
দুঁহে সুবিদগ্ধ দুঁহে অতি বিচক্ষণ॥
যমুনাতে পদচিহ্ন অতি মনোহর।
তার মাঝে পড়িয়াছে নাসার বেশর॥

তাতে ঢাকা পদ্মপত্র না হয় বিদিত।
না পাইয়া আভরণ হইলা চিন্তিত॥
শুভ্রবর্ণ বালি আর শুভ্রবর্ণ পাত।
ঢাকিয়াছে তেঁই তাহে না হয় বিদিত।
এই মত কতক্ষণ করি অন্বেষণ।
দুঃখচিত্ত হইয়া তবে করেন ভাবন॥
এথা শ্রীঈশ্বরী দুই প্রভুরে দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু অতিব্যগ্র হইয়া॥
প্রহরেক দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।
এতক্ষণ গেল প্রভুর ধ্যান না হয় অন্ত॥
দেখিলেন অঙ্গের সব জড়িমা হইল।
মহাপ্রভুর ভাব দুঁহার মনে পড়ি গেল॥
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি হয় উদর স্পন্দন।
দেখিতেই দুই জনার উড়িল জীবন॥
কর্ণ উচ্চ করি কত করিলেন ধ্বনি।
না হয় চেতন তাতে হরিধ্বনি শুনি॥
এইরূপে রাত্রি যবে হইল প্রহরেক।
মনে ঈশ্বরীর তবে বাড়ি গেল শোক॥
অনিষ্ট আশঙ্কা কত উঠি গেল মনে।
এবে বুঝি বিধি মোরে হৈলা নিষ্করুণে॥
বক্ষে করাঘাত মারে ভূমে গড়ি যায়।
কি করিলে বিধি! বলি করে হায় হায়॥

ক্ষণে স্থির হই দুঁহে মনে ধৈর্য্য করি।
বসনে বাতাস দুঁহে করে ধীরি ধীরি॥
প্রভু ধ্যানভঙ্গ নহে রাজা ত শুনিয়া।
শীঘ্র করি আইলেন ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥
প্রভুগৃহে আইলা রাজা হৃদয় কাতর।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কত ভূমির উপর॥
দেখিলেন রাজা তবে ভাব গাঢ়তর।
ভাব দেখি রাজা তবে অন্তরে কাতর॥
হেন সে ভাবের চেষ্টা না শুনি কোথায়।
নাসাতে অঙ্গুলি ধরে করে হায় হায়॥
ঠাকুরাণী পাশে রাজা আসিয়া বসিল।
শ্রীমতী দোঁহারে তবে কহিতে লাগিল॥
ঠাকুরাণী কহে শুন কহিয়ে বচন।
লাগিলা কহিতে তারে ভাব বিবরণ॥
প্রহরেক দিন যবে ধ্যানেতে বসিলা।
শ্রীমতীর মুখে রাজা সব তত্ত্ব পাইলা॥
রাজা মহাব্যগ্র হইয়া কি করে উপায়।
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি রাজা করে হায় হায়॥
সেই ক্ষণে শ্রীবল্লভী কবিরাজ আসিয়া।
ঈশ্বরীকে প্রণমিল ভূমে লোটাইয়া॥
শ্রীবাসাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণবল্লভ তবে।
জ্ঞানকীদাস প্রসাদ দাস আইলেন সবে॥

প্রভু দেখে সবে তবে বিষণ্ণ হইয়া ।
ভাবিতে লাগিল সবে অধোমুখ হইয়া ॥
নানা যত্ন করে সবে না হয় চেতন ।
ধ্যানভঙ্গ নহে দেখি উড়িল জীবন ॥
তৃতীয় প্রহর রাত্রি গেল যে বহিয়া ।
হায় হায় করে কত বিলাপ করিয়া ॥
হায় নিদারুণ বিধি কি করিলে তুমি ।
বুকে করাঘাত করে লোটাইয়া ভূমি ॥
এত দিনে বিধি মোরে হইলা নিদারুণ ।
হায় হায় করি কত করয়ে ক্রন্দন ॥
তবে প্রভু ভক্তগণে একত্র হইয়া ।
কহিতে লাগিল সবে মহাব্যগ্র হইয়া ॥
শুন শুন ঠাকুরাণী ! স্থির কর চিত ।
প্রভু মোর ভাবে মগ্ন পাইবে সম্বিত ॥
কিছু স্থির হৈলা দুঁহে বিষাদ সম্বরি ।
প্রভুর কাছে বসিলেন কিছু ধৈর্য্য ধরি ॥
একত্র হইয়া সবে মনে ত ভাবয় ।
কোন প্রকারেতে প্রভুর ধ্যানভঙ্গ নয় ॥
এই মত রাত্রি গেল দিবস প্রবেশ ।
ধ্যান ভঙ্গ করিতে চিন্তা পাইল অশেষ ॥
রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ ।
দুঃখিত চিত্ত হইয়া সবে করেন ভাবন ॥

এই মতে কত চিন্তা করিতে লাগিলা।
তৃতীয় প্রহর দিবা প্রবেশ করিলা ॥
তবু ত না হয় চেষ্টা বিষাদ-অন্তর।
অনিষ্ট আশঙ্কা মনে সদা নিরন্তর ॥
হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব।
এমন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
অন্তরে ব্যথিত সবে করেন বিষাদ।
বিধি নিদারুণ বুঝি পাড়িল প্রমাদ ॥
এই মতে সেই দিন গেল যে বহিয়া।
তৃতীয় দিবস এবে প্রবেশিলা সিয়া ॥
উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি অতি উচ্চতর।
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমির উপর ॥
সম্বরিয়া ঠাকুরাণী ধৈর্য্য করি মনে।
নাসা তুলা আরোপিয়া করে নিরীক্ষণে ॥
তুলা নাহি চলে নাসায় দেখিল যখন।
কেশ ছিঁড়ি আছাড় খাই পড়িল তখন ॥
গড়াগড়ি যায় ভূমে করে হায় হায়।
বক্ষে করাঘাত মারি কান্দে উভরায় ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে অচেতন।
ক্ষণে হাহাকার করি করেন ক্রন্দন ॥
এই মতে বিলাপ তবে করিতে লাগিলা।
আকুল হইয়া সবে হইলা বিকলা ॥

হা হা বড় নিষ্করুণ নিদারুণ বিধি।
কেন বা হরিয়া নিলে সুখের অবধি॥
দিয়া বিধি দয়ানিধি কেন হরি নিলে।
মহারত্ন দিয়া পুনঃ কাড়িয়া লইলে॥
তবে ত শ্রীমতী জীউ ভাবে মনে মনে।
ভাবিতেই এক বার্ত্তা পড়ি গেল মনে॥
প্রফুল্ল হইল চিত্ত প্রফুল্ল বদন।
কহিতে লাগিলা তবে হইয়া হৃষ্টমন॥
ভক্তগণ সবে মেলি করে নিবেদন।
কহ কহ ঠাকুরাণী। কিবা তব মন॥
রাজা আদি করি সবে আইলা নিকটে॥
বার্ত্তা কহি স্থির কর যাইব সঙ্কটে॥
তবে ত শ্রীমতী কথা কহেন আনন্দে।
প্রসন্ন হইয়া শুন যত ভক্ত বৃন্দে॥
পূর্ব্বে আমি প্রভু মুখে যে কথা শুনিল।
সেই সব কথা এবে মনেতে পড়িল॥
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভু তত্ত্ব জানে।
প্রভুর মনের বার্ত্তা অন্যে নাহি জানে॥
তিঁহো যদি আইসেন তবে সে আনন্দ।
কহিতে লাগিলা কথা করি মন্দ মন্দ॥
ঠাকুরাণী কহেন শুন প্রভু এক দিনে।
কবিরাজের গুণ কথা করেন ব্যাখ্যানে॥

পরম সুধীরাবধি ভজন গম্ভীর।
তার মনোবৃত্তি জানে সেই মহাধীর ॥
আমার চিত্তবৃত্তি সব কবিরাজ জানে।
কবিরাজ আসিবে আজি দেখিনু স্বপনে ॥
এই কথা বার বার কহেন আনন্দে।
হেনকালে রামচন্দ্র আইলা পরানন্দে ॥
প্রভু দেখি ভূমে পড়ি প্রণাম আচরি।
বহু স্তুতি করি কহে যোড় হস্ত করি ॥
প্রভু উঠি তবে তারে আলিঙ্গন কৈল।
কুশলবার্ত্তা প্রভু তারে কহিতে লাগিল ॥
কবিরাজ কহেন তোমার দরশন বিনে।
পদ দরশন বিনে কুশল কেমনে ॥
এখন মঙ্গল হৈল পাঁইনু দরশন।
কৃতার্থ হইনু আমি সফল জীবন ॥
হাতে ধরি প্রভু তবে কবিরাজে লঞা।
নিকটে বসাইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া ॥
কৃষ্ণ কথা আলাপনে কত ক্ষণ গেল।
দুঁহে দুঁহো দরশনে আনন্দ বাঢ়িল ॥
তবে কথক্ষণে দুঁহে স্নানাদি করিয়া।
স্তব পাঠ করি দুঁহে আইসেন চলিয়া ॥
ক্ষণে গৌরচন্দ্র বলি সঘনে ডাকয়।
রূপ সনাতন বলি অশ্রুযুক্ত হয় ॥

শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি করেন ফুৎকার ।
মধ্যে মধ্যে "রাধাগোবিন্দ" করেন উচ্চার ॥
হেন মতে আইলা প্রভু স্নান যে করিয়া ।
শ্রীবংশী বদনে আসি প্রণমিলা সিয়া ॥
বস্ত্রাদি পরিবর্ত্ত করি তিলক অর্পণ ।
শ্রীকুণ্ড গোবর্দ্ধন বলি ডাকে ঘন ঘন ॥
তবে নিজ কীর্ত্তি করি আনন্দিত হইয়া ।
তুলসীরে জল দিতে গেলা হৃষ্ট হৈয়া ॥
তবে শালগ্রাম সেবা করিয়া যতনে ।
অনেক মিষ্টান্ন আদি কৈলা নিবেদনে ॥
মুখবাস দিয়া তবে আরতি করিল ।
অঙ্গনে আসিয়া বহু পরণাম কৈল ॥
গৃহে ত আসিয়া প্রভু প্রসাদ সেবা করি ।
কবিরাজে শেষ দিল বহু কৃপা করি ॥
তবে দুঁহে বসিলেন মহানন্দ সুখে ।
আশ্চর্য্য সে সব কথা কহিব বা কাকে ॥
তবে ত আমরা দুঁহে রন্ধন করিয়া ।
নানা অন্ন ব্যঞ্জন কৈলু আনন্দ পাইয়া ॥
রন্ধন প্রস্তুত হইল প্রভুকে কৈল নিবেদন ।
শালগ্রাম আনি তবে করাইল ভোজন ॥
মন্দিরে লইয়া পুনঃ করাইল শয়ন ।
মন্দ মন্দ করি তবে করেন ব্যজন ॥

তার পরে প্রভু তবে অঙ্গনে আসিয়া।
পরণাম কৈল বহু ভূমে লোটাইয়া॥
আনন্দে নিরখে যত বৈষ্ণবের গণে।
বৈষ্ণবের শোভা দেখি মহাহৃষ্ট মনে॥
বৈষ্ণবের গণে তবে প্রভু নিবেদিল।
প্রসাদ ভোজন লাগি প্রভু জানাইল॥
সব বৈষ্ণব কহিলেন যে আজ্ঞা তোমার।
অনুমতি পাই প্রভুর আনন্দ অপার॥
স্থান সংস্কার করাইল আনন্দিত মনে।
আসিয়া ত বৈষ্ণবগণ বসিল ভোজনে॥
বৈষ্ণব সব বসিলেন হয়ে সারি সারি।
দেখিয়া ত প্রভু সবে আপনা পাসরি॥
আপনে প্রভু পরিবেশন করিতে লাগিলা।
আমি সব আনি দিয়ে অন্ন ব্যঞ্জনের থালা॥
আকণ্ঠ ভরিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন।
আর কিছু চাহি প্রভু করে নিবেদন॥
কিছু আর না চাহিয়ে শুন দয়ানিধি।
পাইলাম প্রসাদ মোরা ভাগ্যের অবধি॥
ভোজন সমাপিয়া তবে আচমন কৈল।
মুখশুদ্ধি করি তবে আসনে বসিল॥
তার পরে তবে প্রভু আইলা গৃহমাঝে।
আনন্দে নিমগ্ন হৈলা দেখি কবিরাজে॥

তবে মোরা উভয়েতে স্নান সংস্কার করি।
পিঠের উপরে তাথে উপবস্ত্র ধরি ॥
প্রভু আসি বসিলা তবে করিতে ভোজন।
আমরা ত দুইজন করি পরিবেশন ॥
জিজ্ঞাসিলু কবিরাজ বস্থন ভোজনেতে।
প্রভু কহে প্রসাদ ইহোঁ পাইবে পশ্চাতে ॥
এত বলি প্রভু প্রসাদ পান হৃষ্ট মনে।
রামচন্দ্র বসি তাহা করেন ব্যজনে ॥
ভোজন সারিয়া প্রভু উঠিলেন তবে।
আজ্ঞা দিল রামচন্দ্র ভোজন কর এবে ॥
আচমন করি প্রভু বসিলা সেই খানে।
উঠিলেন কবিরাজ করিতে ভোজনে ॥
প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র।
ব্যঞ্জনের বাটী আর প্রভু জলপাত্র ॥
বসিয়া প্রসাদ পান আনন্দিত হইয়া।
প্রভুর আজ্ঞা বলি তাহা মস্তকে করিয়া ॥
করিতে ভোজন কত ভাবের সঞ্চার।
পুলকে পূর্ণিত দেহ নেত্রে জলধার ॥
এই মতে কবিরাজ সমস্ত খাইয়া।
আচমন করি প্রভুর নিকটে বসিয়া ॥
চর্ব্বিত তাম্বূল তাহা লইলাম গিয়া ॥

প্রভু যাই তবে শয্যায় করিলা গমন।
শয়ন কৈল রামচন্দ্র চাপেন চরণ ॥
তবে কতক্ষণ প্রভু শয়ন করিয়া।
উঠিলেন প্রভু হরিধ্বনি উচ্চারিয়া ॥
তবে আমরা প্রভুকে নিভৃতে পাইয়া।
নিবেদিলাম প্রভু পদে বিনতি করিয়া ॥
নিরন্তর কবিরাজের প্রশংসা কর প্রভু।
হেন পাত্র হেন কার্য্য নাহি দেখি কভু ॥
গুরুর আসন আর ভোজনের পাত্র ॥
ব্যঞ্জনের বাটী আর যে বা জলপাত্র ॥
কেমতে বসিয়া ইহোঁ করিলা ভোজন।
মনেতে সন্দেহ প্রভু কৈল নিবেদন ॥
প্রভু কহে রামচন্দ্র গুণের সাগর।
ইহার মনোবৃত্তি নহে তোমার গোচর ॥
পশ্চাতে জানিবে ইহা শুন দিয়া মন।
দেখিবে তোমারা তাহা ভরিয়া নয়ন ॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে করি আনন্দিত মন।
চর্ব্বিত তাম্বূল লইয়া করিলা ভোজন ॥
তার পরদিন প্রভু রামচন্দ্র লইয়া।
আইলেন তবে ছুঁহে আনন্দিত হইয়া ॥
অঙ্গনে আসিয়া ফিরে একত্র হইয়া।
কবিরাজে লইয়া ফিরে আনন্দিত হইয়া ॥

আগে প্রভু পিছে কবিরাজ করেন গমন ॥
হাত ধরাধরি দুঁহে ফিরেন অঙ্গন ॥
আঙ্গিনাতে এক বড়, আছয়ে পড়িয়া ।
কহিতে লাগিলা প্রভু ত্রাসযুক্ত হইয়া ॥
লম্ফিয়া পড়িল প্রভু সর্প যে বলিয়া ।
সর্প দেখ কবিরাজ নয়ন ভরিয়া ॥
কবিরাজ কহে প্রভু সর্প এহি হয় ।
দেখিল দেখিল প্রভু করিয়া নিশ্চয় ॥
তার পর কত ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া ।
সর্প নহে বড়, এই দেখ নিরখিয়া ॥
কবিরাজ কহে ইহা সত্য হয় প্রভু ।
বড়, হয়ে সর্প ইহা নাহি হয় কভু ॥
আমরা বসিয়া ইহা করি নিরীক্ষণ ।
দুঁহ রূপ শোভা দেখি জুড়ায় নয়ন ॥
এই মত দুই জনে আনন্দিত হৈয়া ।
গৃহ মাঝে দুই জন বসিলেন গিয়া ॥
আমরা দুঁহে মিলি তবে করি অনুমান ।
বুঝিলাম রামচন্দ্র গুণের নিধান ॥
তার পরে আমরা ত আছিয়ে নির্জ্জনে ।
হেন কালে প্রভু তথা কৈলা আগমনে ॥
আসিয়া কহেন কথা মধুর করিয়া ।
শুন শুন তোমা দুঁহে কহি বিবরিয়া ॥

নয়নে দেখিলে এবে রামচন্দ্রের গুণ।
ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
"পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণ লইয়া।
অস্ত্র শিক্ষা করায়েন আনন্দে বসিয়া॥
দুর্য্যোধন আদি করি যত সহোদর।
যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর॥
কত দিন সবাকারে অস্ত্র শিক্ষা দিয়া।
আজি পরীক্ষা লইব সবার কহিল হাসিয়া॥
এত বলি এক বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
এক পক্ষী রাখিলেন তাহার উপর॥
ক্রমে ক্রমে সবারে গুরু কহেন ডাকিয়া।
অস্ত্র মারহ পক্ষীর নয়ন তাকিয়া॥
এক চক্ষে মার বাণ আর চক্ষে যায়।
এই মত কথা গুরু কহেন সবায়॥
দুর্য্যোধন আদি করি যত সহোদর।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া আইলা হরিষ অন্তর॥
একে একে সবে তবে ধনুর্ব্বাণ লৈয়া।
বিন্ধিবার তরে আইলেন সন্ধান পূরিয়া॥
ধনুকে সন্ধান বাণ করিলেন যবে।
কি দেখিতে পাও দ্রোণ ডাকি কহে তবে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি কহে শিষ্যগণ।
বৃক্ষ দেখি ডাল দেখি কহিল বচন॥

ক্রোধ করি দ্রোণ তবে কহেন উত্তর।
বসিয়া ত রহ গিয়া লৈয়া ধনু শর॥
এই মতে সবাকারে করিয়া পরীক্ষা।
তোমাদের নহিবেক ধনুকের শিক্ষা॥
পশ্চাতে ডাকিয়া দ্রোণ বলিল অর্জ্জুনে।
সন্ধান পূরিয়া বীর আইল তৎক্ষণে॥
গুরু প্রণমিয়া বীর ধনুক লইয়া।
বিন্ধিবার তরে গেলা আনন্দিত হৈয়া॥
ডাকিয়া কহেন বীর অর্জ্জুনের প্রতি।
কি দেখিতে পাও তাহা কহ শুদ্ধমতি॥
অর্জ্জুন কহেন গুরু পক্ষী মাত্র দেখি।
এবে পক্ষী নাহি দেখি দেখি মাত্র আঁখি॥
দ্রোণ কহে মার বাণ পূরিয়া সন্ধান।
তাকিয়া বিন্ধহ বাণ পক্ষীর নয়ন॥
তবে ত অর্জ্জুন বীর বাণ ছাড়ি দিল।
এক নেত্রে ফুটি বাণ অন্য নেত্রে বাহির হৈল॥
ধন্য ধন্য বলি দ্রোণ কহেন ডাকিয়া।
কহিতে লাগিলা সব শিষ্য নিরখিয়া॥
বৃক্ষ নাহি দেখে বীর দেখে মাত্র পক্ষ।
পক্ষ নাহি দেখে পুনঃ দেখে মাত্র চক্ষ॥
আমি যে কহিলাম তাহা দেখিতে সে পায়।
বৃক্ষকে না দেখিবেক বৃক্ষের কিবা দায়॥

তবে ত অর্জ্জুন পুনঃ গুরুকে প্রণমিয়া।
শিষ্যগণ মাঝে যাই বসিলেন গিয়া ॥
আনন্দে পূর্ণিত হইলা দ্রোণাচার্য্যের মন।
পুনঃ পুনঃ এই বাক্যে কহে ঘন ঘন ॥
তুমিহ আমার সম হও সর্ব্বথায়।
এমত অদ্ভুত কার্য্য না দেখিয়ে কায় ॥
সবা শিষ্য হইতে প্রিয় তুমি যে আমার।
অন্যথা নাহিক আমি কৈল সারোদ্ধার ॥
শুনিয়া ত দুর্য্যোধন বিষণ্ণ হৈলা মনে।
দুঃখ চিত্ত হৈলা রাজা ভাবে মনে মনে ॥"
ইহা কহি আনন্দ পাইলা প্রভু মনে।
রামচন্দ্র গুণ গণ বুঝি দেখ মনে ॥
আমি যে কহিল সাতে নাহি অন্যথায়।
ভোজন করিলা আজ্ঞা মানি সর্ব্বথায় ॥
আর দেখ বড়্ এক আছিল অঙ্গনে।
সর্প কহিলাম তাতে সর্প করি মানে ॥
পুনঃ কহিলাম সর্প নহে বড়্ হয়।
কবিরাজ কহে বড়্ এই ত নিশ্চয় ॥
তোমরা দুই জনে ইহা বুঝ মন দিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু আনন্দ পাইয়া ॥
সন্দেহ ঘুচিল এবে কহ বিবরণ।
প্রভু কৃপায় হইল মোর সন্দেহ ছেদন ॥

তোমার কৃপা বিনা ইহা জানিব কেমতে।
জানিলাম আমরা এবে চিত্তের সহিতে॥
প্রভু কহে আজি হৈতে তোমরা ভাগ্যবান্।
দেখিলে শুনিলে রামচন্দ্রের গুণগ্রাম॥
দ্রোণাচার্য্য শিষ্যমধ্যে যেমন ফাল্গুনি।
তে মতি রামচন্দ্রের বুঝ অনুমানি॥
রামচন্দ্র গুণসিন্ধু মহিমা অপার।
কহিলাম তোমারে আমি করি সারোদ্ধার॥
মোর গণে যে লইবে রামচন্দ্রের মত।
সেই সে আমার গণে হইবে মহত॥
রামচন্দ্র নরোত্তম নয়ন যুগল।
নেত্র বিনা শরীরের সকল নিষ্ফল॥
যেন রামচন্দ্র গুণ তেন নরোত্তম।
দুই জনে ভেদ নাহি দুঁহে এক সম॥
এ দোঁহার মর্ম্ম জানে কবিরাজ গোবিন্দ।
আর সে জানিল ইহা চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ॥
যেই জন লইবে রামচন্দ্র অনুসার।
সেই সে পাইবে রাধাকৃষ্ণ লীলাপার॥
মঞ্জরীর যূথ মাঝে পরকীয়া মতে।
বৃন্দাবন ধাম প্রাপ্তি হইবে নিশ্চিতে॥
তোমরা শুনহ ইহা মনের সহিতে।
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোতে॥

কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে অতি সুখ।
রামচন্দ্র গুণ কহে হইয়া পঞ্চ মুখ॥
এইমত কত প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
আমরা শুনিয়ে তাহা পাতি দুই কাণ॥
ভক্তগণে ঠাকুরাণী কহিতে কহিতে।
আরেক অপূর্ব্ব কথা পড়ি গেল চিতে॥
তোমরা শুনহ তাহা করি এক মন।
গাঢ় শ্রদ্ধা করি শুন করিয়া যতন॥
হেন অদভূত কথা শ্রবণ মঙ্গল।
পরম পবিত্র কথা অতি নিরমল॥
এক দিন পূর্ব্বে প্রভু করেন ভোজন।
দক্ষিণ বামেতে তবে বসিলা দুই জন॥
এক ভিতে রামচন্দ্র আর ভিতে নরোত্তম।
ভোজন করয়ে তিনে অতি মনোরম॥
ভোজন আনন্দ কথা কহিতে না পারি।
দেখিয়া আমরা তাহা আপনা পাশরি॥
কৃষ্ণ-কথা রসাবেশে মনের আহ্লাদ।
দুই জনে পরশিয়া দিছেন প্রসাদ॥
পুনঃ পুনঃ পরশিয়া দিছেন ব্যঞ্জন।
আমরা থাকিয়া তাহা করি নিরীক্ষণ॥
সেব্য হইয়া সেবকেরে পরশে কিমতে।
মনেতে সন্দেহ মোর বাঢ়ি গেল চিতে॥

তার পর সকলে ভোজন সমাপিয়া।
আচমন করিলেন মহাহৃষ্ট হৈয়া॥
তবে আসি তিন জনে বসিয়া নিভৃতে।
কৃষ্ণের চরিত্র-কথা লাগিল কহিতে॥
কহিতে কহিতে কথা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ।
আনন্দে অবশ তিনে প্রফুল্লিত অঙ্গ॥
প্রেমে গর গর চিত্ত নাহি হয় স্থির।
পুলকে পূরিত দেহ নেত্রে বহে নীর॥
আর কত বহে তাতে প্রেমের সঞ্চার।
কত শত ভাব তাতে না জানিয়ে পার॥
এই মত কত ক্ষণ কৃষ্ণ-পর সঙ্গে।
আর কত বহে তাতে সুখের তরঙ্গে॥
তার পর কত ক্ষণে অবসর পাইয়া।
জিজ্ঞাসিলু প্রভুকে মোরা বিনয় করিয়া॥
প্রভু কহে কহ কহ শুনিয়ে বচন।
তবে প্রভু-পদে মোরা কৈল নিবেদন॥
রামচন্দ্র নরোত্তমে ভোজন করিতে।
পরশিলে ইহা আমি দেখেছি সাক্ষাতে॥
কৃপা করি কহ প্রভু ইহার কারণ।
গুরু হইয়া শিষ্যে পরশি করিলা ভোজন॥
প্রভু কহে শুন শুন সাবধান হইয়া।
দুই জনে দুই হস্ত কহি বিবরিয়া॥

কিবা দুই জন হয় আমার নয়ন।
অভেদ শরীর রামচন্দ্র নরোত্তম॥
নিশ্চয় জানিহ ইহা শুনহ কারণ।
নিজ অঙ্গ পরশিলে দোষ কি কারণ॥
ইহা আমি দেখিলাম শুনিনু শ্রবণে।
মনোমধ্যে তোমরা এবে কর অনুমানে॥
এই সব কথা ঈশ্বরী কহিতে কহিতে।
আচম্বিতে বামচক্ষু লাগিল নাচিতে॥
বাম উরু বাম অঙ্গ করয়ে নর্ত্তন।
রামচন্দ্র আগমন জানিলা কারণ॥
নিজেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়া।
দেখিব যে রামচন্দ্র নয়ন ভরিয়া॥
এই মতে সবে ভেল আনন্দে পুরিতে।
সবাকার দক্ষিণ চক্ষু লাগিলা নাচিতে॥
জানিলাম বিধি এবে পূরাবে মনোরথ।
একত্র হইয়া সবে নিরীক্ষয় পথ॥
সবেই আনন্দ পাইলা ভাবে মনে মন।
হেনকালে রামচন্দ্রের হৈল আগমন॥
দূর হইতে সবে রামচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আনিবারে গেলা তবে হৃষ্টচিত্ত হইয়া॥
আপনি ঈশ্বরী দুই করিলা গমন।
রামচন্দ্রে দেখে দুঁহে ভরিয়া নয়ন॥

ঈশ্বরী দেখিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ।
পুলকে পূরিত দেহ অশ্রু হৃদি মাঝ॥
কবিরাজ তবে ঠাকুরাণীকে দেখিয়া।
কত পরণাম করে ভূমে লো'টাইয়া॥
দেখি রামচন্দ্র সবে উল্লাস হৃদয়।
অন্ধকার নাশি যেন রবির উদয়॥
উঠে কবিরাজ তবে কর যোড় করি।
বিষণ্ণ দেখিয়ে কেন কহ ত ঈশ্বরি!॥
প্রভু ভক্তগণ সবে ব্যাকুল দেখিয়া।
কি লাগি বিষণ্ণ দেখি কহ বিবরিয়া॥
ঠাকুরাণী কহে তবে প্রভুর সমাচার।
বুঝিলেন রামচন্দ্র প্রভুর বিচার॥
তবে ঠাকুরাণী তারে গৃহেতে লইয়া।
আনিলেন তারে অতি যতন করিয়া॥
হাতে ধরি লইলেন হৃষ্ট চিত্ত হইয়া।
ভক্তগণ আইলেন পাছে ত লাগিয়া॥
ঠাকুরাণী কহে শুন পুত্র রামচন্দ্র!।
তুমি আইলে এবে সবার হইবে আনন্দ॥
প্রভুরে যাইয়া তবে পরণাম করে।
লোটাঞা লোটাঞা পড়ে ভূমির উপরে॥
প্রণাম করিয়া তবে পুছেন কারণ।
ঠাকুরাণী কহে তবে সব বিবরণ॥

তিন দিন তোমার প্রভু বসিয়া সমাধি।
তোমা দেখি গেল মোর হৃদয়ের ব্যাধি॥
তোমার নিমিত্তে প্রাণ ধরিয়া আছিয়ে।
শুন শুন অহে পুত্র নিশ্চয় কহিয়ে॥
তোমায় যত গুণ পুত্র প্রভু-মুখে শুনি।
তোমা দেখি অহে পুত্র! জুড়ায় পরাণি॥
যত যতশুনি পুত্র তোমার গুণ গান।
প্রভু-মুখে শুনি তাহা আনন্দিত মন॥
তোমার গুণ আমি কত করিব ব্যাখ্যান।
আমরা নহিযে পুত্র তোমার সমান॥
তুমি সে জানহ পুত্র প্রভুর হৃদয়।
অন্যথা নাহিক ইথে কহিনু নিশ্চয়॥
ধন্য ধন্য অহে পুত্র তুমি ভাগ্যবান্।
প্রভু সদা তোমার গুণ করেন ব্যাখ্যান॥
ঈশ্বরীর মুখে রামচন্দ্র বচন শুনিয়া।
পরণাম করে কত ভূমে লোটাইয়া॥
উঠি রামচন্দ্র তবে যোড় হাত করি।
শ্রীমতীর আজ্ঞা লইয়া করে শিরোপরি॥
তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রের হস্তে ত ধরিয়া।
লইলেন যথা প্রভু ধ্যানেতে বসিয়া॥
রামচন্দ্র যাই তবে প্রভুরে দেখিয়া।
ভাবেতে নিমগ্ন দেখে নয়ন ভরিয়া॥

জড়প্রায় বসিয়াছে নাহিক চেতন।
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি দেখে উদর স্পন্দন॥
দেখি রামচন্দ্র তবে নাসায় হাত দিয়া।
কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া॥
হেন অদভূত ভাব না দেখি নয়নে।
পূর্ব্বে মহাপ্রভুর ভাব শুনেছি শ্রবণে॥
এবে তাহা সাক্ষাতে ভাব দেখিল নয়নে।
প্রগাঢ় প্রগাঢ় ভাব জানিলেন মনে॥
বস্ত্রেতে আবৃত তবে প্রভুরে করিয়া।
শ্রীমতীর পাদপদ্ম মস্তকে বন্দিয়া॥
বস্ত্রেতে আবৃত তাতে করিলা প্রবেশ।
জানিলেন সর্ব্ব কার্য্য অশেষ বিশেষ॥
তবে রামচন্দ্র কহে শ্রীমতীর প্রতি।
দণ্ড দুই অবধি প্রভু ফিরিবে সম্প্রতি॥
দুই দণ্ড ব্যতীত তবে উচ্চ করিয়া।
শুনাইবেন হরিনাম শ্রবণ পশিয়া॥
ধ্যান ভঙ্গ হইবেক কহিল নিশ্চয়।
জানিবেন সব কাজ ইথে অন্য নয়॥
প্রভুদত্ত সিদ্ধদেহ করি আরোপিত।
জানিল সকল কার্য্য যেবা মনোনীত॥
যমুনাতে আভরণ পদচিহ্ন পরে।
পদ্মপত্র ঢাকিয়াছে তাহার উপরে॥

তাহা না পাইয়া এবে হৃদয়ে চিন্তিত।
হেনকালে সেই স্থানে গেলা আচম্বিত॥
শ্রীমণিমঞ্জরী তবে তাহারে দেখিয়া।
আইস আইস বলি কহে উল্লসিত হইয়া॥
এবে সে না পাইনু আমি রাধার আভরণ।
তোমারে দেখিয়া আমি হইনু পরসন্ন॥
তবে দুই জনে করে জল নিরীক্ষণ।
খুজিতে খুজিতে দুঁহে ফেরে অনুক্ষণ॥
পদ্মপত্র ঢাকি যথা আছে আভরণ।
পত্র দূর করি তাতে পাইল তখন॥
পাইল আভরণ তবে হাতে ত লইয়া।
মনের আনন্দে তাহা লইল হাঁসিয়া॥
ধন্য ধন্য তুমি সখী অতি ভাগ্যবান্।
এইমত কত কত করেন ব্যাখ্যাক॥
জল হইতে উঠিলেন আভরণ লইয়া।
তীরে ত আইলা দুঁহে মহাহৃষ্ট হইয়া॥
তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভোজন সমাপিয়া।
শুতি আছেন দুই জনা আনন্দ পাইয়া॥
সেবাপরা সখী যত হৃদয়ে চিন্তিত।
না পাইয়া আভরণ অন্তরে ভাবিত॥
কুঞ্জ দ্বারে সবে মিলি নয়ন অর্পিয়া।
বসিয়াছেন সবে তাহা পথ নিরখিয়া॥

হেনকালে পথে আইসেন দেখিতে পাইল।
পাইয়াছেন আভরণ মনে ত জানিল॥
মন্থর গমনে আইসে প্রসন্ন বদন।
কত ভাব তরঙ্গ তাতে চঞ্চল লোচন॥
নিকটে আইলা দুঁহে আনন্দ হইয়া!
দেহ আভরণ যাহা পাইলা খুঁজিয়া॥
তুমি সতী কুলবতী রাধাচিত্ত জান।
তোমা অনুগত ইহোঁ তোমার সমান॥
রাধা মনোবেদ্য তুমি ইহা আমি জানি।
মণিমঞ্জরী নাম তাতে সবে অনুমানি॥
তুমি মণিমঞ্জরী জান রাধার বেদন।
এই মত কত শত করেন ব্যাখ্যান॥
গুণমঞ্জরী হাতে দিল নাসার বেশরে।
দিলেন আভরণ ভাসি আনন্দ সাগরে॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দিল রূপমঞ্জরী হাতে।
পাইয়া ত আভরণ পূরিল মনোরথে॥
আভরণ লইয়া সবে করেন গমন।
দেখিলেন দুই জনে করিয়াছে শয়ন॥
কৃষ্ণ-ভুজ-দেশে রাধা মস্তক অর্পিয়া।
রসের আবেশে দুঁহে আছেন শুতিয়া॥
নিরখিয়া মুখশোভা মনের উল্লাস।
আভরণ পরাইতে হৃদে অভিলাষ॥

পরাইল আভরণ নাসাছিদ্র দেখিয়া।
শ্রীরূপমঞ্জরী পরাইল কৌশল করিয়া॥
বিকাশে বৈদগ্ধী ইহার কহনে না যায়।
মনের কৌতুকে বেশর পরাইলা নাসায়॥
নিশ্বাসে দুলিছে তাতে অতি মন্দ মন্দ।
মুখচন্দ্র শোভা দেখি মনের আনন্দ॥
তবে রূপমঞ্জরী চরণ দেখিয়া।
পদ সেবা করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া॥
শ্রীগুণমঞ্জরী তবে এক পদ লইয়া।
আপনার জানূপরে অর্পণ করিয়া॥
মন্দ মন্দ করিতেছেন পাদসম্বাহন।
সেবন করয়ে দুঁহে সুখাবিষ্ট মন॥
কতক্ষণ ব্যতিরেকে শ্রীগুণমঞ্জরী।
শ্রীমণিমঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারি॥
ইঙ্গিতে কহিলেন তুমি পদসেবা কর।
আইস আইস সখী বলি কহেন বার বার॥
তবে মণিমঞ্জরী শ্রীচরণ স্পর্শিয়া।
পদসেবা করে চিত্তে সন্তোষ পাইয়া॥
দেখিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী হৃদয়ে আনন্দ।
কহিতে লাগিলা কথা করি মন্দ মন্দ॥
তোমার নিমিত্ত রাধাচর্ব্বিত তাম্বূলে।
বান্ধা আছে এই দেখ আমার আঁচলে॥

লইল অধরশেষ যতন করিয়া।
কত সুখ উপজিল প্রসাদ পাইয়া॥
নিজ সখী লাগি কিছু আঁচলে বান্ধিল।
শ্রীগুণমঞ্জরী দেখি সন্তোষ পাইল॥
এথা শ্রীমতী দণ্ড দুই অপেক্ষা করিয়া।
বস্ত্রেতে আবৃত তাতে প্রবেশিলা গিয়া॥
বাহিরে রহিল যত প্রভুর ভক্তগণ।
শ্রীমতী সবার প্রতি কহেন বচন॥
সবে মেলি উচ্চ করি কর হরিধ্বনি।
আনন্দিত হইয়া এই কহিলেন বাণী॥
তবে ঠাকুরাণী দুই জনেরে দেখিয়া।
দুই জনে ভাবে মগ্ন আছেন বসিয়া॥
মনে ত জানিল দুঁহার অদ্ভুত চরিত।
দেখিয়া ত ঠাকুরাণী পাইলা বহু প্রীত॥
তবে শ্রীমতী প্রভুর কর্ণে উচ্চ ত করিয়া।
হরিধ্বনি করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া॥
বাহিরেতে সবে মেলি করে হরিধ্বনি।
হরিধ্বনি বিনা আর কিছুই না শুনি॥
এই মত বহু বেরি করিতে করিতে।
হরিধ্বনি প্রবেশিলা প্রভুর কর্ণেতে॥
প্রবেশিতে হরিনাম বাহ্য পাইল চিত্তে।
হুহুঙ্কার করি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥

বাহ্য যে পাইয়া প্রভু ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চাহে তাহা দেখিতে না পায়॥
বাহ্যাবেশে প্রভু তবে গর গর মন।
নিপট্ট বাহ্য হইল যেন হারাইল ধন॥
প্রভুর ভক্তগণ তবে বস্ত্র দূর করি।
দেখিলেন অঙ্গশোভা অপূর্ব্ব মাধুরী॥
আনন্দ অবধি সবার নাহি কিছু ওরে।
ডুবিলেন সবে যেন আনন্দ সাগরে॥
তবে প্রভু ক্ষণে ধৈর্য্য ক্ষণেতে অস্থির।
স্তম্ভপ্রায় ক্ষণে রহে ক্ষণে ত গম্ভীর॥
এই মতে প্রভু নিজ ভাব সম্বরিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু সবা নিরখিয়া॥
রামচন্দ্র আদি করি প্রভুর ভক্তগণ।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য হরষিত মন॥
আনন্দের অবধি কিছু নাহিক সবার।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বর্ণিবার॥
আনন্দের সিন্ধু মাঝে ডুবিয়া রহিলা।
প্রাণ ছাড়ি গেল দেহে আসিয়া বসিলা॥
কত কত আনন্দ সিন্ধু কহনে না যায়।
রামচন্দ্রে দেখে সবে হরিষ হিয়ায়॥
শ্রীমতী কহে রামচন্দ্র গুণের সাগর।
প্রভুর চিত্তবৃত্তি পুত্র তোমার গোচর॥

পূর্ব্বে মহাপ্রভু প্রিয় যেন রামানন্দ।
প্রভু প্রিয় তেন তুমি হও রামচন্দ্র ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় যেন সুবল মহাশয়।
তেন তুমি প্রভুপ্রিয় জানিল নিশ্চয় ॥
প্রাণ দান দিলে পুত্র কহ সমাচার।
বিবরি কহ পুত্র প্রভুর ব্যবহার ॥
তিন দিন ধ্যানে বসি ছিলা প্রভু তোর।
কারণ কহ রামচন্দ্র গোচর নহে মোর ॥
তবে রামচন্দ্র কহে যোড়হস্ত করিয়া।
প্রভুর ভাবের কথা কহেন বিবরিয়া ॥
মদীশ্বরী প্রভু তুমি শুনহ কারণ।
তিন দিন ধ্যানে ছিলা যাহার কারণ ॥
রাধাকৃষ্ণ জলকেলি মনে ত চিন্তিয়া।
যমুনাতে দেখি লীলা সুখাবিষ্ট হইয়া ॥
নানান তরঙ্গে লীলা কথনে না যায়।
উনমত হইয়া যুদ্ধ করে যমুনায় ॥
কত কত ভাবসিন্ধু তাতে প্রকাশিয়া।
নাসার বেশর তাতে পড়িল খসিয়া ॥
রাধার বেশর পড়িল যমুনার জলে।
না পাইয়া আভরণ হইলা ব্যাকুলে ॥
এই মত যত কথা কহে বিবরিয়া।
শুনিয়া ত ঠাকুরাণীর আনন্দিত হিয়া ॥

যত কিছু বিবরণ সকলি কহিলা।
অনন্ত প্রভুর ভাব নিশ্চয় জানিলা॥
ধন্য ধন্য রামচন্দ্র তুমি গুণসিন্ধু।
কহিতে না পারি কিছু তার এক বিন্দু॥
পূর্ব্বে আমি প্রভু মুখে শুনিল তব গুণ।
তোমার গুণ কীর্ত্তি পুত্র করিয়াছি শ্রবণ॥
শুন শুন রামচন্দ্র তুমি গুণনিধি।
তোমা পুত্র পাইল মোরা ভাগ্যের অবধি॥
এইমত রামচন্দ্রে বহু প্রশংসিয়া।
নয়নে ঝরয়ে নীর মুখ বুক বৈয়া॥
সুখের অবধি কিছু কহনে না যায়।
রামচন্দ্র রামচন্দ্র বলি করে হায় হায়॥
নিছনি যাইয়ে পুত্র ইথে নাহি দায়।
তব গুণে বিক্রীত হইলাম সর্ব্বথায়॥
বাহিরে আইলা তবে রামচন্দ্রে লইয়া।
সবে ত আনন্দ পাইলা প্রভুকে দেখিয়া॥
যেবা সুখ উপজিল প্রভুর মন্দিরে।
সহস্র মুখে তাহা কেবা পারে বর্ণিবারে॥
রামচন্দ্র চরিত্র দেখি সবে চমৎকার।
ইহোঁ প্রভুর প্রিয় অতি জানিলা নির্দ্ধার॥
তবে ত শ্রীমতী দুই মহানন্দ পাইয়া।
রামচন্দ্র গুণ কথা কহে ফুকারিয়া॥

শুন শুন ভক্তগণ শুনহ বচনে।
রামচন্দ্র-চরিত্র-গুণ দেখিল নয়নে॥
অদ্ভুত কার্য্য ইহার বাক্য অগোচর।
কি কহিব রামচন্দ্র গুণের সাগর॥
তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রে লইয়া যতনে।
সঙ্গে ত লইয়া আর যত ভক্তগণে॥
নিকটে প্রভুর যাই করে নিবেদন।
এই রামচন্দ্র পাইল অমূল্য রতন॥
যেন তুমি তেন ইহ সমান চরিত্র।
মনোমাঝে ইহা আমি জানিলু নিশ্চিত॥
শুন প্রভু দয়াময় গুণের সাগর।
না জানে চরিত্র তোমার বাক্য অগোচর॥
দয়া কর অহে প্রভু লইনু শরণ।
ভাল মন্দ না জানিয়ে কৈল নিবেদন॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
কেবল ভরসা তোমার পাদ দুইখানি॥
পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার।
বারেক করুণা করি কর অঙ্গীকার॥
আমি অতি হীনবুদ্ধি কি বলিতে জানি।
নিজগুণে দয়া কর তুমি গুণমণি॥
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমার চরণ।
কৃতার্থ করহ প্রভু লইলাম শরণ॥

রামচন্দ্র হেন মোরে দয়া কর প্রভু।
এমত গুণের নিধি দেখি নাই কভু॥
এই মত প্রভু স্তুতি করিতে করিতে।
প্রসন্ন হইলা প্রভু মনের সহিতে॥
তবে প্রভু রামচন্দ্র শ্রীমতী লইয়া।
নিজ মন কথা কহে নিভৃতে বসিয়া॥
শ্রীরাধার অধরশেষ রামচন্দ্র লাগিয়া।
রাখিয়াছি আমি তাহা অঞ্চলে বান্ধিয়া॥
এত বলি প্রভু নিজ অঞ্চল খুলিয়া।
দিলেন অধর সুধা আনন্দ পাইয়া॥
আগে রামচন্দ্রে দিল তবে ঈশ্বরী দু জনে।
মহানন্দে তিন জনে করিলা ভোজনে॥
প্রসাদ মাধুরী গন্ধ অতি মনোহরে।
প্রসাদ সৌরভ পাইয়া আপনা পাসরে॥
আবেশে অবশ তনু নাহি কিছু ওর।
ভাবে ত নিমগ্ন হইয়া হইলেন ভোর॥
পুলকে পূর্ণিত দেহ সঘনে হুঙ্কার।
নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার॥
হায় হায় কি মাধুর্য্য কৈল আস্বাদন।
সুধা গর্ব্ব খর্ব্ব যাতে করয়ে নিন্দন॥
প্রভু কহে শুন দু হেঁ সাবধান হইয়া।
আনিনু প্রসাদ আমি রামচন্দ্র লাগিয়া॥

দুর্ল্লভ এই প্রসাদ করিলে ভোজন।
আজি হৈতে হইল দুঁহে রামচন্দ্র সম॥
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই শ্রীরাধাধরামৃত।
তাহা পান কৈলা এবে হৈলা কৃত কৃত্য॥
অন্যের আছুক দায় শ্রীকৃষ্ণের দুর্ল্লভ।
রামচন্দ্র হৈতে তুমি পাইলা এ সব॥
শুন শুন প্রিয়া মোর কহিয়ে বচন।
রামচন্দ্র হয় মোর জীবনের জীবন॥
রামচন্দ্র নরোত্তম দুঁহে এক দেহ।
নিশ্চয় কহিলা ইহা নাহিক সন্দেহ॥
আর আমি কি কহিব ইথে নাহি দায়।
দুই জনে মোর প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায়॥
নিশ্চয় নিশ্চয় এই কহিয়ে নিশ্চয়।
দুই জনে মোর প্রাণ ইথে অন্য নয়॥
তবে প্রভু সব ভক্ত গণেরে লইয়া।
এই মতে সব জনে কহেন ডাকিয়া॥
সবেই শুনিল রামচন্দ্রের গুণগণ।
কৃতার্থ করিয়া তবে মানে সব জন॥
নিশ্চয় জানিলাম এবে রামচন্দ্র বিনে।
প্রভুর মনের বেদ্য নহে কোন জনে॥
তবে সব ভক্ত প্রভুরে বিনতি করিয়া।
নিবেদন করে সবে চরণে পড়িয়া॥

অহে রামচন্দ্রনাথ দয়া কর মোরে।
করুণ্য করিয়া এবে করহ উদ্ধারে॥
তুমি বিনা অন্য নাহি আমা সবার গতি।
রামচন্দ্র হেন দয়া করহ সম্প্রতি॥
বহুজন্ম ভাগ্যে মিলে তোমার চরণ।
করুণা করহ মোরে লইনু শরণ॥
কৃতার্থ করহ প্রভু তুমি দয়ানিধি।
পতিতের ত্রাণ হেতু তুমি গুণনিধি॥
দন্তে তৃণ করি মাগো দেহ পদচ্ছায়া।
দয়া কর অহে প্রভু না করহ মায়া॥
দুর্গতির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার।
নিশ্চয় জানিল প্রভু এই সারাৎসার॥
যার কৃপাপাত্র রামচন্দ্র মহা ভাগবত।
কি কহিব তাঁর গুণ জগতে বিখ্যাত॥
হেন সে দয়ার পাত্র জগতে নাহি আর।
নিবেদিব কত প্রভু কর অঙ্গীকার॥
এতেক ভক্তগণের বিনতি শুনিয়া।
বাঢ়ল করুণা চিত্তে উল্লসিত হইয়া॥
প্রভু কহে তুমি সব আমার নিজ দাস।
তোমা সব দেখি মোর চিত্তের উল্লাস॥
এতেক প্রভুর মুখে বচন শুনিয়া।
আনন্দ হইলা সবে কহে বিবরিয়া॥

তিন দিন ধ্যানে প্রভু আছিলা বসিয়া।
ইহার কারণ প্রভু কহ বিবরিয়া॥
প্রভু কহে শুন শুন করি এক মন।
রামচন্দ্র জানে মোর মনের বেদন॥
ইহার স্থানে পাবে মোর চিত্তের বিশেষ।
রামচন্দ্র কহিবেন ইহার উদ্দেশ॥
এত বলি রামচন্দ্রে ঈঙ্গিত করিয়া।
কহিলেন শ্রীমতীর মুখ নিরখিয়া॥
তবে দুই ঈশ্বরী প্রভুর ঈঙ্গিত জানিয়া।
জানিল কারণ তবে প্রসন্ন হইয়া॥
তিন জনে ইহা সবায় কহিবে কারণ।
এত শুনি সবাকার আনন্দিত মন॥
ভক্তগণে তিন জনে কহেন বচন।
পশ্চাতে তোমা সবায় কহিব কারণ॥
নিজেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়া।
শুনিব যে প্রভুর ভাব শ্রবণ পুরিয়া॥
এই ত কহিল প্রভুর ভাবের মহিমা।
সহস্র মুখে কহি যদি নাহি পাই সীমা॥
মহাশ্চর্য্য প্রভুর ভাব মহিমার সিন্ধু।
আপন পবিত্র হেতু স্পর্শি এক বিন্দু॥
তবে সবে প্রভু গৃহে হইয়া আনন্দ।
পরম আনন্দে সবে রহিলা স্বচ্ছন্দ॥

তবে শ্রীমতী প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া।
স্নান করি গেলা দুঁহে রন্ধন লাগিয়া॥
তার পর প্রভু রামচন্দ্র আদি করি।
স্নানার্থে চলিলা সবে মহা কুতূহলী॥
স্নান করি আসি সবে আইলা স্বচ্ছন্দ।
প্রভু নিজ কৃত্য করে হইয়া আনন্দ॥
রন্ধন প্রস্তুত হৈল কৃষ্ণে কৈল নিবেদন।
তবে বৈষ্ণবগণের করাইলা ভোজন॥
তার পর প্রভু নিজ ভক্তের সহিতে।
বসিলেন সবে মেলি ভোজন করিতে॥
রামচন্দ্র বসাইলা মনের হরিষে।
আর যত ভক্তগণ বসিলা তার পাশে॥
তার পর দুই ঈশ্বরী প্রসাদ লইয়া।
প্রভুরে আনিয়া দিলেন মহাহৃষ্ট হইয়া॥
তবে সব ভক্তগণে দিলেন প্রসাদ।
পরিবেশন করে দুঁহে পাইয়া আহ্লাদ॥
প্রভু বসিলেন তবে ভোজন করিতে।
শ্রীমতী যাইয়া তবে পাতিলেন হাতে॥
প্রভুর অধর শেষ লইয়া কৌতুকে।
সবাকারে দিলা তাহা মহানন্দ সুখে॥
তিন দিন বহি অন্ন জল দিলা মুখে।
প্রসাদ সেবন করেন পরম কৌতুকে॥

এই মতে সবেই ভোজন সমাপিয়া।
আচমন করি সবে বসিলেন গিয়া॥
মুখশুদ্ধি করিলেন মনের আনন্দে।
শয্যালয়ে গমন তবে করিলা স্বচ্ছন্দে॥
তবে প্রভু শয্যায় যাই করিলা শয়ন।
রামচন্দ্র করিতেছেন পাদ সম্বাহন॥
রাজা আদি করি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভু রামচন্দ্র রূপ করে নিরীক্ষণ॥
পশ্চাতে শ্রীমতী দুই প্রসাদ পাইয়া।
বসিয়াজেন দুই জনে আনন্দ পাইয়া॥
নিদ্রাতে আবেশ প্রভু হইলা যখন।
রামচন্দ্র লইয়া সবে আইলা তখন॥
শ্রীমতীর নিকটেতে সবেই আসিয়া।
কহিতে লাগিলা সবে বিনয় করিয়া॥
এই মতে দেখিল যত প্রভুর ভক্তগণ।
জানিলেন শ্রীমতী যে লাগিয়া গমন॥
রামচন্দ্র মুখে যাহা করিয়াছি শ্রবণ।
সাবধান হইয়া শুন করি একমন॥
শুন শুন ভক্তগণ শ্রবণ পুরিয়া।
ধ্যানে বসিছিলা প্রভু যাহার লাগিয়া॥
পরম আনন্দ এই রাধাকৃষ্ণ লীলা।
কহিতে না পারি তাহা অতি নিরমলা॥

কে কহিতে পারে তাহা করিয়া বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু যেবা বার্ত্তা সার ॥
অদ্‌ভুত এই জলকেলি সুবিহার।
পরম আশ্চর্য্য লীলা কে কহিবে পার ॥
যমুনাতে যেন মতে শ্রীরাধার বেশর।
জলযুদ্ধে পড়িল নহে তাহার গোচর ॥
তাহার প্রাপ্তি লাগিয়া শ্রীগুণমঞ্জরী।
শ্রীমণিমঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারি ॥
তোমার প্রভুরে তবে লইতে আভরণ।
তাহা আনি দেহ তুমি করিয়া যতন ॥
যমুনাতে পদচিহ্ন উপরে আভরণ।
তাহাতে ঢাকিল পুষ্প পত্র বিলক্ষণ ॥
পদ্মপত্রে ঢাকা আছে না পায় দেখিতে।
না পাইয়া আভরণ মহা ব্যগ্র চিত্তে ॥
শ্রীরামচন্দ্র জানেন প্রভুর অন্তর।
খুজি আনি দিল তাতে নাসার বেশর ॥
এই হেতু তিন দিন বসিয়া ধেয়ানে।
রামচন্দ্র বিনা ইহা জানিব কোন্ জনে ॥
এ আদি করিয়া যত যতেক প্রকার।
কহিলেন সব কথা করিয়া নির্দ্ধার ॥
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ অপার।
রামচন্দ্র হেন রত্ন জগতে নাহি আর ॥

রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ।
পুলকে পূরিত দেহ সাশ্রু যে নয়ন ॥
স্তম্ভ কম্প আদি করি ভাবের তরঙ্গ।
পূরিত হইল তাতে বিকসিত অঙ্গ ॥
ভাব সম্বরিয়া তবে প্রভু ভক্তগণ।
রামচন্দ্রে কহে সবে ধরিয়া চরণ ॥
যেন প্রভু গুণাশ্চর্য্য তেন তুমি মহিমার সিন্ধু।
তোমার চরিতার্ণবের না পাই এক বিন্দু ॥
কাতর হইয়া মোরা করি নিবেদন।
শরণ লইনু পদে কর কৃপা নিরীক্ষণ ॥
মোর প্রভু বন্ধু হও তুমি রামচন্দ্র।
মহারত্ন নিধি পাইনু মোরা পরানন্দ ॥
রাজা আদি করি আর শ্রীব্যাস আচার্য্য।
দেখিয়া রামচন্দ্র গুণ মানিল আশ্চর্য্য ॥
তথা প্রভু নিজ শয্যা হইতে উঠিয়া।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দে কহেন ডাকিয়া ॥
তাহা শুনি ভক্তগণ মনের আনন্দে।
প্রভুর নিকটে আইলা হৈয়া পরানন্দে ॥
প্রভু স্থানে তবে সবে সম্মতি লইয়া।
চলিলেন সবে প্রভুর চরণ বন্দিয়া ॥
সুখের অবধি নাই উল্লসিত হৈয়া।
শ্রীমতীর নিকটে আইলা কবিরাজে লইয়া ॥

আজ্ঞা হয় গৃহে এবে করিয়ে গমন।
অনুমতি দিলেন তবে করিয়া যতন॥
তার পরে রামচন্দ্রের লইয়া সম্মতি।
তিন জনে প্রণমিলা পরম ভকতি॥
শ্রীমতী দুই রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
চলিলেন সবে মেলি আপন ভবন॥
এই ত কহিল প্রভুর আশ্চর্য্য ভাব কথা।
যাহা শুনি প্রেম ভক্তি মিলয়ে সর্ব্বথা॥
শ্রীরামচন্দ্রের গুণ শ্রীমতীর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেম সুখে॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই করি এক মন।
সেই সে হইবে প্রভুর কৃপার ভাজন॥
গাঢ় শ্রদ্ধা করি যেই শুনে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ তৃষ্ণা কভু ছাড়িতে না পারে॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস।
শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস॥

ইতি—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহিমা বর্ণন নাম
তৃতীয় নির্য্যাস সম্পূর্ণ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ নির্য্যাস

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পতিত পাবন যাহা বিনা নাহি অন্য ॥
আর এক কথা শুন করিয়া যতন ।
মদীশ্বরী মুখে যাহা করেছি শ্রবণ ॥
রাজা ত যাইয়া তবে আপনার ঘরে ।
রামচন্দ্র গুণ কথা চিন্তেন অন্তরে ॥
সদা গর গর রাজা ভাবে মনে মনে ॥
রামচন্দ্র গুণ সদা ভাবে রাত্রি দিনে ॥
রামচন্দ্র হেন রত্ন নাহি পৃথিবীতে ।
জানিলাম ইহা আমি চিত্তের সহিতে ॥
মনে ত বিচারি ইহা জানিল নিশ্চয় ।
ইহাঁর মুখে শুনি সাধন যদি ভাগ্য হয় ॥
তবে ত রাজা যাইয়া প্রভুর গৃহেতে ।
পরণাম করে বহু লোটাঞা ভূমিতে ॥
শ্রীমতীরে যাইয়া তবে পরণাম করি ।
তবে রামচন্দ্রে যাই প্রণাম আচরি ॥
প্রভুর নিকটে রাজা অতি দীন হইয়া ।
করযোড়ে কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥

পতিতের ত্রাণ হেতু তোমার অবতার।
করুণা করিয়া মোরে কর অঙ্গীকার ॥
দন্তে তৃণ ধরি, প্রভু করহ করুণা।
মো ছার অধমে প্রভু না করিবে ঘৃণা ॥
করুণা করিয়া যদি দিলে পদচ্ছায়া।
ত্রিতাপে তাপিত আমি না করিহ মায়া ॥
এত দিন কাল মোর ব্যর্থ বহি গেল।
রামচন্দ্র দেখি চিত্ত নির্ম্মল হইল ॥
সাধ্যসাধন আমি কিছুই না জানি।
নিজ গুণে দয়া কর তুমি গুণমণি ॥
ব্যাসের মুখেতে আমি যে কিছু শুনিল।
তাহা শুনি মোর চিত্ত প্রসন্ন হইল ॥
রাজা কহে প্রভু তুমি হও দয়াময়।
মোর প্রতি কৃপা কর হইয়া সদয় ॥
তুমি ত দয়ার সিন্ধু পতিত পাবন।
করুণা করহ প্রভু লইনু শরণ ॥
অঙ্গীকার কর প্রভু আপন জানিয়া।
এত বলি রাজা পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥
আপনে প্রভু তবে উঠাইল যতনে।
করুণা করিয়া কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে ॥
সাধ্যসাধন এই গোস্বামীর মতে।
শুনাইবে রামচন্দ্র করিয়া বেকতে ॥

এত বলি প্রভু রামচন্দ্রেরে ডাকিয়া।
রাজায় সমর্পিল তার হাতে ত ধরিয়া॥
শুন রামচন্দ্র তুমি এই কার্য্য কর।
ছোট ভ্রাতা বলি ইহায় কর অঙ্গীকার॥
এত শুনি রামচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া।
শুনাইব কৃষ্ণকথা বিশেষ করিয়া॥
পুনঃ রামচন্দ্রে রাজা পরণাম করি।
বিনয় করিয়া তবে বহু স্তুতি করি॥
তাহা দেখি প্রভু তবে আনন্দিত হইয়া।
রাজায় কহিতেছেন সন্তোষ পাইয়া॥
শুন শুন রাজা তুমি করি এক মন।
তোমারে ত কৈল কৃপা রূপ সনাতন॥
অনুগ্রহ তোমারে যে করিবার তরে।
গ্রন্থরূপী মহাপ্রভু প্রবেশিলা ঘরে॥
তুমি মহারাজ হও মহা ভাগ্যবান্।
পৃথিবীতে ভাগ্য নাহি তোমার সমান॥
মহারত্ন গ্রন্থ এই পরম উজ্জ্বল।
প্রবেশিতে তোমার চিত্ত হইল নির্ম্মল॥
কিবা ছিলে তুমি দেখ মনেতে বুঝিয়া।
হেন জনে কৃপা কৈল শক্তি সঞ্চারিয়া॥
মোর প্রভু আর শ্রীরূপ সনাতনে।
তোমারে করিলা কৃপা আনন্দিত মনে॥

ছয় গোসাঞি তোমায় করিতে অঙ্গীকার।
চুরি ছলে তোমারে কৃপা করিলা নির্ভর॥
ইহা শুনি মহারাজ গর গর মন।
পুলকে পূরিত দেহ সজল নয়ন॥
প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ বাণী।
ফুকারি ফুকারি কান্দে লোটাঞা ধরণী॥
তবে প্রভু তাহারে যতনে উঠাইয়া।
হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন দিল করি দয়া॥
রাজারে লইয়া পুনঃ রামচন্দ্র হাতে।
সমর্পণ কৈল তারে হরষিত চিতে॥
পুনঃ পুনঃ কহে প্রভু অতি বাগ্র চিত্তে।
সাধ্যসাধন কহ ইহায় গোস্বামীর মতে॥
আর এক কথা ইহায় করাহ শ্রবণ।
যেহেতু তোমার প্রতি গোস্বামী লিখন॥
রামচন্দ্র প্রভু আজ্ঞা লইয়া সেই ক্ষণে।
রাজারে কহিল কিছু আনন্দিত মনে॥
কিবা বা কহিব তোমায় সাধনের কথা।
তোমা প্রতি গোস্বামি কৃপা হৈয়াছে সর্ব্বথা॥
মোর প্রভু পদাশ্রয় করে যেই জন।
আগে কৃপা করে তারে রূপ সনাতন॥
ব্রজ হইতে গ্রন্থ গৌড়ে প্রচার লাগিয়া।
লইয়া আইলা প্রভু যতন করিয়া॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রভু আইলা গৌড়দেশে।
প্রতিজ্ঞার হেতু আগে কহিব বিশেষে॥
গোস্বামী সকল তোমায় পাইয়া পিরীতি।
গ্রন্থরূপে তোমার ঘরে করিলা বসতি॥
এতেক প্রভুর দয়া তোমার উপরে।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে কহিতে পারে॥
প্রথমেই তোমার ঘরে গোস্বামী সকল।
তাহাতে তোমার চিত্ত হইয়াছে নির্ম্মল॥
তুমি মহা ভাগ্যবান বুঝি নিজ চিত্তে।
তোমার মহিমা ভাই কে পারে কহিতে॥
এবে তোমায় কহি আমি করিয়া নিশ্চয়।
সাধনাঙ্গ শুনিতেই যদি চিত্ত হয়।
বৈষ্ণব সেবন আর তুলসীসেবন।
অনায়াসে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
মোর প্রভুর ধর্ম্ম দেখ বৈষ্ণবসেবন।
শ্রীবিগ্রহ সেবা ছাড়ি কৈল নিরূপণ॥
অতএব প্রভুর ধর্ম্ম এই সুনিশ্চয়।
করহ বৈষ্ণবসেবা আনন্দ হৃদয়॥
একান্তে করহ তুমি বৈষ্ণবসেবন।
চরণামৃত পান আর প্রসাদ ভক্ষণ॥
বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ভূষণ।
নিষ্কপটে বৈষ্ণবের সঙ্গ অনুক্ষণ॥

নিরপরাধ হইয়া বৈষ্ণবসেবা কর তুমি।
অনায়াসে কৃষ্ণ পাবে কহিলাম আমি॥
বৈষ্ণবের স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহাপ্রেমি ভক্তের প্রেমে পড়ে বাধ॥
কৃষ্ণ দিতে নিতে পারে বৈষ্ণবের শক্তি।
হেন বৈষ্ণব ভজ ভাই করি মহা আর্ত্তি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত দুই সমান গুণগণ।
ইহাতে প্রমাণ আছে পুরাণ বচন॥

যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চিনা
সর্ব্বৈর্গু ণৈস্তত্র সমাসতেসুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতোবহিঃ॥ ইতি॥ ১॥

এই সব মহাগুণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণের যত গুণ সব ভক্তেতে সঞ্চারে॥

অনুবাদ—যাঁহার হৃদয়ে অবিঞ্চনা ভগবদ্ভক্তি বিরাজ করেন, সেই ব্যক্তিতে যাবতীয় সদ্‌গুণের সহিত নিখিল দেবতাগণ অবস্থান করেন, আর যে ব্যক্তি শ্রীহরির ভক্ত নয় অর্থাৎ যে সর্ব্বদা মনোরথের দ্বারা অসদ্বস্তু ও বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় তাহার ঐ সকল মহদ্‌গুণ কোথায়? অর্থাৎ অভক্তজীবে কোন সদ্‌গুণ থাকে না॥ ১॥

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
কিছু মাত্র কহি নিজ পবিত্র কারণ ॥
কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যবাক্য সম।
নির্দোষ দান্ত মৃদু শুচি অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক শরণ।
অকামী নিরীহ স্থির বিজিতষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অনভিমানী ॥
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবিদক্ষ মৌনী ॥
কৃষ্ণপ্রেম জন্মাইতে ইহ মুখ্য অঙ্গ।
অতএব সব ছাড়ি কর বৈষ্ণব সঙ্গ ॥
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার ॥
এই সব বস্তু তোমায় কহিলাম সার ॥
এই ত কহিল ভাই বৈষ্ণব সেবন।
এবে ত কহিয়ে তোমায় তুলসীসেবন ॥
নবপ্রকার তুলসীসেবা করে যেই জন।
সেই সে হয়েন কৃষ্ণের কৃপার ভাজন ॥
তুলসী দর্শন স্পর্শ আর কর ধ্যান।
সদাই করহ ইহা হৈয়া সাবধান ॥
তুলসীর নাম লও আর নমস্কার।
তুলসী নাম শ্রবণ কর অনিবার ॥
তুলসী রোপণ কর তুলসী সেচন।
তুলসীর সর্ব্বদাই পূজা অনুক্ষণ ॥

এ নব প্রকারে যেই করে তুলসী সেবা।
তাহার মহিমা গুণ কহিবেক কেবা।
শ্রীকৃষ্ণ তারে প্রীত করে সুনিশ্চিতে।
কৃষ্ণ স্থানে সেই রহে পাইয়া পীরিতে॥

দৃষ্টা-পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেচিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥ ২॥
নবধা তুলসীদেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি সহস্রাণি তে বসন্তি হরেগৃ'হে॥ ৩॥

এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত মন।
রামচন্দ্র পদে কিছু করে নিবেদন॥
চতুঃষষ্টি ভক্তি আদি যতেক সাধন।
তাহা শুনিবারে ইচ্ছা হয় মোর মন॥
রামচন্দ্র কহে ভাই এক চিত্ত হৈয়া।
আনন্দে শুনহ তাহা শ্রবণ ভরিয়া॥
এই ত সাধনাঙ্গ ভক্তি শুনহ রাজন্।
যাহার শ্রবণে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥

অনুবাদ—পরম মঙ্গল প্রদাত্রী শ্রীতুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম এবং তাঁহার মহিমা শ্রবণ, রোপন, জল-সেচন ও নিত্য তাঁহার পূজন, যাঁহারা শ্রীতুলসীদেবীকে এই নয় প্রকারে সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সহস্রকোটি যুগ বৈকুণ্ঠেবাস করিয়া থাকেন॥ ২-৩॥

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজয়ে প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥
সেই ত সাধনভক্তি হয় দুই প্রকার।
বৈধীভক্তি হয় রাগানুগা ভক্তি আর॥
শাস্ত্র আজ্ঞা লইয়া ভজে রাগহীন জন।
বৈধীভক্তি বলি শাস্ত্রমত আচরণ॥
বহু প্রকার সাধনভক্তি হয় বিবিধ অঙ্গ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার প্রসঙ্গ॥
গুরুর সেবন দীক্ষা গুরুপদাশ্রয়।
সাধুমার্গানুগমন শিক্ষা পৃচ্ছা সদ্ধর্ম্মময়॥
কৃষ্ণের পূজন ভোগত্যাগ করি কৃষ্ণপ্রীতে।
একাদশ্যুপবাস প্রতিগ্রহ নির্ব্বাহ যাহাতে॥
গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন ধাত্রী অশ্বত্থ।
বিদূরে বর্জ্জন নামাপরাধ সেবা যে সমর্থ॥
বহুশিষ্য না করিবে অবৈষ্ণব সঙ্গ।
বহু গ্রন্থাভ্যাস যাতে নহে ভক্তি অঙ্গ॥
হানি লাভ সম শোকাদির না হইবে বশ।
অন্য শাস্ত্র অন্য দেব নিন্দা না বিশেষ॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুন আর বৈষ্ণবনিন্দন।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ বর্জ্জন॥

স্মরণ পূজন বন্দন আর সঙ্কীর্ত্তন।
দাস্য সখ্য পরিচর্য্যা আত্মনিবেদন॥
বিজ্ঞপ্তি আর দণ্ডবৎ প্রণতি অগ্রে গীতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে স্থিতি॥
স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন পরিক্রমা।
মহাপ্রসাদ পান মাল্য ধূপ গন্ধ মনোরমা॥
শ্রীমূর্ত্তির দর্শন আরাত্রিক মহোৎসব।
তদীয় সেবন নিজপ্রীত্যর্থে দান ধ্যান সব॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা কৃষ্ণের বড় অভিমত॥
কৃষ্ণ কৃপার্থে অখিল চেষ্টা যে করিব।
কৃষ্ণজন্মাদি যাত্রা ভক্ত লইয়া মহোৎসব॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ নামসঙ্কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন হৈতে এই মুখ্য অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প অঙ্গ॥
বৈধীভক্তি সাধনাঙ্গ কৈল বিবরণ।
যাহার শ্রবণে চিত্তে জন্মে প্রেমধন॥
তবে রাজা সাধন অঙ্গ ভক্তি যে শুনিয়া।
রামচন্দ্রে কহে কিছু বিনতি করিয়া॥

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি করিয়া শ্রবণ।
রাগানুগা মার্গ-ভক্তি শুনিতে হয় মন॥
তবে রামচন্দ্র মনে আনন্দ পাইয়া।
রাজারে কহয়ে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
শুন শুন ভাই তুমি রাগানুগা ভক্তি।
শুনিতেই তোমার চিত্ত হৈল বড় আর্ত্তি॥
রাগানুগা ভক্তি এই সর্ব্ব সাধ্য সার।
সম্যক্ কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥
কিছু মাত্র কহি তাহা শুন দিয়া মন।
রাগানুগা ভক্তি লক্ষণ শুনহ রাজন্॥
শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি বৈধী লিখিল।
রাগানুগা ভক্তি মধ্যে তাহাতে স্থাপিল॥
গোস্বামী লিখন এই অতি সুনিশ্চয়।
বৈধী ভক্তি হইয়া যাতে রাগভক্তি হয়॥
শ্রবণ কীর্ত্তনের ইহা মহিমা শুনিয়া।
যাজন করয়ে যেবা শাস্ত্র আজ্ঞা লৈয়া॥
এই হেতু বৈধী ভক্তি গোস্বামিলিখন।
যেহেতু রাগাঙ্গ হয় তাহা কহি শুন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন বিনা রাগভক্তি নয়।
তাহার কারণ কহি করিয়া নিশ্চয়॥
অন্যের আছুক কাজ রাধা ঠাকুরাণী।
মাধুর্য্য অবধি যিঁহো গুণরত্ন খনি॥

সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সবার আরাধ্যা ।
যাঁহার সৌন্দর্য্যাদি কৃষ্ণের নহে বেদ্যা ॥
তিঁহো যদি কৃষ্ণনাম শুনে আচম্বিতে ।
শুনিবা মাত্রেতে ধনি লাগিল কাঁপিতে ॥
বৈবশ্য দশা ধনির হৈল আচম্বিতে ।
নানা ভাব তরঙ্গ তাহা কে পারে কহিতে ॥
সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আর সর্ব্বারাধ্য ।
যাহার সদ্‌গুণ গণের কৃষ্ণ নহে বেদ্য ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হৈল বিবশিত অঙ্গ ।
আর তাতে কত উঠে ভাবের তরঙ্গ ॥
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপৃত ভাব কহিতে কি পারি ।
ভাব হাব আদি যত সাত্ত্বিক ব্যভিচারি ॥
ভাবের তরঙ্গে দেহ নাহি হয় স্থির ।
শুনিতেই কৃষ্ণ নাম হয়েন অস্থির ॥
বহুমুখ ইচ্ছে যিঁহো কৃষ্ণ নাম লিতে ।
অর্ব্বুদার্ব্বুদ কর্ণ ইচ্ছে যে নাম শুনিতে ॥
উন্মাদিয়া নামের গুণ কে পারে কহিতে ।
অচেতনে চেতন যিঁহো পারেন কহিতে ॥
কৃষ্ণনাম চেতনেরে করে অচেতন ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষয়ে হেন নামের গুণ ॥
হেন কৃষ্ণনামামৃতে যার লোভ হয় ।
লোকধর্ম্ম বেদ ছাড়ি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥

হেন নাম মহাবল কি কহিতে জানি।
শ্রীরূপের মুখে বহে সুধারস ধুনি ॥
অক্ষরে অক্ষরে বহে মাধুর্য্যের সার।
হেন অদ্‌ভূত শ্লোক গোসাঞি কৈল পরচার ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলি লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়করম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৪ ॥

প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্ল যাহার।
সৌভাগ্য তিলক চারু লাবণ্যের সার ॥

অনুবাদ—শ্রীপৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিলেন—হে পুত্রি! শ্রীরাধিকার এই প্রকার হওয়া যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কেননা বিধাতা কি পরিমাণ বা কি প্রকার অমৃতের দ্বারা "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয়কে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা জানিনা। যেহেতু এই কৃষ্ণনাম বদনে নৃত্য করিতে থাকিলে অসংখ্য বদন লাভের আগ্রহ বিস্তার করিয়া থাকেন, আবার কর্ণক্রোড়ে অর্থাৎ কোন প্রকারে একবার এই কৃষ্ণনাম কর্ণপথের পথিক হইলে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণলাভের স্পৃহা জাগাইয়া দেন এবং এই শ্রীকৃষ্ণনাম হৃদয়-প্রাঙ্গণের সঙ্গী হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপারকেও পরাভূত করেন ॥ ৪ ॥

প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাম্ ।
কৃষ্ণনামযশঃশ্রাববতংসোল্লাসকর্ণিকাম্ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে ।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥
সেই রাধাভাব লঞা আপনে গৌরচন্দ্র ।
কৃষ্ণনাম আস্বাদিলা পাইয়া আনন্দ ॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরতি রসনো নাম গণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল যুগলখেলাঙ্কিত ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় ব্রজেন্দ্রকুমার ।
নামামৃত আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥

যিনি প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ গোপনীয় মানরূপ ধম্মিল্ল বা কেশ-পাশে সুশোভিতা, সৌভাগ্যরূপ উজ্জ্বল তিলকের দ্বারা লাবণ্য-ময়ী, শ্রীকৃষ্ণের নাম, যশঃ, গুণ, রূপ কর্ণভূষণের দ্বারা যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, সেই শ্রীরাধিকার জয় হউক ॥ ৫ ॥

উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তিত "শ্রীহরেকৃষ্ণ" নাম যাঁহার রসনায় নৃত্য করিতেছেন ও সেই নামের সংখ্যা গ্রহণের নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটি-সূত্রে যাঁহার বামহস্ত সুশোভিত, যাঁহার নয়নযুগল আকর্ণ বিস্তৃত এবং যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ॥ ৬ ॥

হেন কৃষ্ণনাম রাজা কর অনিবার ।
যাহা হৈতে প্রাপ্তি হয় মাধুর্য্যের সার ॥
আর শুন মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোকে ।
হৃদয়ের তম নাশ উদয় চন্দ্রিকে ॥
সদা আস্বাদিলা প্রভু স্বরূপাদি সাথে ।
যাহার শ্রবণে অতি শুদ্ধ হয় চিত্তে ॥
সেই শিক্ষাষ্টক ভাই কহিয়ে তোমারে ।
শ্রদ্ধা সূত্রে গাঁথি পর হৃদয় উপরে ॥
এই শুদ্ধ রাগ-ভক্তি কহিয়ে নিশ্চয় ।
যাহার শ্রবণে চিত্তে প্রেম উপজয় ॥
প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামানন্দরায় ।
নাম সংকীর্ত্তন কলিতে পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলিতে কৃষ্ণ আরাধনে ।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণে ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

যিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করেন অথচ যিনি নিজে ত্বিষাকৃষ্ণ অর্থাৎ কান্তিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, যিনি সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সুমেধাগণ সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা কলিযুগে আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব সুখোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্ ॥ ৮

সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে নিজ শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতানিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

যে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জ্জনা করেন, যাহা সংসাররূপী মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ করেন, যাহা মঙ্গলরূপ কুমুদে জ্যোৎস্না বিতরণ করেন, যাহা ব্রহ্মবিদ্যারূপা বধূর জীবন-স্বরূপ অর্থাৎ পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, যাহা আনন্দ সমুদ্র বর্দ্ধন করেন যাহা পদে পদে সমস্ত রস আস্বাদন করাইয়া পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন প্রদান করেন এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোপরি বিজয়-লাভ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের জয় হউক ॥ ৮ ॥

হে শ্রীগোবিন্দ! আপনার দাস্য, সখ্যাদি ভাবযুক্ত বহু

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৯ ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্ব শক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নহিল অনুরাগ ॥
যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ১০ ॥

প্রকার ভক্ত, এই জন্য মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি প্রভৃতি বহু প্রকারে নিজ নাম প্রচার করিয়াছেন, সেই নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও অর্পণ করিয়াছেন, সেই নামের স্মরণ বিষয়ে সময় সম্বন্ধীয় কোন নিয়মও নাই, হে প্রভো! তোমার এইরূপই কৃপা কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না ॥ ৯ ॥

তৃণ হইতেও আপনাকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহনশীল হইয়া এবং সর্ব্বপ্রকার অভিমান শূন্য হইয়া অন্যকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে হইবে ॥ ১০ ॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহ আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হইঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাঢ়ি গেলা।
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥১১॥

হে জগদীশ্বর! আমি সুবর্ণ মণি-মাণিক্যাদি চাই না, দাস-দাসী প্রভৃতি পরিজনবর্গ চাই না, মনোহর কবিতা রচনা শক্তিও চাই না, আমি কিছুই চাই না, কেবলমাত্র এই ভিক্ষা করি—যেন জন্মে জন্মে তোমাতে আমার নিষ্কাম ভক্তি লাভ হয় ॥ ১১ ॥

ধন জন নাহি মাগো কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করি সংসারি জীব অভিমান॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ ১২॥

তোমার নিত্য দাস মুঞি তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে সপ্রেম নাম সংকীর্ত্তন॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥১৩॥

হে শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য দাস, তোমাকে ভুলিয়া আমি ঘোর মায়াশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বিষম সংসারসাগরে পতিত হইয়াছি। তুমি করুণা করিয়া এই দাসকে তোমার শ্রীচরণের ধূলি সদৃশ জ্ঞান কর অর্থাৎ কৃপা করিয়া তোমার শ্রীচরণের সেবক করিয়া লও॥ ১২॥

হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণ করিতে কবে আমার নয়নে দরদর বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, গদগদভাবে কবে

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলাপন ॥

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ১৪ ॥

উদ্বেগে দিবস যায় ক্ষণ যুগ সম।
বর্ষা মেঘ সম অশ্রু বর্ষে দুনয়ন ॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমস্বভাব করিল উদয় ॥

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং পরমানন্দভরে কবে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে ? ॥ ১৩ ॥

হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমার এ কি দশা হইল ? নিমেষ পরিমিত সময় আমার নিকট যেন যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, আমার চক্ষে যেন অবিরল বর্ষাধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ যেন আমার নিকট শূন্যময় বোধ হইতেছে ॥ ১৪ ॥

হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখিগণ আগে প্রৌঢ়ি যে শ্লোক পড়িল॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ইতি॥ ১৫॥

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার॥
আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তিঁহো রস সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন, জারে মোর তনু মন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ১॥

হে সখি! শ্রীগোবিন্দ আমাকে পরম আদরে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুক অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্ম্মাহত করুন, কিম্বা সেই লম্পট আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য রমণীর সহিত বিহার করুন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ অন্য কেহই নহেন॥ ১৫॥

সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মোরে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥

ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ ২॥

কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ৩॥

এ আদি করিয়া যত শ্লোকার্থগণ।
স্বরূপাদি সঙ্গে তাহা কৈল আস্বাদন॥
এই মতে প্রভু তত্তদ্ভাবাবিষ্ট হইয়া।
প্রলাপ আস্বাদিলা তত্তৎ শ্লোক উচ্চারিয়া॥
পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিক্ষাইল।
সে অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুশিক্ষাষ্টকশ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাঢ়ে দিনে দিনে॥
যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর।
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥

যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে স্বরূপাদি সনে॥
শ্রবণাদি মহিমা আমি কি বলিতে জানি॥
যাহাতে রহয়ে সদা অমৃতের ধুনি॥
শুদ্ধ রাগে আবিষ্টতা মন হয় যার।
সেই সে জানয়ে ইহা নাহি জানে আর॥
শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যত রাগ ভক্তি সার।
রাগানুগা ভক্তজনে এই কার্য্য সার॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে॥
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥
ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগানুগা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগা প্রকৃতি॥
বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥

বিরাজন্তীমভিব্যাপ্তিং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্থতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ১৬ ॥

তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
নিজ ভাবাশ্রয় জনের পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হইয়া ॥
হেন সে গম্ভীর ভাব অকথ্য কথন।
যাহা প্রবেশিতে নারে আমা সবার মন ॥

ব্রজবাসিজনাদিতে এমন কি গো, মৃগ, শুকাদিতেও প্রকাশ্যভাবে যে ভক্তি বিরাজমানা রহিয়াছেন, তাহাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়, সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি তাহাকেই রাগানুগাভক্তি বলে ॥ ১৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদি এবং তদর্থ প্রতিপাদক রসিকভক্ত কৃত লীলাগ্রন্থ সমূহে শ্রীনন্দ যশোদাদি ব্রজবাসিগণের ভাব ও রূপগুণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর, এই শুদ্ধভাব মাধুর্য্য কাহিনী শ্রবণ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ অনুভব হইলে শাস্ত্রযুক্তি নিরপেক্ষ হইয়া ঐ ভাবমাধুর্য্যে যে অভিলাষ, তাহাকেই লোভোৎপত্তির কারণ বলা হয় ॥ ১৭ ॥

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বে ব্রজে যবে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
রাধা শুদ্ধ ভাবে যবে প্রবেশিলা মন ॥
শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি।
তাহা আস্বাদিতে নবদ্বীপে অবতরি ॥
হেন অদ্‌ভূত ভাব ক্ষুদ্রজীব হইয়া।
কহিতে বা কেবা পারে প্রবেশ করিয়া ॥
কবিরাজ গোসাঞি ইহার মরম জানিয়া।
লিখিয়াছেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া ॥
দাসীভাবাক্রান্ত হইয়া ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আনুগত্য ভাবে কৈল তাহা আস্বাদন ॥
অন্ত্যলীলা মধ্যে ইহা লিখিয়া বিস্তার।
দেখহ সেই লীলার করিয়া নির্দ্ধার ॥
সপ্তদশ আর অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে।
বেকত করিলা তাহা করিহ আস্বাদে ॥

সাধকদেহে যথাবস্থিত দেহদ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত নিজভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণ সেবোপযোগী দেহদ্বারা ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বর্গের ভাবলিপ্সু হইয়া তাঁহাদের অনুসরণপূর্ব্বক সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ॥ ১৮ ॥

কূর্ম্মাকৃতি ভাবে প্রভু পড়িয়া আছিলা।
তাহাতেই যেই ভাব আস্বাদন কৈলা ॥
স্বরূপ গোসাঞি আসি করাইলা চেতন।
স্বরূপেরে কহে তবে মনের বেদন ॥
চেতন হইতে হস্ত পদ সব বাহির হৈল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥
উঠিয়া বসিলা প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপেরে পুছে প্রভু আমা আনিলে কতি ॥
বেণুনাদ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন ॥
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জ ঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তার ভূষণ ধ্বনিতে মোর হরিল শ্রবণ ॥
গোপীগণ সঙ্গে করি হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে ॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জলকেলি লীলা।
তাহাতেই যেই ভাব প্রকাশ করিলা ॥
জলকেলি লীলা এই করি দরশন।
নানান কৌতুক দেখে প্রবেশিয়া মন ॥

কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনাতে মহারঙ্গে করে জলকেলি ॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী দেখায় মোরে জলকেলি রঙ্গে ॥
স্বরূপেরে কহে প্রভু আবেশ হইয়া।
আপন মনের কথা প্রকাশ করিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা কৈল আস্বাদনে।
সবে এক বেদ্য তাহা স্বরূপাদিগণে ॥
স্বরূপাদি বিনা তাহা অন্য বেদ্য নয়।
নিশ্চয় করিয়া ইহা গ্রন্থকার কয় ॥
আর এক কথা তাহা মন দিয়া শুন।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া রাজা করহ শ্রবণ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী যবে শ্রীরাধার সাক্ষাতে।
প্রার্থনা করিলা এই তাঁহার অগ্রেতে ॥

কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ ১৯ ॥

হে দেবি! হে সুন্দরি! শ্রীশ্যামসুন্দরের সহিত বিহারান্তে তোমার কুঞ্চিত কেশ-কলাপ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সুন্দর বেণীরূপে সংস্কারের নিমিত্ত সমীপস্থা এই দাসীকে কবে আদেশ করিবে? ॥ ১৯ ॥

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥ ২০ ॥

শ্রীরাধা বিম্বোষ্ঠি কবে তোমার অধরে।
তাম্বূল রচিয়া দিব সুগন্ধি কর্পূরে॥
তোমার মুখে দিব তাহা আনন্দিত হঞা।
ব্রজরাজ নন্দন তাহা খাইবে কাড়িঞা॥
মদীশ্বরী মুখ হইতে লইয়া বীটিকা।
পান করি মহানন্দ পাইব অধিকা॥
তুমি মোরে কৃপা কর প্রসন্ন হইয়া।
দেখিব কবে বা তাহা নয়ন ভরিয়া॥
হে দেবি তুমি যবে বিলাস বিভ্রমে।
কেলি ক্লান্তিযুক্ত হঞা হইবেক শ্রমে॥
বিলাসে আনন্দে তাহা করিব সংস্কার।
কবে সে রচিয়া দিব কুন্তলের ভার॥
এই সব গুহ্য কথা রাজারে কহিল।
শুনিতেই রাজার অতি সন্তোষ হইল॥

হে বিম্বোষ্ঠি! আমি তোমার মুখকমলে তাম্বূল রচনা করিয়া অর্পণ করিব, শ্রীব্রজরাজনন্দন মাধব তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া নিয়া ভক্ষণ করিবে, হে স্বামিনি! তোমাদের এই লীলাবিনোদ দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাকে কবে প্রদান করিবে?॥ ২০ ॥

পুনঃ রামচন্দ্র কহে শুনহ রাজন্।
গুহ্যাতি গুহ্য এই কথা মনোরম ॥
নিত্যসিদ্ধ হইয়া যার এই সব কাজ।
ইহা বুঝ দেখি তুমি নিজ হিয়া মাঝ ॥
শ্রীরাধার যারা সব নিত্য পরিকর।
তা সবার হেন ভাব বড়ই দুষ্কর ॥
মঞ্জরী রূপে যিঁহো সদা করেন সেবন।
সাধকাবস্থায় সদা তাহাই স্ফুরণ ॥
অতএব সিদ্ধ হঞা সাধন করণে।
প্রকারে জানাইলা তাহা নিজ ভক্তজনে ॥
ইথে অনুগত যিঁহো তার হেন রীতি।
হেন সে সাধন কর পাইয়া পীরিতি ॥
তবে শুন দাস গোসাঞির প্রার্থনা বচন।
সাধক দেহেতে সদা সিদ্ধের করণ।
নিজাভীষ্ট দেহে রাধার পাইয়া দর্শন।
শ্রীরাধার পদসেবা করেন প্রার্থন ॥
শুন দেবি তোমার শ্রীচরণের দাসী।
হইতেই মোর ইচ্ছা সদা অভিলাষি ॥
তোমার সঙ্গের সখী তোমার সমান।
হেন সখী ভাবে সদা মোর পরণাম ॥
অতএব তুয়া পদে এই নিবেদন।
কৃপা করি দেহ নিজ পদের সেবন ॥

সদা অভিলাষ মোর চরণের সেবা।
ইহা ছাড়ি মোরে কভু অন্য নাহি দিবা॥

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥ ২১॥

আর কিছু শুন ভাই অপূর্ব্ব কথন।
সুদৃঢ় সুদৃঢ় এই গোস্বামি লিখন॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেখি রাধাসরোবর।
ইহা দেখি যেই ভাব উঠয়ে অন্তর॥
শুনহ দেবি যবে তোমার সরোবর।
হইলেন মোর যবে নয়ন গোচর॥
তবে সে আইলা মোর নয়নের পথে।
সুপদ্ম-নয়নী ধনি দেখিনু সাক্ষাতে॥
সেই হৈতে চিত্তে মোর লালসা জন্মিল।
চরণ কমলে দাসী হৈতে ইচ্ছা হৈল॥

হে দেবি! আমি তোমার চরণকমলের পরমশ্রেষ্ঠ দাস্যসেবা ব্যতীত কোন সময়ের জন্য অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না। অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্যই নমস্কার, নমস্কার, তবে তোমার দাসী ভাবের প্রতি আমার সত্যই অনুরাগ বর্দ্ধিত হউক॥ ২১॥

শ্রীরূপমঞ্জরী মোর নয়নযুগল।
বৃন্দাবনে নেত্রদিপ্তী করিলা সকল॥
সেই হৈতে তোমার শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী।
শ্রীচরণে অলক্তক দিতে ইচ্ছা করি॥
কভু যদি ইহা কর করুণা করিয়া।
সেবন করিয়ে আমি তব আজ্ঞা পাঞা॥
রামচন্দ্র কহে কথা শুনহ রাজন্।
পরম আশ্চর্য্য কথা শুন দিয়া মন॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ করিবারে সেবা।
মনের লালসা তোমার হঞাছে যদি বা॥
রাগের সহিত যদি চরণসেবন।
হইতে পারি যদি দুঁহার কৃপার ভাজন॥
জন্মে জন্মে যদি বাস শ্রীব্রজমণ্ডলে।
প্রচুর পরিচর্য্যা সেই পরম নির্ম্মলে॥
তবে ত স্বরূপ রূপগোসাঞি সনাতন॥
গণের সহিত গোপালভট্টের চরণ॥
ইহা সবার পদে নিষ্ঠা যার চিত্ত হয়।
তবে সেই জন দুঁহার চরণ সেবয়॥

যদা তব সরোবরং সরসভৃঙ্গসংঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারিসম্পূরিতম্।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে রসে॥ ২২॥

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমল লাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ ॥ ২৩ ॥
যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতি জনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥২৪॥

হে বিকসিত কমলাক্ষি! যে সময় হইতে সুমধুর জলে পরিপূর্ণ, প্রস্ফুটিত কমল সমূহের দ্বারা সমুজ্জ্বল, মধুপানে উন্মত্ত ভ্রমর সমূহে ঝংকৃত, তোমার সরোবর আমার নয়নযুগলের সাক্ষাৎকার হইল, সেই দিন হইতে তোমারই দাস্যরসে আমার প্রবল লালসা উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২২ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! যে সময় হইতে এই বৃন্দাবনে কোন অনির্ব্বচনীয়া রূপমঞ্জরী তোমার পরিচর্য্যারূপা শিক্ষার জন্য আমার প্রতি নেত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তোমার চরণযুগলের যাবক দর্শনের নিমিত্ত আমার বলবতী বাসনা হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

হে মনঃ! শ্রবণ কর, তুমি যদি জন্ম জন্ম অনুরাগভরে ব্রজভূমিতে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং অতি সত্বর ব্রজনব যুগলের সেবা করিতে ইচ্ছা কর, তবে তুমি শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভক্তিভরে নিত্য স্মরণ ও প্রণাম কর ॥ ২৪ ॥

স্মর যুদ্ধে বিবশ শ্রীরাধা গিরিভৃতে।
সেবন করিয়ে যদি রূপের সহিতে ॥
তবে সে পাইয়ে ব্রজে সাক্ষাত সেবন।
তদাশ্রিত জনে মাত্র মিলে এই ধন ॥
রাধাকৃষ্ণ পূজা নাম সদাই গ্রহণ।
দুঁহাকার ধ্যান আর নাম সংকীর্ত্তন ॥
বহু পরণাম সদা মনের আনন্দে।
অবিরত এই সেবা করহ স্বচ্ছন্দে ॥
এই পঞ্চামৃত পান সুনিয়ম করি।
আনন্দে সেবহ সদা গোবর্দ্ধন গিরি ॥
যূথের সহিতে শ্রীরূপানুগা হইয়া।
সেবন করহ দুঁহার মন মজাইয়া ॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ রাধাগিরিভৃতো-
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যান-শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥২৫॥

হে মনঃ! তুমি শ্রীরূপমঞ্জরীর সহিত স্মরকেলি বিবশ শ্রীরাধা-গিরিধারীর সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভের নিমিত্ত পরিপাটী সহকারে প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কাররূপ পঞ্চামৃত পান বা সেবা দ্বারা গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে ভজনা কর ॥ ২৫ ॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী আর শ্রীগুণ মঞ্জরী।
উপমা দিবার নাহি সমান মাধুরী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীগুণমঞ্জরীর প্রতি।
প্রার্থনা করিলা তারে পাইয়া পীরিতি॥
উদয় হইল যবে মধুর উৎসব।
বহু ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণে বেড়িলেন সব॥
হাস্য পরিহাস্য কত লাবণ্য মাধুরী।
নানান কৌতুক লীলায় আপনা পাশরি॥
হাস্যরসে উজ্জ্বল শ্রীরাধা সুধামুখী।
শ্রীকৃষ্ণে প্রেরণ করে হইয়া বড় সুখী॥
নেত্রের অঞ্চলে তারে প্রেরণ করিয়া।
দেখহ যে গুণমঞ্জরী আছে লুকাইয়া॥
ইহার বদন যাই করহ চুম্বন।
কৌতুক দেখিব কবে ভরিয়া নয়ন॥

উদঞ্চতি মধুৎসবে সহচরীকুলেনাকুলে
কদা ত্বমবলোক্যসে ব্রজপুরন্দরস্যাত্মজ।
স্মিতোজ্জ্বলমদীশ্বরী চলদৃগঞ্চলপ্রেরণা-
ন্নিলীনগুণমঞ্জরীবদনমত্র চুম্বন্ময়া॥ ২৬॥

হে ব্রজরাজনন্দন! সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমাদের বসন্তকালীন রাসমহোৎসব আরম্ভ হইলে স্মিতমুখী শ্রীরাধিকার চঞ্চল কটাক্ষের দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিভৃত নিকুঞ্জে অব-

এই ভাব দৃঢ় করি শ্রীদাস গোসাঞি।
নিজ গ্রন্থ মাঝে তাহা লিখিলা তথাই॥
শ্রীবিশাখানন্দস্তবে লিখিলেন শেষে।
তার মধ্যে এই বাক্য পরম নির্য্যাসে॥

শ্রীমদ্রূপপাদাম্ভোজধূলীমাত্রৈকসেবিনা।
কেনচিদ্‌গ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ॥২৭॥

শ্রীমদ্রূপের পাদ ধূলির সেবন।
কোন জন এই পদ্য করিলা গ্রন্থন॥
এই পদ্যমালা গাঁথি আনন্দিত মন।
মনোহর মাল্যগন্ধ পাবে কোন জন॥
শ্রীরূপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়।
সেই গন্ধ পাইতে আর নাহিক উপায়॥
অতএব গোসাঞি ইহা মনেতে জানিয়া।
মনের আনন্দে লিখেন বেকত করিয়া॥

স্থিত শ্রীগুণমঞ্জরীর বদন চুম্বন করিতেছ, তোমাকে এইরূপ আমি কবে দর্শন করিব ?॥ ২৬॥

শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীচরণকমলের একমাত্র ধূলী সেবক কোন এক ব্যক্তি এই পদ্য সমূহের দ্বারা একটি মাল্য রচনা করিয়াছে, শ্রীরূপের চরণাশ্রয়ী ব্যক্তিগণই এই মাল্য আঘ্রাণের অধিকারী, অন্য নহে॥ ২৭॥

শ্রীরূপ সনাতন আজ্ঞা লইয়া শিরে।
বসতি করিলা যিঁহো রাধাকুণ্ড তীরে॥

রাধাকুণ্ডতটে বসন্নিয়মতঃ সভ্রাতুরূপাজ্ঞয়া। ইত্যাদি।২৮॥

নিয়ম করিয়া গোসাঞি তথা বাস কৈল।
নিরবধি এই তার নিয়ম হইল॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবরশচীগর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয় প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥ ২৯।

শ্রীগুরু আর মন্ত্র আর কৃষ্ণনাম।
অতি রসময় তনু চৈতন্য গুণধাম॥

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ-গোস্বামীর আজ্ঞানুসারে নিয়মপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ড তটে নিবাস করিতেছেন॥ ২৮॥

শ্রীগুরু পাদপদ্মে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীভগবন্নামে মহাপ্রভু শ্রীশ্রী-শচীনন্দন চরণকমলে, শ্রীস্বরূপে, শ্রীরূপে ও সপরিকর শ্রীসনাতন গোস্বামির চরণে, শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমধু-পুরীতে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীব্রজমণ্ডলে, শ্রীভক্তগণে এবং শ্রীব্রজবাসি-বৃন্দে আমার পরমা রতি হউক॥ ২৯॥

স্বরূপ গোসাঞি আর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গণের সহিত আর তার বড় ভাই ॥
শ্রীগিরীন্দ্র আর গান্ধর্ব্বী সরোবর।
শ্রীমথুরা মণ্ডল আর বৃন্দাবন স্থল ॥
শ্রীব্রজমণ্ডল আর ব্রজভক্ত জনে।
পরমাস্থা রতি মোর এই সব স্থানে ॥
এই সব কথা রাখ চিত্তের ভিতরে।
ইহাতে রহিত যেই সেই মতান্তরে ॥
পরকীয়া লীলা এই অতি গাঢ়তর।
ভাগ্যহীন জনের ইহা না হয় গোচর ॥
এই ভাব প্রাপ্তি লাগি যদি লোভ থাকে।
নিয়ম করিয়া সেব আপন প্রভুকে ॥
শ্রীকবিরাজ গোসাঞি মরম জানিয়া।
লিখিলেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া ॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের নির্যাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নহে বাস।
পরকীয়া লীলা এই রূপের সম্মত।
নিশ্চয় করিয়া ভাই কহিলাম তত্ত্ব ॥
মহাপ্রভু যেবা লীলা কৈল আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ ॥
পরকীয়া রসে প্রভুর সদা অভিলাষ।
সামান্য শ্লোকেতে কেন মনের উল্লাস ॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৩০॥

নৃত্য মধ্যে এই শ্লোক পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহো না বুঝে ইহার ॥
দৈবে নীলাচলে আইলা শ্রীরূপ গোসাঞি।
শ্লোক শুনি অভিপ্রায় করিলা তথাই ॥
শ্রীরূপ জানিল প্রভুর ভাব গাঢ়তর।
শ্লোক লিখিলেন প্রভুর জানিয়া অন্তর ॥
শুন পূর্ব্বে দেখ দুঁহে কৌমারের কালে।
বেতসীর বনে লীলা কৈল কুতুহলে ॥
দৈব সংযোগে দুঁহার বিবাহ হইল।
বিবাহ হইতে সেই সুখ না জন্মিল ॥

কোন নায়িকা নিজ সখীকে বলিলেন—হে সখি! যিনি আমার কৌমার হরণকারী, তিনিই আমার বর অর্থাৎ আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সেই এই পূর্ব্বানুভূত চৈত্রমাসের রাত্রিকাল, পূর্ব্ববৎ সেই মালতী পুষ্পের মনোন্মাদনকারী সৌরভ এবং সেই কদম্ববন হইতে প্রবাহিত প্রৌঢ় পবন এবং আমিও সেই, তথাপি আমার চিত্তে সুরত লীলা বিষয়ে নর্ম্মদানদীতীরস্থ বেতসী তরুতলে প্রিয়তমকে পাইবার উৎকণ্ঠা জাগিতেছে ॥ ৩০ ॥

বিবাহ হইলে পুনঃ দুঁহার হইল মিলন।
পূর্ব্ববৎ সুখ তাতে নহে আস্বাদন॥
পূর্ব্বে পরকীয়া দুঁহার ভাব বিশেষে।
অতএব শ্লোকে প্রভুর হয়ে ত আবেশে॥
মহাপ্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে।
শ্রীরূপ গোস্বামী জানি কৈলা প্রকাশনে॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে
মনোমে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ৩১॥

সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে তোমা লৈয়া যে সুখ আস্বাদন।
সে সুখ মাধুর্য্যের ইহা নাহি এক কণ॥

সূর্য্য গ্রহণোপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধা নিজ সখী ললিতাকে বলিলেন—হে সহচরি! সেই এই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, এই কুরুক্ষেত্রে আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, আমি ত সেই রাধা, সেই এই আমাদের মিলনানন্দ, তথাপি আমার মনঃ যাহাতে মধুর মুরলী পঞ্চমস্বরে গান করে, সেই কালিন্দীপুলিনস্থিত বিপিনের অর্থাৎ কুঞ্জ গেহের প্রতি স্পৃহা বর্দ্ধিত হইতেছে॥ ৩১॥

সেই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
অচিরে মিলন হেতু বাঞ্ছা অনুক্ষণ ॥
বৃন্দাবন বিনা নহে পরকীয়া ভাব।
অন্যত্র সঙ্গ হৈলে নহে সেই সুখ লাভ ॥
অতএব এই ভাবের ব্রজেই বসতি।
বৃন্দাবন ধামে কৃষ্ণের অত্যন্ত পীরিতি ॥
এতেক বচন যদি রামচন্দ্র কহিল।
শুনিয়া রাজার চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥
রামচন্দ্রে কহে রাজা বিনয় করিয়া।
ধামশ্রেষ্ঠ হয় কিবা কহ বিবরিয়া ॥
অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন ধাম।
কোন ধামে কৃষ্ণ সদা করেন বিশ্রাম ॥
এই সব কথা মোরে কহ মহাশয়।
রামচন্দ্র কহে তবে হইয়া সদয় ॥

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ত্রিগুণোচ্চয়ে।
তৎকলা কোটিকোট্যংশা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৩২ ॥

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতরি সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥

অনন্ত কোটি ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সমূহে শ্রীগোবিন্দের অনন্ত অবতার এবং কোটি কোটি অংশ কলাদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ যার অনন্তাবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিৎ আনন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব পরিপূর্ণ॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ৩৩॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষয়ে সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥
এই শুদ্ধ ভাবে যেই করয়ে ভজন।
অনায়াসে মিলে তারে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥ ৩৪॥
অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
গোবিন্দদেহতোঽভিন্নং পূর্ণং ব্রহ্মসুখাশ্রয়ম্॥ ৩৫॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অনাদির আদি, সেই শ্রীগোবিন্দ সকল কারণের পরম কারণ স্বরূপ।৩৩॥

যিনি অখিল রসামৃত মূর্ত্তি, যাঁহার প্রসরণশীল অঙ্গকান্তিদ্বারা তারকা ও পালি বশীভূত হইয়াছে, যিনি শ্যামসুন্দর, সেই শ্রী রাধাপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন॥ ৩৪॥

যদ্ব্রহ্ম পরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ম্।
তদ্দেবি মাথুরং মধ্যে বৃন্দারণ্যং বিশেষতঃ ॥ ৩৬ ॥
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং রম্যং মধ্যে বৃন্দাবনং স্থিতম্।
পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ম্।
বৈকুণ্ঠাদি তদেবাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্ম শব্দে কহি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় যিঁহো গোলোক নিত্যধাম ॥
নিত্য আনন্দ আর অক্ষয় অব্যয়।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ যার পার্ষদ গণোচ্চয় ॥
স্বয়ং কৃষ্ণ স্বয়ং ধাম ইথে অন্য নয়।
বৃন্দাবন স্বয়ং ভুবি ইথে কি সংশয় ॥

শ্রীবৃন্দাবন নামে শ্রীগোবিন্দের যে স্থান, তাহা অক্ষর, অব্যয় নিত্যানন্দময় নিত্য এবং শ্রীগোবিন্দের দেহ হইতে ভিন্ন নহে, পূর্ণ ও চিৎব্রহ্মসুখের আশ্রয় স্বরূপ ॥ ৩৫ ॥

হে দেবি! পরমৈশ্বর্য্যময় যে ব্রহ্ম তিনি শ্রীবৃন্দাবনকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা বিরাজ করেন, বিশেষত মথুরামণ্ডল মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন অবস্থিত ॥ ৩৬ ॥

এই পৃথিবীতে গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তম মথুরা-মণ্ডলের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন অবস্থিত, ইহা নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্য আনন্দময় ও অব্যয়, বৈকুণ্ঠাদি ধাম সকল ইহার অংশ, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন ধাম স্বয়ং রূপ অংশী ॥ ৩৭ ॥

বৈকুণ্ঠাদি ধাম যার হয়েন সে অংশ।
স্বয়ং বৃন্দাবন ভুবি সর্ব্ব অবতংশ ॥
গোলোক শব্দেতে কহি গোকুল নগরী।
গোকুলের আখ্যা গোলোক কহিল বিবরি ॥
অন্য গোলোক গোকুলের হয়েন বৈভব।
তাহার প্রমাণ কহি শুন সেই সব ॥

যত্তু গোলোক নাম স্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবমিতি ॥ ৩৮॥

রাজা কহে ষড়ৈশ্বর্য্য কাহারে বলয়ে।
তবে রামচন্দ্র তার প্রমাণ কহয়ে ॥

বিবিধাদ্ভুত মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যৈশ্বর্য্যবীর্য্যকম্।
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতৎ ষড়ৈশ্বর্য্যমুদীরিতম্ ॥ ৩৯ ॥

নানা আশ্চর্য্য মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য যাহার।
বীর্য্যৈশ্বর্য্য ঔদার্য্য ধৈর্য্য নাহি তার পার ॥
সমগ্র ঐশ্বর্য্য আর বীর্য্য সমগ্র হয়।
যশঃ শ্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্য সমগ্র নিশ্চয় ॥

শ্রীগোলোক নামে শ্রীকৃষ্ণের যে ধাম তাহা এই শ্রীগোকুলেরই বৈভব বিশেষ অর্থাৎ যাহা শ্রীগোকুলের অপ্রকট প্রকাশ তাহাই গোলোক নামে অভিহিত ॥ ৩৮ ॥

নানা প্রকার অত্যাশ্চর্য্যময় মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, ঔদার্য্য এবং ধৈর্য্য এই সকলকে ষড়ৈশ্বর্য্য বলা হয় ॥ ৩৯ ॥

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা। ৪০॥

পুনঃ রাজা কহেন শ্রীরামচন্দ্র প্রতি।
এই সব কথা কহ পাইয়া পীরিতি॥
গঙ্গা যমুনার এই মহিমা শুনিতে।
গুণাধিক্য কেবা তাতে কহ ত নিশ্চিতে॥
কৃষ্ণ সর্ব্বারাধ্য হয় এবে যে শুনিল।
শ্রীরাধিকার মহিমা শুনিতে ইচ্ছা হইল॥
কৃষ্ণের স্বকীয়া লীলা আর পরকীয়া।
এই সব কথা কহ বিস্তার করিয়া॥
এত শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা তাতে করিয়া বিস্তারে॥
শুনহ রাজন্ তুমি বড় প্রশ্ন কৈলে।
পরম পবিত্র এই কথা নিরমলে॥
গঙ্গার মহিমা যত শাস্ত্রে আছে খ্যাতি॥
তাহা হৈতে যমুনার কোটি গুণ খ্যাতি॥
শাস্ত্র পরসিদ্ধ ইহা কিছু অন্য নয়।
পুরাণ বচনে ইহা আছয়ে নিশ্চয়॥

সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি ভগ নামে অভিহিত, এই ছয়টি যাঁহাতে পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান তিনিই ভগবান্॥ ৪০॥

যে যমুনার উভয় তটে মনোরম।
শুদ্ধ স্বর্ণ বদ্ধ যাতে মাণিক্য রতন॥
হেন সেই যমুনার পরশ মাত্রেকে।
কোটি গঙ্গা সম গুণ কহিল তোমাকে॥
যমুনার মহিমা ভাই কি কহিব আর।
যাতে নিত্য লীলা করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥

তত্রোভয়তটী রম্যং শুদ্ধকাঞ্চননির্ম্মিতম্।
গঙ্গাকোটিগুণপ্রোক্তং যস্য স্পর্শবরাটকঃ॥ ৪১॥

এবে ত কহিয়ে শুন শ্রীরাধার মহিমা।
আপনেই কৃষ্ণ যার নাহি পায় সীমা॥
শ্রীরাধা হয়েন গুণ রতনের খনি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥
শ্রীরাধার গুণসিন্ধু কৃষ্ণ না পায় পার।
তার গুণ কি কহিব মুঞি নির্ব্বুদ্ধি ছার॥
অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবীগণ।
সবার হয়েন ইহো শিরের ভূষণ?
কৃষ্ণ কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ নাম এক মহিষীগণ আর॥

যাঁহার উভয়তট শুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী সাতিশয় রমণীয়, সেই শ্রীযমুনার স্পর্শ মাত্রই কোটি গঙ্গা স্নানের সমান মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে॥ ৪১॥

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৪২ ॥

ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতারি কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশ রূপ।
মহিষীগণ তাঁর বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তার রসের কারণ ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥
দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণক্রীড়া পূজা বসতি নগরী ॥
কিম্বা রসময় প্রেম কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ ॥

পরম সৌন্দর্য্যময়ী শ্রীরাধিকাকে শাস্ত্রে পরদেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী, সর্ব্বসৌন্দর্য্য পরিপূর্ণা, শ্রীগোবিন্দ মোহিনী ও পরাশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিতা ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ৪৩॥

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণ পূর্ব্বে করেছি আখ্যানে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণ যাহা হৈতে বিদ্যমানে॥
কিম্বা কান্তাশব্দে কৃষ্ণের সর্ব্ব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ নিরূপণ॥
জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
কৃষ্ণ যেন আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব প্রকৃতি আদি রাধা শাস্ত্র পরমাণ॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজদেবীগণ বলিলেন—হে সখীগণ! এই গোপিকা নিশ্চিতরূপে শ্রীগোবিন্দের আরাধিকা, কারণ ইঁহারই আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া শ্রীশ্যামসুন্দর আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে একান্তে বিহার করিতেছেন॥ ৪৩॥

হেন কৃষ্ণ প্রিয়া রাধা গুণের অবধি।
যার গুণ কৃষ্ণ চিত্তে স্ফুরে নিরবধি ॥
দুর্গাদি ত্রিগুণ যার কলা কোটি অংশ।
শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা রাধা সর্ব্ব অবতংস ॥

তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্বাদ্যা রাধিকা তস্য বল্লভা।
তৎকলা কোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যা স্ত্রিগুণাত্মিকাঃ ॥৪৪॥

সর্ব্ব শিরোমণি ভাব মহাভাব হয়।
আর যত ভাব সেই ভাবের আশ্রয় ॥
হেন মহাভাব যার শরীরে নিবাস।
অন্য ধামে সেই ভাবের কভু নহে বাস ॥
মহা ভাবে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় মন।
সদা কৃষ্ণ যার চিত্তে হয়ে ত স্ফুরণ ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব গুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি ॥

শ্রীরাধিকা আদ্যা প্রকৃতি, তিনি শ্রীগোবিন্দের পরম প্রিয়া ও তাঁহার বল্লভা, ত্রিগুণাত্মিকা দুর্গাদি যে কোটি কোটি শক্তি রহিয়াছে, তাঁহারা শ্রীরাধিকার কেহ কলা কেহ বা অংশ, তিনিই অংশিনী বলিয়া কথিত ॥ ৪৪ ॥

স্বকীয়াতে মহাভাব কভু নহে গতি।
পরকীয়া ভাবে যার সদাই বসতি॥
সেই পরকীয়া ভাবের বৃন্দাবনে বাস।
নিরন্তর উঠে যাতে রসের উল্লাস॥
মহাভাব স্বরূপ এই শ্রীদাস গোসাঞি।
প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্যে লিখিলা তথাই॥

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধ বরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাম্॥ ৪৫॥

এ আদি করিয়া গোসাঞি যত যত শ্লোকে।
লিখিলেন সেই ভাব করিয়া প্রত্যেকে॥
হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরাকাষ্ঠা এই হয় মহাভাব॥

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ৪৬॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥

মহাভাবস্বরূপ উজ্জ্বল চিন্তামণি দ্বারা যাঁহার শ্রীবিগ্রহ নিরতিশয় শোভিত এবং ললিতাদি সখীগণের প্রণয় সদ্গন্ধরূপ পরমশ্রেষ্ঠ উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ কুঙ্কুমাদি দ্বারা সাতিশয় প্রভাযুক্তা, সেই শ্রীরাধিকার জয় হউক॥ ৪৫॥

এই শ্রীরাধিকা মহাভাবস্বরূপা এবং সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা॥ ৪৬॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।৪৭॥

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাহে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্ট শাটী পরিধান॥
কৃষ্ণানুরাগে দ্বিতীয় রক্তিম বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥

আনন্দ চিন্ময় রস অর্থাৎ হ্লাদিনী ও সম্বিৎসার রূপ আস্বাদনাবস্থা প্রাপ্ত যে প্রেম তাহাতে নিজ ব্রজগোপী প্রেয়সীবর্গ-কে প্রতিভাবিত অর্থাৎ প্রথমে প্রেয়সীবর্গের প্রেমে বিভাবিত হন, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে তাঁহারা প্রতিভাবিত হন, সেই প্রেয়সী-বর্গের সহিত নিখিল জগদাদির পরম প্রেমাস্পদ যিনি গোলোকে নিবাস করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি॥ ৪৭॥

সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরা অধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পটবাস॥
রাগ তাম্বূল রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব ঈর্ষ্যাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষা রাধা অঙ্গ ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণ শ্রেণী পুষ্প মালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌন্দর্য্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্নহার হৃদয় তরল॥
মধ্যবয়ঃ স্থিতি সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণ লীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্বপর্য্যঙ্ক।
তাহে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥

যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁহার সৌন্দর্য্য গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবেক জীব কোন ছার॥

সৌভাগ্য বর্গমতনোৎ মৌলিভূষণমঞ্জরী।
আবৈকুণ্ঠমজাণ্ডানি চকাসমাস তদ্যশাঃ॥ ৪৮॥
আনন্দৈক সুধাসিন্ধু চাতুর্য্যৈক সুধাপুরী।
মাধুর্য্যৈক সুধাবল্লী গুণরত্নৈকপেটিকা॥ ৪৯॥

আনন্দ সুধাসিন্ধু এক বিধি সিরজিল।
চাতুর্য্যের পুরি করি রাধা নিরমিল॥
কিবা বিধি সিরজিল এক মাধুর্য্যের লতা।
গুণ রত্ন পেটিকা এক নিরমিল ধাতা॥

যিনি সৌভাগ্যের গর্ব্ব শিরোভূষণ মঞ্জরীর বিস্তারকারিণী, যাঁহার যশোরাশি বৈকুণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রকাশ পাইতেছে, যিনি একমাত্র আনন্দামৃতের সিন্ধু, চাতুর্য্য সুধার একমাত্র পুরী, মাধুর্য্যামৃতের একমাত্র লতিকা এবং সদ্‌গুণরত্নের একমাত্র পেটিকা, বিধাতা শ্রীরাধাকে এই প্রকারে সৃজন করিয়াছেন॥ ৪৮-৪৯॥

রাধা পাদপদ্ম রেণু যার অনারাধ্য ।
সুমাধুর্য্য রস তারে কভু নহে বেদ্য ॥
শ্রীরাধার পাদাঙ্কিত ভূমি বৃন্দাবন ।
ইথে অনাশ্রিত জনে প্রাপ্তি নহে ধন ॥
রাধাভাবে গম্ভীর চিত্ত যেবা সাধু জনে ।
তাহাকে সম্ভাষ না করে যেই জনে ॥
সেই জনে কভু নহে শ্যামসিন্ধু অবগাহ ।
নিশ্চয় কহিল ইহা নাহিক সন্দেহ ॥

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজ রেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্ ।
অসংভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর ।
স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর ॥
আগম নিগম যেই রাধার গুণগণ ।
নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন ॥

পরম করুণাময়ী শ্রীরাধিকার চরণরেণুর আরাধনা না করিয়া, তাঁহার পদাঙ্কিত শ্রীবৃন্দাটবীকে আশ্রয় না করিয়া এবং শ্রীরাধাচরণ কৈঙ্কর্য্যাবিষ্ট চিত্ত ভক্তগণের সহিত সম্ভাষণ না করিয়া কখন শৃঙ্গাররস সমুদ্রে অবগাহন করা যায় না ॥৫০॥

হেন রাধা পাদপদ্মে করি অনাদর।
গোবিন্দ ভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর ॥
হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে রতি।
সে বড় কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতি ॥
তাহার নিকটে বাস কভু যেন নয়।
সেই সে পতিত স্থান জানিহ নিশ্চয় ॥
সেই স্থানে নহে যেন আমার বসতি।
ক্ষণমাত্র নহে যেন সেই স্থানে মতি ॥

অনাদৃত্যোদ্‌গীতামপি মুনিগণৈ র্ব্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎ প্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে এই রাধানাম কীর্ত্তি।
সাধু জন চিত্তে তাহা সদা আছে স্ফূর্ত্তি ॥

বীণাবাদনকারী নারদাদি মুনিগণ বেদে যাঁহাকে গান করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বিকা কৃষ্ণপ্রিয়ামুখ্যা শ্রীরাধিকাকে দাম্ভিকতাবশতঃ অনাদর করত যে কপটী ব্যক্তি কেবল শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করে, সেই অপবিত্র ব্যক্তির নিকটে আমি ক্ষণকালের জন্য যাইব না, ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ৫১ ॥

রাধাজনে সিক্ত চিত্ত অবশ্য করিয়া।
রাধা সহ কৃষ্ণ ভজে দৃঢ় চিত্ত হইয়া॥
তাহাকে প্রণাম করি প্রেমের সহিতে।
নিরন্তর এই বাঞ্ছা মোর অবিরতে॥
তার পাদপদ্ম দুটী প্রক্ষালন করি।
ভক্ষণ করিয়ে পুনঃ ধরি শিরোপরি॥
প্রতিদিন এই নিত্য নিয়ম আমার।
করুণা করেন যেন রাধা পরিবার॥

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া
হনয়াসাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্॥ ৫২॥

এই সব নির্দ্ধার করি শ্রীদাসগোসাঞি।
নিয়ম করি কুণ্ডতীরে বসিলা তথাই॥
সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ।
দিবানিশি কৃষ্ণ কথা সদা অবিরত॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার "রাধা" এই স্ফূর্ত্তিযুক্ত নাম শ্রবণে নিখিল মনুষ্য প্রেমরসে অভিষিক্ত হয়, যিনি এই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমভরে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার চরণকমল দ্বয়কে আদর পূর্ব্বক প্রক্ষালন করিয়া সেই জল সানন্দে বারম্বার পান করত প্রত্যহ মস্তকে বহন করিব, ইহাই আমার নিয়ম॥৫২॥

হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপালচম্পূ নাম।
সবে মেলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম॥
আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ উল্লাস।
অত্যাস্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ॥
বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয় বলিয়া।
ভিতরের অর্থ মাত্র কেবল পরকীয়া॥
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া।
বহির্লৌক ব্যাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥
গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝায় যেন পরকীয়া।
আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া॥
পরকীয়া লীলা এই স্থান বৃন্দাবন।
ইহা ছাড়ি অন্য ধামে নহে আগমন॥

নচান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু সনাথোঽপি সুজনা-
দ্রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্ গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্॥ ৫৩॥

ব্রজমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোন স্থানে শ্রীভগবানের মূর্ত্তিযুক্ত হইলেও এবং ভক্তজন দ্বারা প্রেমভরে রসাস্বাদন করিয়া তাহাতে প্রীতি ধারণ করিলেও তথায় ক্ষণকালের জন্যও বাস করিব না, কিন্তু এই ব্রজ ভূমিতে গ্রাম্যজনের সহিত গ্রাম্য কথা করিতে করিতে জন্মে জন্মে এই ব্রজেই বাস করিব॥ ৫৩॥

এই বৃন্দাবন মোর সাধন ভজন।
এই স্থানে দেহত্যাগ আমার নিয়ম ॥
ব্রজোদ্ভব ক্ষীর যেবা আমার ভক্ষণ।
ব্রজবৃক্ষপত্র এই আমার বসন।
ইহাতেই নির্ব্বাহ মোর দম্ভ দূর করি।
শ্রীকুণ্ডে রহিয়ে কিবা গোবর্দ্ধন গিরি ॥
রাধা প্রেম সরোবরের নিকটে নিশ্চয়।
এই স্থানে মরি যেন হেন বাঞ্ছা হয় ॥
শ্রীজীব রহেন যেন আমার অগ্রেতে।
শ্রীকৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথে ॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশন বসন পত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং স নিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাদি আমার ভোজন ও ব্রজোৎপন্ন পত্রাদি আমার বসন এবং সর্ব্বপ্রকার দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া ব্রজোৎপন্ন পদার্থে ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে ও কখনও গিরিরাজ তটে নিবাস করিব, কিন্তু মৃত্যুর সময়ে প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব, ইহাই আমার নিয়ম ॥ ৫৪ ॥

দেহত্যাগ করিব আমি ইহা সবার আগে।
হেন দশা কবে মোর হইবে মহাভাগে॥
চম্পূ গ্রন্থ মর্ম্ম জানি গোসাঞি কবিরাজ।
নিত্যলীলা স্থাপন লিখিলা গ্রন্থ মাঝ॥
শ্রীগোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাতে ব্রজরসপূর॥
রসপূর শব্দে কহি নিত্য পরকীয়া।
হৃদয়ে ধরহ তুমি যতন করিয়া॥
এই রস লীলা নিত্য নিত্য করি জানে।
সেই জন পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
যেই লীলা সেই নিত্য ইথে নাহি আন।
প্রকটাপ্রকটে মাত্র লীলার বিধান॥
স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণলীলা করে অবিরতে।
লীলা প্রকাশিলা তাতে নিত্য লীলা ইথে॥

প্রকটাপ্রকটে নিত্যং তথৈব বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্॥ ৫৫॥

শ্রীগোবিন্দের প্রকট ও অপ্রকট লীলায় বনে ও গোষ্ঠে নিজ বয়স্যগণের সহিত গোচারণাদি লীলা নিত্যই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু নিত্যলীলায় অর্থাৎ অপ্রকট প্রকাশে শ্রীগোবিন্দের অসুর-মারণাদি লীলা অনুষ্ঠিত হয় না॥ ৫৫॥

গোচারণ বয়স্যাদি সঙ্গে লীলাগণ !
নিত্যলীলায় মাত্র নাহি অসুর মারণ ॥
নিত্যলীলায় লীলায় এই ভেদ মাত্র ।
কহিলাম তোমারে ইহা পরম পবিত্র ॥
নিত্যলীলাদি রস সব কহিল কারণ ।
যাহা নিত্য স্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ ॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত আছে শুনহ রাজন্ ।
তাহার প্রমাণ কহি শাস্ত্রের বচন ॥
ধামান্তর হৈতে যবে কৃষ্ণ বৃন্দাবন আইলা ।
নিত্য পরিকর সঙ্গে সদা বিহরিলা ॥
দ্রোণ ধরা আদি করি বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া ।
বিহার করেন সদা আনন্দিত হৈয়া ॥
দ্রোণ ধরা আদি করি নন্দাদির অংশে ।
প্রকট হইলা আসি ব্রজ অবতংসে ॥
প্রেষ্ঠ হইতে প্রেষ্ঠ এই বন্ধুগণ লইয়া ।
নিত্যলীলা বিরাজমান ব্রজেতে রহিলা ॥
এই নিত্যলীলা তোমায় কহিলাম সার ।
অনন্ত কহিতে নারে তাহার বিস্তার ॥
মুঞি ছার হীন নহে লীলার গোচর ।
কি কহিব সেই লীলা সর্ব্ব পরাৎপর ॥

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্ ।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রহিনোদিতি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৬ ॥

প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥ ৫৭ ॥

এই সব সাধনাঙ্গ কহিলাম সার।
সম্যক্ কহিতে তার কে পাইবে পার ॥
নিত্য লীলা আদি করি নানা পরকার।
কৃষ্ণ তত্ত্ব রাধা তত্ত্ব লীলা তত্ত্ব আর ॥
আশ্রয়ালম্বন উদ্দীপন আদি করি।
রতিভেদ তাহাতে সমর্থা সর্ব্বোপরি ॥
রামানন্দরায় স ঙ্গ যতেক সিদ্ধান্ত।
রাজায় শুনাইলা তার বিস্তার একান্ত ॥
শ্রীসনাতনে যত সিদ্ধান্ত কহিল।
ক্রমে ক্রমে সব তাহা রাজারে বলিল ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণকে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে অবস্থান করাইলে, অংশী নন্দাদির অংশভূত দ্রোণ ধরাদি ও বৈকুণ্ঠ পরিকর সকল যাঁহারা মথুরামণ্ডলে অবতরণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দনের অতিশয় প্রিয়তম নিত্য পরিকর ব্রজবাসীগণ, তাঁহারা শ্রীগোবিন্দের সহিত এই শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে সর্ব্বদা নিত্যই বিহার করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

তবে রাজা রামচন্দ্রে প্রণাম করিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনতি করিয়া॥
শিক্ষা পাই মহারাজের মনের আনন্দ।
কহিতে লাগিলা কিছু করি মন্দ মন্দ॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস।
শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস॥

ইতি—শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীবীরহাম্বীর মহারাজের প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিক্ষা নাম চতুর্থ নির্য্যাস সম্পূর্ণ॥ ৪॥

পঞ্চম নির্য্যাস

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
তবে রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পদ ধরি।
কহিতে লাগিলা কিছু বচন মাধুরী॥
পূর্ব্বে যে যে প্রভু তোমায় কহিলা বচনে।
তাহা শুনিয়াছি আমি আপন শ্রবণে॥

কি হেতু তোমাদের প্রতি গোস্বামিলিখন।
কৃতার্থ করাহ তাহা করাইয়া শ্রবণ॥
তবে রামচন্দ্র কহে শুনহ কারণ॥
যেহেতু মোদের প্রতি শ্রীজীব লিখন॥
পূর্ব্বে শ্রীজীব গোস্বামী মোর প্রভু স্থানে।
পাঠাইলা গোপালচম্পূ করিয়া যতনে॥
গ্রন্থ দেখি প্রভু মোর আনন্দ হৃদয়।
কিবা গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি অতি রসময়॥
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা গ্রন্থেতে লিখিল।
তাহা দেখি প্রভু মোর সুখ বড় পাইল॥
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না জানিয়া।
বহিঃশ্লোক ব্যাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥
ভিতরের অর্থে কেহো নারে প্রবেশিতে।
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা লিখিলা নিতান্তে॥
রস গ্রন্থ প্রকাশিলা অমৃতের সার।
কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ইহা কহে বারবার॥
কেহো যেন কোথায় মহা রতন পাইয়া।
সম্পুটে রাখয়ে তাহা গোপন করিয়া॥
ভিতরের বস্তু কেহো দেখিতে না পায়।
সম্পুটে দেখয়ে বস্তু সনে কিবা দায়॥
বস্তু যেবা রাখিয়াছে সেই জন জানে।
অন্য লোকে হয় মাত্র সম্পুট গিয়ানে॥

এই মত সিদ্ধান্ত গোসাঞির বড়ই গম্ভীর ॥
প্রবেশ করয়ে তাতে যিঁহো ভক্ত ধীর ॥
নির্য্যাস রসতত্ত্ব ইহা কেহো না বুঝয় ।
অতএব প্রভু মোর সবার প্রতি কয় ॥
সেই হৈতে সেই গ্রন্থ নিত্য পূজা করে ।
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥
দৈব যোগে সেই গ্রন্থ শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী ॥
সেই গ্রন্থ দেখি তার ফিরি গেল মতি ॥
ভিতরের অর্থ তাহা কিছু না বুঝিয়া ।
বাহ্য অর্থ বুঝিল তাহা স্বকীয়া বলিয়া ॥
পূর্ব্বে আছিলা ইহোঁ বড় বিজ্ঞবর ।
দৈব ক্রমে তাহার হইল মতান্তর ॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু মোর যাজি গ্রাম পুরে ।
মোর ভ্রাতায় কহিলা কৃষ্ণলীলা বর্ণিবারে ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলারস করিল বর্ণন ।
রস পদ্য গুণ শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা বর্ণন করিলা ।
যাহা আস্বাদিয়া লোক উন্মত্ত হইলা ॥
খেতরির মধ্যে ঠাকুর মহাশয় সঙ্গে ।
পদ আস্বাদিয়া ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥
আমি সহোদর তার সঙ্গেতে রহিয়া ।
কৃষ্ণ কথা রস কহি আনন্দিত হইয়া ॥

হেন কালে তথা আইলা শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী।
চারি জনে এক সঙ্গে রহি দিবা রাতি ॥
তার মধ্যে তিঁহো কিছু বাদার্থ করিলা।
তাহা শুনি চিত্তে মোরা দুঃখ বড় পাইলা ॥
কহ দেখি তোমরা নিত্য স্মরণ প্রক্রিয়া।
কিরূপে করহ তাহা কহ বিবরিয়া ॥
তবে ত আমরা স্মরণ ব্যবস্থা কহিল।
তাহা শুনি চিত্তে কিছু কুণ্ঠা উপজিল ॥
তবে ত কহিল এই পরকীয়া ভজন।
স্বকীয়াতে প্রাপ্তি হয় শুনহ বচন ॥
শ্রীজীবের বাক্য এই অতি অনুপাম।
তাহাতেই এই বাক্য আছে পরমাণ ॥
মোর প্রভুর হৃদয় না বুঝহ তুমি।
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম আমি ॥
ইহা শুনি তিন জনে বিচার করিল।
প্রভু বুঝি মনোবৃত্তি ইহারে কহিল ॥
বড়ই সন্দেহ মনে বাড়ি গেল অতি।
কি করিব বলি ইহা ভাবে দিন রাতি ॥
সাধন এক প্রাপ্তি এক ইহা কেমনে হইব।
সদাই অন্তরে ভাবি কাহারে পুছিব ॥
মোর ভ্রাতা পদ কৈল পরকীয়া মতে।
মনে ছিল সেই পদ গৌড়ে প্রকাশিতে ॥

এত চিন্তি তিন জনে বিচার করিল।
ভাবিতে ভাবিতে ইহা নিশ্চয় জানিল॥
শ্রীজীব গোসাঞির স্থানে পত্রী করিয়া লিখন।
পাঠাইব পত্র দঢ়াইলাম তিন জন॥
গোস্বামি পার্ষদবর্গে এক লিখন।
মনে বিচারি ইহা লঞা যাবে কোন জন॥
রায় বসন্ত নামে এক মহা ভাগবত।
বৃন্দাবন যাবার লাগি চিন্তে অবিরত॥
আমরা কহিল তারে যত বিবরণ।
তার দ্বারে পত্রী মোরা দিলু তিন জন॥
শ্রীজীব গোস্বামী আর যত পার্ষদবর্গে।
কহিবে সকল কথা যত মহাভাগে॥
পত্রী তবে লইয়া রায় গেলা বৃন্দাবন।
শ্রীগোস্বামি পদে যাই দিলেন লিখন॥
তার পর পার্ষদবর্গে পত্র দিলেন লৈয়া।
কহিলেন সব কথা বিস্তার করিয়া॥
কত দিন ব্যতীত গোসাঞি দিল প্রত্যুত্তর।
পার্ষদগণ পত্র লইয়া আইল সত্বর॥
লিখিলেন গোসাঞি এক আমার প্রভুরে।
ব্যাস প্রতি কিছু কহে বিতৃষ্ণ অন্তরে॥
আবেশ করিয়া এই গোস্বামি লিখনে।
ব্যাস শর্ম্মা সম্প্রতি আছেন কোন স্থানে॥

অবশ্যই এই বার্ত্তা লিখিবে আমারে।
বুঝিতে নারিয়ে আমি তাহার অন্তরে॥
তবে আমাদের প্রতি গোস্বামি লিখন।
পরম আশ্চর্য্য পত্রী কর্ণ রসায়ণ॥
মোরে পত্র লিখিবারে কিবা প্রয়োজন।
শ্রীমৎ আচার্য্য যাহে কৃপার ভাজন॥
বিশেষে উপদেশিলা আচার্য্য মহাশয়।
তাঁর যেই মত সেই মোর মত হয়॥
সাধনে যেই ভাব্য সেই প্রাপ্তি বস্তু হয়।
পত্রীতে বুঝাইল ইহা নাহিক সংশয়॥
এই তত্ত্ববস্তু শ্রীগোসাঞি কৃষ্ণদাস।
নিজ গ্রন্থ মাঝে তাহা করিলা প্রকাশ॥
ব্রজের কোন ভাব লইয়া যেই জন ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
এই সব সার বস্তু কহিল নিশ্চল।
শুনহ গোস্বামী পত্র শ্রবণ মঙ্গল॥
মোর প্রভু প্রতি আগে গোস্বামি লিখন।
তহি মধ্যে তোমার নাম করহ শ্রবণ॥
রায় বসন্ত যবে বৃন্দাবন গেলা।
মোর প্রভুর বার্ত্তা গোসাঞি জিজ্ঞাসিলা॥
জানাইলা সব বার্ত্তা শ্রীরায় বসন্ত।
জানিলেন তাহে গোঁসাঞি যতেক বৃত্তান্ত॥

আগে পত্রী পাঠাইলা আমার প্রভুকে।
পত্রী পাই মোর প্রভু ধরিলা মস্তকে॥
পত্রে বেদ্য হইলা প্রভু যত সমাচার।
পত্রী পড়ি প্রভুর নেত্রে বহে জলধার॥
তার পরে রায় যবে আইলা গৌড়দেশে।
পত্রী পাইয়া আমাদের বাড়িল সন্তোষে॥
তাহারে পুছিনু আমি সকল কারণ।
শর্ম্মা উক্তি কেন হবে গোস্বামি লিখন॥
রায় কহে যবে গোসাঞি শুনিলা কারণ।
শর্ম্মা বিনা হেন উক্তি করিবে কোন জন॥
ভক্ত মুখে হেন বাক্য কভু নাহি হয়।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত এই ত নিশ্চয়॥
ভাদ্রমাসে প্রভু প্রতি গোস্বামি লিখন।
বৈশাখে মোদের প্রতি পত্রী করহ শ্রবণ॥

স্বস্তি মদীয়সমস্তসুখপ্রদপদদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য চরণেষু-
জীবনামা সোঽয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি। ভবতাং
কুশলং সদা সমীহে,তত্তু বহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্তমিতি তেন

স্বস্তি মদীয় সমস্তসুখপ্রদপদযুগল শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য চরণেষু—

সেই জীব নামক এই ব্যক্তি আপনাকে নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন জানাইতেছে। আপনাদের কুশলবার্ত্তা সর্ব্বদা জানিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু বহুদিন যাবৎ তাহা প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং

বয়মানন্দনীয়াঃ। অত্রাহং সম্প্রতি দেহনৈরুজ্যেন বর্ত্তে অন্যে চ তথা বর্ত্তন্তে কিন্তু শ্রীভূগর্ভগোস্বামিচরণাঃ দেহং সমর্পিতবন্তঃ আত্মানন্তু শ্রীবৃন্দাবননাথায় জ্ঞানপূর্ব্বকমিতি বিশেষঃ। স্ব পরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি নবেতি। পরঞ্চ শ্রীব্যাস শর্ম্মা সম্প্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে। শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যং। অপরঞ্চ রসামৃতসিন্ধু মাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূ হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্ত ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি

আপনাদের কুশল প্রদানে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। সম্প্রতি আমি এখানে কুশল আছি এবং অন্যান্য সকলেও কুশলে আছেন, কিন্তু শ্রীভূগর্ভগোস্বামিপাদ জ্ঞানপূর্ব্বক বা সজ্ঞানে শ্রীবৃন্দাবন নাথকে নিজদেহ সমর্পণ করিয়াছেন। ইহাই বিশেষ সংবাদ জানিবেন। নিজ পরিকরগণের কুশল লিখিবেন, বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন দাসের কুশল জানাইবেন এবং তিনি কিছু অধ্যয়ন করিতেছেন কিনা? তাহাও জানাইবেন। অপর লিখি যে—শ্রীব্যাস শর্ম্মা বর্ত্তমান কোথায় অবস্থান করিতেছেন? এবং শ্রীবাসুদেব কবিরাজও কোথায় আছেন তাহাও লিখিয়া জানাইবেন। অপর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূ, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের সংশোধন কার্য্য কিঞ্চিৎ অবশেষ রহিয়াছে, আরও সম্প্রতি বর্ষাকাল সমাগত

পশ্চাত্তু দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাত্রকীয় সর্ব্বেষাং যথাযথং নমস্কারাদয়োজ্ঞেয়াঃ তত্রকীয়েযুতু মম নমস্কারাদয়োবাচ্যা ইতি ভাদ্রে সুদি।

শ্রীরাজ মহাশয়েষু শুভাশিষঃ।

স্বস্তি সমস্ত বৈষ্ণবগণ প্রশস্ত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোত্তমদাস শ্রীগোবিন্দদাসাখ্য মদ্বিধসুখাস্পদ সম্পদ্রূপেষু শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীব নামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি। সমীহে বিশেষতস্তু ভবতাং কুশলং. স্নেহসূচক পত্রস্য সমুপলম্ভাত্তদেব মুহুর্ব্বাঞ্ছামি তত্র যন্ময়া স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি

দেখিয়া তাহা পাঠাইতে বিরত হইলাম, সময় মত শ্রীভগবানের কৃপানুকূল বুঝিয়া পাঠাইয়া দিব। আমাদের এখানকার সকলের যথাযথ নমস্কারাদি জানিবেন। এবং তত্রস্থ সকলের প্রতি আমার প্রণামাদি জানাইবেন। ইতি ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষ।

শ্রী বীরহাম্বীর রাজার প্রতি পরম শুভাশীর্ব্বাদ।

সমস্ত বৈষ্ণবগণের মঙ্গল হউক, পরম প্রশংসনীয় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীনরোত্তমদাস, শ্রীগোবিন্দদাস প্রভৃতি আমার সুখাস্পদ সকলকে শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে শ্রীজীব নামক আমি আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি—আমি সর্ব্বতোভাবে আপনাদের কুশল কামনা করি, আপনাদের স্নেহসূচক পত্র প্রাপ্তি হেতু বারম্বার আপনাদের মঙ্গলই কামনা করি, আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া অতি সুন্দর যে সকল গীতাবলী পাঠাইয়াছেন

গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন ত্বরিতমঙ্গল সঙ্গতোঽস্মি কিং বহুধনা নিরুপাধি স্নিগ্ধেষু। অথ যন্মুহুর্নিত্যস্মরণ প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি "সেবা-সাধকরূপেণ"ইত্যাদিনা। তত্র সাধক রূপেণ বহির্দেহেন সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্ট সেবানুরূপচিন্তিত দেহেনেত্যর্থঃ। তত্র চ সিদ্ধরূপেণ রাগানুগানুসারেণৈবেতি কালদেশ লীলা ভেদা বহুধেতি কিয়তী লেখ্যা সাধকরূপেণ সেবা তু বৈধপ্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদাচার্য্য মহাশয়া স্তত্র বিশেষং উপদেক্ষ্যন্তি এতেহ্যস্মাকং সর্ব্বস্ব-

---

তাহার দ্বারা আমি পরম মঙ্গল লাভ করিয়াছি, সুতরাং নিরুপাধি স্নেহভাজন জনের প্রতি অধিক আর কি লিখিব। অনন্তর আপনারা বারম্বার যে নিত্যস্মরণ পদ্ধতি অনুসন্ধানের জন্য লিখিতেছেন, তাহা শ্রীরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে পরিস্ফুট রহিয়াছে, "সেবা সাধকরূপেণ" ইত্যাদি শ্লোকে। সাধকরূপে অর্থাৎ বাহ্যদেহের দ্বারা, সিদ্ধরূপে অর্থাৎ স্বীয় অভীষ্ট সেবোপযোগী সিদ্ধদেহের দ্বারা ইহাই অর্থ। তন্মধ্যে সিদ্ধরূপের দ্বারা অর্থাৎ রাগানুগানুসারেই অন্তশ্চিন্তিত দেহ বুঝিতে হইবে। দেশ কাল ভেদে সেই লীলার বহুপ্রকার ভেদ, তাহা আর কত লিখিব। সাধক দেহের সেবা কিন্তু বিধিভক্তি প্রক্রিয়ার দ্বারাই আগমাদি শাস্ত্রানুসারেই জানিতে হইবে। শ্রীমৎ শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয় এই বিষয়ে আপনাদিগকে বিশেষ উপদেশ করিবেন। কারণ তিনিই আমার

মেবেতি কিমধিকেন। বৈশাখস্য চতুর্দ্দশেঽহনি।

শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-নির্গলন্মকরন্দপানতুন্দিলমত্তমনো-ভৃঙ্গ -সদ্বৈষ্ণবানুশাসনপরিশীলনপবিত্রচরিত্রসজাতীয়সাধু-গোষ্ঠীচরণামৃতাস্বাদনাপ্যায়িতাশেষান্তঃকরণপরমাধ্যতমেষু-

কস্যচিৎ সংসারার্ণবনিমজ্জিনঃ প্রণতিপুরঃসরালি-ঙ্গনপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিঃ।

এবং তত্র ভবতাং দর্শনাভাববতো দূরস্থস্য মমানন্দ-কারিভাগ্যোদয়ো যথা ভবতি তথা বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ। অতঃ পরমসৎসঙ্গবাসবিচার পারাবার ভবানেব কর্ণাধারঃ।

জীবন সর্ব্বস্ব। এ বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব বৈশাখ মাসের চতুর্দশীদিনে।

শ্রীগোবিন্দদেবের পদারবিন্দ হইতে বিগলিত মকরন্দ পান জনিত যাঁহার মনোভৃঙ্গ সাতিশয় প্রমত্ত ও উন্নত; সদ্বৈষ্ণববৃন্দের অনুশাসন পরিশীলনের দ্বারা যাঁহার চরিত্র অতিশয় পবিত্র, সজাতীয় সাধুগোষ্ঠীর শ্রীচরণামৃতপানে যাঁহার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত সেই পরমাধাতম—

তাঁহার সমীপে সংসারসাগরে নিমজ্জমান কোন ব্যক্তির প্রণতি পুরঃসর আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিবেদন এই যে—

আপনাদের দর্শনের অভাববশতঃ বহুদূরে অবস্থানকারী আমার আনন্দ প্রদানকারি ভাগ্যের কি প্রকারে উদয় হইতেছে, তাহা একবার বিচার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু আপনি পরম সৎ-

পরন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলয়া বিরচিতানি শ্রীমন্তি গীতানি লব্ধানি, অপরং যদ্যাচিতং তদনুসন্ধেয়ম্। শ্রীমতো গোস্বামিনঃ পত্রেণ সাধনপ্রক্রিয়া বিজ্ঞাতব্যা শ্রীমদ্ভিরিতি।

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্॥

ইতি সঙ্ক্ষেপলিখনম্॥

পত্রী শুনি মহারাজের আনন্দ অপার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক কম্প নেত্রে জলধার॥

সঙ্গবাস বিচার পারাবারের একমাত্র কর্ণধার, অপর আপনার প্রদত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার দ্বারা বিরচিত পরমমনোহর গীতাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। অপর আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিবেন। আপনারা শ্রীমদ্‌গোস্বামীর পত্রের দ্বারা সাধন প্রক্রিয়া জানিয়া লইবেন।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজরূপ মলয় পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত বসন্ত পবনের দ্বারা সমানীত যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধান্বিত কবিতাবলী পরিমল, তাহা শ্রীমজ্জীব গোস্বামীরূপ কল্পতরুশ্রয়কারি মধুকর বৃন্দকে উন্মাদিত করিয়া বৃন্দাবনে সকলের হৃদয়ে চমৎকৃতি উৎপাদন করিয়াছে, ইহার অধিক আর কি লিখিব।

এইপ্রকার সংক্ষেপে পত্র লিখন সমাপ্ত করিলাম।

ভাবে গদ গদ রাজা পড়িলা ভূমিতে।
চিৎকার করিয়া তবে উঠে আচম্বিতে॥
রামচন্দ্র পদ ধরি করয়ে ক্রন্দন।
উঠাইয়া তবে কৈল গাঢ় আলিঙ্গন॥
দুই জনে গলা ধরি অত্যুচ্চ রোদন।
হায় হায় শব্দ মাত্র কহে ঘনে ঘন॥
ভাগ্যবান্ তুমি রাজা স্থির কর চিত।
তোমারে প্রভুর কৃপা হৈল যথোচিত॥
তবে রাজা কহেন এই শুন মহাশয়।
মোর পরিত্রাণ হেতু তুমি দয়াময়॥
তোমা হৈতে পাইলাম রসের সিদ্ধান্ত।
নিজ প্রভুর মত এবে জানিল নিতান্ত॥
তুমি মহাভাগবত তোমার কৃপা হৈতে।
ব্রজের নির্ম্মল ভাব জানিল নিশ্চিতে॥
রামচন্দ্র কহে শুন বচন আমার!
তোমারে কহিলাম এই সিদ্ধান্তের সার॥
মন মাঝে ইহা তুমি করিবে গোপন।
অন্যত্র প্রকাশ যেন না হয় কখন॥
তুমি মহারাজ হও বিজ্ঞ শিরোমণি।
নিজ হিয়া মাঝে তুমি বুঝহ আপনি॥
আর এক কথা কহি শুনহ রাজন্।
জ্ঞান কর্ম্ম ছাড়ি কর ভাব আস্বাদন॥

জ্ঞান কর্ম্মাদি হৈতে ইহা কভু প্রাপ্তি নহে।
নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোহে॥
তবে রাজা পুনঃ রামচন্দ্র প্রতি কয়।
কৃপা করি কহ তাহা ঘুচুক সংশয়॥
এবে কহ মোরে ভট্ট গোস্বামীর মিলন।
কিরূপে মহাপ্রভু সঙ্গে হৈল দরশন॥
রামচন্দ্র কহে কহি শুনহ রাজন্।
কহিয়ে তোমারে আমি তাতে দেহ মন॥
মহাপ্রভু দক্ষিণতীর্থ কৈল পর্য্যটন।
চৈতন্যচরিতামৃতে আছে সকল লিখন॥
মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেদে।
দক্ষিণের তীর্থযাত্রা করিহ আস্বাদে॥
ব্যক্ত করি তার মাঝে নাম না লিখিল।
গোপনে রাখিল তাতে প্রকাশ না কৈল॥
তাতে এক লিখিলেন বচনের সার।
শ্রবণ করহ তুমি এই বার্ত্তা সার॥
চৈতন্যচরিতামৃতে এই ব্যক্ত হয়।
গোস্বামীর মিলন তাতে লিখিল নিশ্চয়॥
"শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট ভট্ট নাম।
প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সে জল স্ববংশ সহ করিলা ভক্ষণ॥"

সংক্ষেপে এই বাক্য করিলা স্ফুটন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তাতে দেহ মন॥
মহাপ্রভু দক্ষিণতীর্থ করিতে করিতে।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রভু গেলা আচম্বিতে॥
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ।
শ্রীত্রিমল্লট ভট্ট নাম ব্রাহ্মণসমাজ॥
মধ্যাহ্ন স্নান করি প্রভু তার ঘরে আইলা।
গোষ্ঠীর সহিত দেখি প্রেমাবিষ্ট হইলা॥
বহু প্রণমিয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন॥
চরণোদক লৈয়া সগোষ্ঠী করিলা ভক্ষণ॥
যোগ্যাসনে বসাইয়া বহু নিবেদন।
করহ করুণা প্রভু লইনু শরণ॥
সেই খানে প্রীতি পাই প্রভু যে রহিলা।
মহানন্দে তাঁর ঘরে ভিক্ষা যে করিলা॥
মহাপ্রভুর অবশেষ লইয়া যতনে।
সগোষ্ঠীতে সেই প্রসাদ করিলা ভক্ষণে॥
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দে ভাসিলা।
ভোজনান্তে প্রভুকে তবে মুখবাস দিলা॥
বিনতি করিয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া।
প্রার্থনা করয়ে আগে কৃতাঞ্জলি হইয়া॥
সম্প্রতি আইল প্রভু বর্ষা চতুর্মাস।
তীর্থ নাহি ফেরে প্রভু করিয়া সন্ন্যাস॥

কৃপা করি রহ যদি এই চতুর্মাস।
তবে সে আমাদের হয় অন্তরে উল্লাস॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু অনুমতি দিল।
শুনিয়া ত তা সবার সুখ বড় হৈল॥
মহাপ্রভু তার ঘরে কৈল অবস্থানে।
পরম আনন্দে ভট্ট করেন সেবনে॥
কাবেরীতে স্নান রঙ্গনাথ দরশন।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
সেই খানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা।
এই মতে চাতুর্মাস্য ব্যতীত হইলা॥
বেঙ্কটের বালক শ্রীগোপালভট্ট নাম।
নিষ্কপট হৈয়া সেবা কৈল গৌরধাম॥
তার পিতা সুচরিত্র তাহারে জানিয়া।
পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কৈলা হৃষ্ট হইয়া॥
চারি মাস সেবা কৈল অশেষ প্রকারে।
কহিল না হয় অতি তাহার বিস্তারে॥
গৌর কান্তি সুপাণ্ডিত্য বচন মধুর।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর বহে লাবণ্যের পুর॥
কিবা সে আশ্চর্য্য তার অঙ্গের মধুরিমা।
মধুর মূরতি অতি কি দিব উপমা॥
আজানুলম্বিত ভুজ নাভি যে গম্ভীর।
মহানুভব যাহার চরিত্র সুধীর॥

পদ্ম যিনি নেত্র যার উন্নত বক্ষঃস্থল।
রক্তবর্ণ তুল্য যার কর পদ তল॥
মহাপ্রভুর মনোরথ মনে ত জানিয়া।
না বলিতে করে কার্য্য আনন্দিত হইয়া॥
সেবার বৈদগ্ধ্য দেখি প্রভু তুষ্ট মনে।
মোর মনের কার্য্য ইহোঁ জানিল কেমনে॥
এত বলি মহাপ্রভু তুষ্ট হৈলা মনে।
সগোষ্ঠীকে কৈলা কৃপা দাস দাসীগণে॥
এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভট্টগোসাঞি করেন চরণ সেবন॥
চরণ সেবনে প্রভু বড় তুষ্ট হৈলা।
নির্জ্জনে তাহারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
শুনহ গোপাল তুমি সঙ্গিনী রাধার।
ভট্ট কহে তুমি হও ব্রজেন্দ্রকুমার॥
রাধিকার ভাব লইয়া হৈলা অবতীর্ণ।
শ্যামবর্ণ ছাড়ি এবে হৈলা গৌরবর্ণ॥
এত কহি দুহাঁকার ভাব বিশেষে।
স্বাভাবিক দুঁহ করিয়া প্রকাশে॥
বাহ্য পাই দুঁহে যবে হইলেন স্থির।
তবে তারে কহে প্রভু বচন মধুর॥
কত দিন পিতামাতার করিয়া সেবন।
পশ্চাতে তুমি তবে যাবে বৃন্দাবন॥

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে।
সেখানে পাইবে বহু সুখের তরঙ্গে॥
এত বলি মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া।
কৌপীন বহির্ব্বাস দিল প্রসন্ন হইয়া॥
কৌপীন বহির্ব্বাস মস্তকে লইয়া।
বহু পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া॥
তবে মহাপ্রভু তার মস্তকে পদ দিয়া।
উঠাইলা প্রভু তারে আলিঙ্গন দিয়া॥
প্রভু কহে শুন কিছু তোমারে কহিয়ে।
এই মোর আজ্ঞা তুমি পালহ নিশ্চয়ে॥
গৌড় হইতে আসিবে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
নিশ্চয় জানিহ তিঁহো শক্তি যে আমার॥
শ্রীনিবাস নাম তার মোর অদর্শনে।
অল্প বয়সে তিঁহো আসিবে বৃন্দাবনে॥
এই কৌপীন বহির্ব্বাস তারে তুমি দিবে।
লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে॥
সনাতন রূপে কহিবে এ সব কারণ।
ব্রজের বিলাস গ্রন্থ যেন করে সমর্পণ॥
মোর নিজ শক্তি তিঁহো ইথে অন্য নয়।
এ সব রহস্য কথা কহিবা নিশ্চয়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া শিরে বন্দিলা চরণ॥
ভূমে লোটাইয়া কৈল চরণ বন্দন॥

প্রভু কহে আর এক কহিয়ে তোমারে।
দক্ষিণতীর্থ করি মুঞি আসিব সত্বরে॥
তবে তুমি বৃন্দাবনে করিবে গমন।
আসন ডোর পাঠাইব তোমার কারণ॥
সে আসনে বসি তুমি গলে ডোর দিবা।
প্রেম মূর্ত্তি শ্রীনিবাসে কৃপা যে করিবা॥
তাহারে কহিবা এই বচনের সার।
তোমার কৃপাতে মোর কৃপা কি কহিব আর॥
প্রভু দত্ত বস্ত্র দ্রব্য লইয়া যতনে।
লুকাইয়া রাখিল অতি করিয়া গোপনে॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে গেলা।
শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গেই রহিলা॥
এ সব প্রসঙ্গ চৈতন্য চরিতামৃতে।
কবিরাজ গোসাঞি করিয়াছেন বেকতে॥
মহাপ্রভু শাখা যবে করিলা বর্ণন।
তাহাতেই এই বাক্য করহ শ্রবণ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা মহোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে যার প্রেম আলাপন॥
ভট্ট গোসাঞির স্তব গোস্বামী কৃষ্ণদাস।
তাহাতেই এই সব করিলা প্রকাশ॥
নিরন্তর হরিভক্তি কথনে যার শক্তি।
সদা সৎ-অনুভব যিঁহো বিষয়ে বিরক্তি॥

মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যার পাট।
কে বুঝিতে পারে সেই চৈতন্যের নাট॥
হেন সে সৌভাগ্য যার কহনে না যায়।
যার গৃহে রহে প্রভু আনন্দে সদায়॥
সেই সে গোপালভট্ট আমার হৃদয়ে।
সদা স্ফূর্ত্তি হউক মোর এই বাঞ্ছা হয়ে॥
অবিরত গলয়ে অশ্রু যাহার নয়নে।
শ্রীঅঙ্গেতে স্বেদ ধারা বহে অনুক্ষণে॥
প্রচুর পুলক কম্প সদা অনিবার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর করে তাতে নামের সঞ্চার॥
হরেকৃষ্ণ নাম মাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে।
হ হ হ হ হ হ শব্দ করে অবিরতে॥
ইহা বলিতেই যিঁহো হয় অচেতন।
সেই গোপাল কর মোরে কৃপা নিরীক্ষণ॥
বৃন্দাবনে খ্যাতি যিঁহো শ্রীগুণমঞ্জরী।
সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী॥
কলি নরে কৃপা করি হৈলা অবতীর্ণ।
মধুর রস আস্বাদিয়া করিলা বিস্তীর্ণ॥
হেন সে মধুর রসে যাহার আস্বাদ।
বিতরণ হেতু জীবে করিলা প্রসাদ॥
প্রেমভক্তি রসে যিঁহো রহে অনিবার।
আস্বাদন কৈলা যিঁহো অনেক প্রকার॥

আশ্রয় রতি রস ভেদে যিঁহো হয় সমর্থ।
তাহাতেই পুণ্য যিঁহো কহিল যথার্থ॥
এ আদি করিয়া ভট্ট গোস্বামি গুণগান।
কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিলা বর্ণন॥

নিরবধি হরিভক্তিখ্যাপনে যস্য শক্তিঃ
সতত সদনুভূতি র্নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ।
প্রভুবরগতিসৌভাগ্যেন বিখ্যাতপট্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি গোপালভট্টঃ॥ ১॥
ব্রজভুবি গুণমঞ্জর্য্যাখ্যায়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ।
মধুর রসবিশেষাহ্লাদ বিস্তারণায়
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি গোপালভট্টঃ॥ ২॥

যাঁহার নিরন্তর শ্রীহরিভক্তি ব্যাখ্যা বিষয়ে অদ্ভুত শক্তি বিদ্যমান্, যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা সদনুভূতি, নশ্বর পদার্থে যাঁহার সবিশেষ বিরক্তি, সৌভাগ্যাতিশয়ে শ্রী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমনে যাঁহার পাট অর্থাৎ গৃহ অতিশয় ধন্য, সেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হউন॥ ১॥

যিনি ব্রজে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় নিরত শ্রীগুণমঞ্জরী নামে প্রসিদ্ধ, যিনি কলিহত দুর্গত জনের প্রতি করুণা পরবশতঃ আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত মধুর রসের আনন্দ স্বয়ং উপভোগ করতঃ তাহার প্রচারে নিযুক্ত, সেই শ্রী-

অবিরলগলদশ্রুস্বেদধারাভিরামঃ
প্রচুরপুলক-কম্প-স্তম্ভ-উচ্চার্য্য-নাম।
হরি হ হ হ হরীত্যাত্যক্ষরাদ্যোঽন্তচেতাঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি গোপালভট্টঃ ॥ ৩ ॥

ব্রজগতনিজভাবাস্বাদমাস্বাত্য মাত্যন্
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মাদং বিভ্রমাঢ্যঃ।
কলিত কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহ্যদৃষ্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি গোপালভট্টঃ ॥ ৪ ॥

গোপালভট্ট গোস্বামী আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥ ২ ॥

যাঁহার নয়ন যুগল হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু পতিত হইয়া ধরাতল ক্লিন্ন হইতেছে এবং সাত্ত্বিক ভাবে যাঁহার শ্রীঅঙ্গে অনুক্ষণ মনোরম স্বেদবিন্দু ধারা প্রকাশ পাইতেছে এবং প্রচুর পুলকাবলী, কম্প ও স্তম্ভাদি ভাবের সম্মিলনে জড়িমাবশতঃ শ্রীহরিনামের আদ্যক্ষর উচ্চারণ করিতে গিয়া হ হ হ হ বলিতেই প্রেমাতিশয্যে যিনি মূর্চ্ছিত হইয়া যান, সেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥ ৩ ॥

যিনি ব্রজগত স্বীয় মঞ্জরীভাবের আস্বাদনে আনন্দাতিরেক বশতঃ নৃত্য করেন, হাস্য করেন, গান করেন আবার কখনও উন্মাদবশতঃ বিভ্রমাদিযুক্ত হয়েন, আবার কখনও কখন কলিহত দুর্গত জনের উদ্ধারকামনায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায়

বিদিতপদপদার্থঃ প্রেমভক্তিরসার্থঃ
শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।
ইদমখিলতমোঘ্নং স্তোত্ররত্নং প্রধানং
পঠতি ভবতি সোঽয়ং মঞ্জরীযূথলীনঃ ॥ ৫ ॥

এই স্তব অখিলের তম দূর করে।
স্তোত্রগণ মধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে ॥
যেই জন পড়ে ইহা করি এক চিত্তে।
মঞ্জরীর যূথ প্রাপ্তি হয় আচম্বিতে ॥
যেই জন পড়ে ইহা ভাল এতাদৃশ।
রাধাকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি হইবে অবশ্য ॥
সনাতন গোসাঞি কৈল হরিভক্তিবিলাস।
তাহাতেই এই বাক্য আছয়ে প্রকাশ ॥

বাহ্যভাব প্রকাশ করেন, সেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥ ৪ ॥

যিনি ভক্তিরসের সারার্থ ও পদপদার্থের অর্থ অবগত আছেন এবং যিনি সেই ভক্তির আশ্রয় রতিরস ভেদের আস্বাদনে সমর্থ, সেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন। শ্রীভট্টপাদের এই স্তবাবলী নিখিল সাধকের হৃদয়ান্ধকার নাশ করেন, যিনি শ্রীভট্টপাদের এই স্তবপঞ্চকরত্ন পাঠ করেন, তিনি মঞ্জরীযূথে প্রবেশ করতঃ মঞ্জরীরূপে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের সেবা লাভে ধন্য হইবেন ॥ ৫ ॥

হরিভক্তিবিলাস যে গোসাঞি করিল।
সর্ব্বত্রেতে ভোগ ভট্ট গোস্বামিরে দিল॥
ইহাতে জানাইলা তিঁহো অভেদ শরীর।
ইহা যেই জানে সেই ভক্ত মহাধীর॥
গোস্বামী করিলা গ্রন্থ বৈষ্ণবতোষণী।
তাহাতে এই বাক্য আছে অমৃতের ধুনি॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমে পুষ্ট বিশেষ প্রকার।
শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথ দাস আর॥
সেই দুই জন যদি হয়েন সহায়।
তবে আর সুসিদ্ধ কি নহিব আমায়॥
তাহার প্রমাণ শুন কহিয়ে তোমাতে।
সাবধান হইয়া শুন করি এক চিত্তে॥

রাধাপ্রিয় প্রেম-বিশেষপুষ্টৌ
গোপালভট্টো রঘুনাথ দাসঃ।
স্যাতামুভৌ যস্য সকৃৎ সহায়ৌ
কো নাম সোঽর্থো ন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ॥ ৬॥

শ্রীরাধা ও তাঁহার প্রিয়তম শ্রীশ্যামসুন্দর অর্থাৎ শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের প্রেমে যাঁহারা বিশেষ পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী যদি একবার সহায় হয়েন তাহা হইলে আর কোন প্রয়োজন অসিদ্ধ থাকে না অর্থাৎ সবই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৬।

আর এক কথা তাহা করহ শ্রবণ।
এ সব প্রসঙ্গ কথা কর্ণ রসায়ন॥

সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদম্॥ ৭॥

এ তিনেতে তিল মাত্র ভেদ বুদ্ধি যার।
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার॥
সনাতন গোসাঞি প্রেমে পূর্ণ যার দেহ।
এ সব রহস্য কথা বুঝিব বা কেহ॥
শ্রীরূপের সঙ্গে যার সখ্য ব্যবহার।
তাহাতে বিখ্যাত আছে সকল সংসার॥
শ্রীরাধারমণ এক জীবন যাহার।
হেন সে গোস্বামী পদে কোটি নমস্কার॥
দেবকীনন্দন কৈল বৈষ্ণব বন্দন।
তাহাতেই এই বাক্য করিল লিখন॥

যাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রেমে পরিপূর্ণ প্রাপ্ত, শ্রীরূপের সখ্যতায় যিনি সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, শ্রীশালগ্রাম শিলা হইতে প্রকটিত শ্রীরাধারমণজীউ যাঁহার একমাত্র জীবনধন, যিনি ভজনকারি জনগণের অভীষ্ট প্রদান করেন, সেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিকে আনি নমস্কার করি॥ ৭॥

বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবন মাঝে।
রূপ সনাতন সঙ্গে সতত বিরাজে॥
এই বাক্য সর্ব্বত্র আছয়ে প্রকাশ।
এক করি জানে তিনে করিয়া বিশ্বাস॥
এই ত কহিল ভট্ট গোস্বামি প্রসঙ্গ।
যাহার শ্রবণে বাঢ়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
এবে ত কহিয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা।
যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা॥
তোমায় কহিয়ে ভাই বচনের সার।
যত্ন করি পর কণ্ঠে নবরত্ন হার॥
এত কহি নবরত্ন শ্লোক যে কহিল।
তাহা শুনি রাজা সুখ বড়ই পাইল॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস।
শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাসে॥

ইতি—শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীল জীবগোস্বামীর পত্রিকা শ্রবণ
এবং শ্রীগোপালভট্টগোস্বামীর সহিত মিলন নামক
পঞ্চম নির্য্যাস সম্পূর্ণ॥ ৫॥

ষষ্ঠ নির্য্যাস

জয় জয় মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিধান॥
এবে ত কহিয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা॥
যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্লোক করহ শ্রবণ।
করহ শ্রবণ তাহা কর্ণ রসায়ণ॥

শুদ্ধং সাত্বত তত্ত্বমত্র ভগবানুদ্ভাব্য শক্তৈকয়া
শ্রীরূপাভিধয়া প্রকাশয়িতমপ্যেতৎ স্বশক্ত্যান্যয়া।
শ্রীমদ্বিপ্রকুলেঽমলে প্রকটয়ন্ শ্রীশ্রীনিবাসাভিধং
লীলাসম্বরণং স্বয়ং স বিদধে নীলাচলে শ্রীপ্রভুঃ॥ ১॥
গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভু-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুহুর্মোহ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামতিরদঃ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্॥ ২॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একশক্তি প্রকটনে শ্রীরূপ গোস্বামী দ্বারা ভূতলে স্বীয় মনোঽভীষ্ট প্রতিপাদক বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশক শাস্ত্র প্রণয়ন করাইয়াছেন, অপর স্বীয় শক্তি প্রকটনে নির্ম্মল ব্রাহ্মণকুলে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে প্রকট করত তাঁহার দ্বারা ভক্তিগ্রন্থের প্রচারের আদেশ করিয়া স্বয়ং নীলাচলে লীলা সম্বরণ করেন॥ ১॥

ত্বং তাবজ্জনিতো মমৈব নিজয়া শক্ত্যেতি তূর্ণং ব্রজ
শ্রীবৃন্দাবনমত্র সন্তি কৃতিনঃ শ্রীরূপজীবাদয়ঃ।
আদিষ্টাঃ পুরতস্ত্বয়ী ত্বয়ি ময়া তদ্‌গ্রন্থরাশ্যর্পণে
নিঃসন্দেহতয়া গৃহাণ তদমুং গৌড়ে জনান্ শিক্ষয়॥ ৩॥
ইত্যাদেশমবাপ্য তদ্ভগবতঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ পুনঃ
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জপুঞ্জসুষমাদৃষ্টৌ মনঃ সংদধে।
শ্রুত্বাথাপ্রকটত্বমত্রভবতাং গোস্বামিনাং শোকতো
হা হেত্যাকুলচিত্তবৃত্তিরপতন্মার্গান্তরে মূর্চ্ছিতঃ॥ ৪॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নীলাচলে গমনের নিমিত্ত কৃত-নিশ্চয় করিয়া রওনা হইলে পথিমধ্যে লোক মুখে করুণাপারাবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার সংবাদ শ্রবণে দুঃখের সাগরে নিপতিত হইলেন এবং বারম্বার মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ ভক্তের নিরতিশয় দুঃখানুভব করিয়া কৃপা-পরবশতঃ স্বপ্নচ্ছলে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক আদেশ করিলেন॥ ২॥

হে শ্রীনিবাস! তুমি আমার স্বীয় শক্তি দ্বারাই আবির্ভূত হইয়াছ, সুতরাং তুমি অতি শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর, তথায় পরম সুকৃতিশালি শ্রীরূপ সনাতন প্রমুখ গোস্বামীগণ অবস্থান করিতেছেন, আমি পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়াছি, তাঁহারা তোমাকে গ্রন্থরাজি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতঃ গৌড়দেশে নিয়া জনগণকে শিক্ষাদানে প্রচার করিবে॥ ৩॥

স্বপ্নে শ্রীল সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ
প্রোচুস্তং নহি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয় ॥ ৫ ॥
ইত্যাদেশরসামৃতাপ্লুতমনা বৃন্দাবনান্তর্গতো
ভক্ত্যাদায় স মন্ত্রতত্ত্বমখিলং গোপালভট্টপ্রভোঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবনীয় নিকুঞ্জ পুঞ্জের সুষমা দর্শনের অভিলাষ মনে পোষণ করতঃ শ্রীবৃন্দাবন গমনে বহির্গত হইয়া পুনরায় পথিমধ্যে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, শুনিবামাত্রই শোকভরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥ ৪ ॥

মূর্চ্ছিত আচার্য্য প্রভুকে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত শ্রীরূপগোস্বামী বলিলেন—হে শ্রীনিবাস! এখন তোমার বিষাদের সময় নয়, যেহেতু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী এখনও প্রকট আছেন, তুমি তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ কর এবং তাঁহার ও আমাদের রচিত গ্রন্থাবলী লইয়া গৌড়দেশে গমন করতঃ প্রচার কর ও জনগণকেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫ ॥

আচার্য্য প্রভু শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর আদেশ

তদ্‌গ্রন্থাদিবিচারচারুচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ শ্রীমতা
তেন প্রেমভরেণ গৌড়গমনে তং প্রত্যুবাচোৎসুকঃ ॥৬॥
রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলপ্রাপ্তেঃ প্রসাদেন তে
মৎসম্বন্ধভৃতাং ভবিষ্যতি যদি প্রায়ঃ প্রযাস্যাম্যহম্ ।
নোচেদ্‌যামি কিমর্থমেতদখিলং শ্রুত্বাতিহর্ষোদয়া-
ত্তে গোস্বামিবরাস্তদর্থমুদগুর্গোবিন্দসান্নিধ্যকম্ ॥ ৭ ॥
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দযুগলধ্যানৈকতানাত্মনা-
মাদেশঃ সফলো ভবিষ্যতি তথা শ্রীশ্রীনিবাসাশ্রয়াৎ ।

রসামৃতে পরিপ্লুত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলেন এবং তত্রস্থ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর নিকট সমস্ত তত্ত্বের সহিত মন্ত্ররাজে দীক্ষিত হইলেন। অপর শ্রীগোস্বামী গ্রন্থের বিচারে পরম চতুরতা লাভ করিলেন, তদনন্তর শ্রীভট্টপাদ কর্ত্তৃক তিনি গৌড়দেশে প্রেরিত হইলে তৎকালে শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীভট্টপাদকে সাতিশয় উৎসুক হইয়া নিবেদন করিলেন ॥ ৬ ॥

হে প্রভো ! আপনার কৃপাশীর্ব্বাদে মৎসম্বন্ধ ভক্তগণের যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের পদযুগল নিশ্চিতরূপে প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলেই আমি গৌড়দেশে গমন করিব, অন্যথা আমি কি প্রয়োজনে তথায় যাইব ? শ্রীনিবাসের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া শ্রীভট্ট পাদ আনন্দাতিরেকে শ্রীগোবিন্দের নিকটে গমন করত তাঁহার শ্রীচরণে শ্রীনিবাসের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীভট্টপাদের প্রার্থনায় শ্রীগোবিন্দ বলিলেন—যাঁহারা

এতদ্দেয়তয়া ময়ায়মবনীমাসাদিতঃ সাম্প্রতং
তস্মাদ্গৌড়মলং প্রযাতু, ভবতাং কিং চিন্তয়াত্রানয়া ॥৮॥

শ্রীগোবিন্দমুখেন্দুনির্গতমিদং পীত্বা নিদেশামৃতং
তং গোস্বামিগণং প্রসন্নমনসং নত্বা পরিক্রম্য চ।
ভক্ত্যা গ্রন্থচয়ং প্রগৃহ্য কুতুকান্নির্গত্য গৌড়ক্ষিতৌ
কারুণ্যৈকনিধিঃ সদা বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের সর্ব্বদা ধ্যান করেন সেই মদেকাত্মা ভক্তগণের আদেশ সফল হইবে অর্থাৎ শ্রীনিবাস আচার্য্যের আশ্রিত জনগণের প্রেম সেবা লাভ হইবে নিঃসন্দেহ, যেহেতু শ্রীনিবাস গৌড়দেশে গ্রন্থসমূহের প্রচারের নিমিত্ত পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে, অতএব শ্রীনিবাস গ্রন্থসমূহ লইয়া স্বচ্ছন্দে গৌড়দেশে গমন করুক, ইহাতে আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নাই ॥ ৮ ॥

গোস্বামীগণ শ্রীগোবিন্দের বদনচন্দ্রের আদেশামৃত পান করিয়া প্রসন্ন মনে শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রণাম ও পরিক্রমা পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিবাসকে শ্রীগ্রন্থরাজি প্রদান করিলেন! আচার্য্যপ্রভু ভক্তিভরে শ্রীগ্রন্থ লইয়া সানন্দ হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবন হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ গৌড়মণ্ডল মণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন, সেই করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গৌড়মণ্ডলে সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন ॥ ৯ ॥

শুদ্ধ ব্রজলীলা গৌড়ে করিতে প্রকাশ।
শ্রীরূপেরে শক্তি দিল মনের অভিলাষ॥
এক শক্তি প্রকাশে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা অতি আনন্দ পাইয়া॥
নিজ মনোবৃত্তি গৌড়ে করিতে প্রকাশ।
বিতরণ হেতু গৌরের মনে অভিলাষ॥
বড়ই আশ্চর্য্য গৌর প্রকাশিলা শক্তি।
কে বুঝিতে পারে সে চৈতন্যের মনোবৃত্তি॥
নীলাচলে মহাপ্রভুর প্রকট বিহার।
মনে ইচ্ছা হইল শ্রীচরণ দেখিবার॥
সকল তেজিয়া প্রভু করিলা গমন।
শ্রীল পদাশ্রয় হেতু নিবেশিলা মন॥
মনে অভিলাষ করি যাইতে যাইতে।
প্রভুর অদর্শন বার্ত্তা পাইলেন পথে॥
শ্রবণ মাত্র মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা ভূমিতে।
দুঃখের সমুদ্র তাহা কে পারে কহিতে॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রভু ক্ষণে অচেতন।
ক্ষণে হাহাকার করি করয়ে রোদন॥
তবে মহাপ্রভু ভক্তের দুঃখ ত দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু সম্মুখে আসিয়া॥
আশ্বাস করিলা বহু মাথে পদ দিয়া।
কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া॥

তুমি মোর নিজ শক্তি করহ শ্রবণ।
দুঃখ তেয়াগিয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন॥
শ্রীরূপ সনাতন যাঁহা করেন বসতি।
রাধাকৃষ্ণ লীলাগ্রন্থ বিস্তারিলা তথি॥
সেই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে ত প্রকাশে।
বিতরণ কর তাহা মনের উল্লাসে॥
তবে বাক্যামৃতরস আদেশ পাইয়া।
চলিলেন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া॥
শ্রীল বৃন্দাবনে তবে করিলা গমনে।
কুঞ্জপুঞ্জ শোভা তাঁহা দেখিব নয়নে॥
শ্রীমথুরামণ্ডলে যাইয়া উত্তরিলা।
দুই ভাইর অপ্রকট তাহাঞি শুনিলা॥
শুনিবাই মাত্র প্রভু আছাড় খাইয়া।
হাহাকার করে কত বিলাপ করিয়া॥
যদি দুই ভাইর নহিল দরশন।
তবে আর জীবনের কিবা প্রয়োজন॥
মনে নির্দ্ধারিলা ইহা নিশ্চয় করিয়া।
পড়িয়াছেন বৃক্ষমূলে অচৈতন্য হঞা॥
তবে সেই দুই ভাই ভক্তের দুঃখ দেখি।
দরশন দিতে আইলা হইয়া বড় সুখী॥
কহিতেছে প্রভু মাথে চরণ ধরিয়া।
দেখহ আমারে তুমি নয়ন ভরিয়া॥

শ্রীরূপ সনাতন শোভা দেখিয়া নয়নে।
যে আনন্দ হইল তাহা না যায় কহনে॥
কহিছেন দুই ভাই পাইয়া আনন্দ।
তোমাতেই উদ্ধার হবে দীন হীন মন্দ॥
শোক ত্যাগ করি শীঘ্র করহ গমন।
শ্রীভট্ট গোসাঞির আশ্রয় করহ চরণ॥
তাঁর স্থানে মন্ত্র দীক্ষা করিবে যে তুমি।
সেই দ্বারে মোর কৃপা কি কহিব আমি॥
গ্রন্থরাশি লইয়া তুমি গৌড়েতে যাইবা।
কলিহত জীব তুমি উদ্ধার করিবা।
এই রসামৃত বাক্য পাইয়া আদেশে।
বৃন্দাবনে গমন করিলা প্রত্যাদেশে॥
যাইয়া দেখিল শ্রীল গোস্বামী চরণ।
ভূমিতে পড়িয়া বহু করিল স্তবন॥
মোরে কৃপা কর প্রভু সদয় হইয়া।
কৃতার্থ করহ প্রভু করুণা করিয়া॥
দুই ভাইর আজ্ঞা প্রভু সব নিবেদিলা।
যে লাগি গমন গোসাঞি সকল জানিলা॥
শুনিয়া ত গোস্বামির আনন্দ অপার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
শুন শ্রীনিবাস তুমি আমার জীবন।
তোমা দেখিবারে প্রাণ করিয়ে ধারণ॥

তুমিই সে হও মোর জীবনের জীবন।
তোমা লাগি মহাপ্রভু দিলা এই ধন ॥
এই দেখ মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লিখন।
তোমা লাগি রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥
দেখহ নয়ন ভরি প্রভু হস্তাক্ষর।
তোমার সৌভাগ্য বাপু বাক্য অগোচর ॥
আর দেখ মহাপ্রভুর বসিবার আসন।
ডোর পাঠাইলা মোরে করিয়া যতন ॥
মহাপ্রভু দত্ত যেই আসনে বসিয়া।
মন্ত্র দীক্ষা দিব তোরে মহানন্দ পাঞা ॥
আসনে বসিয়া তবে কৈল মন্ত্র দীক্ষা।
গ্রন্থাবলী দিয়া তবে করাইল শিক্ষা ॥
গ্রন্থেতে নিপুণ যবে প্রভু মোর হইলা।
দেখিয়া ত সব গোসাঞির সন্তোষ জন্মিলা ॥
আজ্ঞা করিলেন তুমি গৌড়দেশে যাহ।
শ্রীরূপের আজ্ঞা ইথে নাহিক সন্দেহ ॥
শ্রীজীব কহেন শুন আচার্য্য মহাশয়।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই জানিহ নিশ্চয় ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু এই তোমার নিমিত্তে।
পত্রী পাঠাইয়া ছিলা নীলাচল হইতে ॥
পত্রী দেখি মোর প্রভু কান্দিতে লাগিলা।
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু ভাবিতে লাগিলা ॥

প্রেম রূপে জন্ম এই নাম শ্রীনিবাস।
দেখিতে না পাইব বিধি করিলা নিরাশ॥
মোর প্রতি কহিলা গোসাঞি হইয়া সদয়।
শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া যত গ্রন্থ চয়॥
এই গ্রন্থ লইয়া তুমি গৌড়দেশে যাহ।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা যাতে গ্রন্থরাশি লহ॥
তবে মোর প্রভু কিছু কহিতে লাগিলা।
প্রভুর সঙ্গে রহি সদা মোর মনে ছিলা॥
বৃন্দাবনে বাস আর প্রভুর সেবন।
ইহা ছাড়ি কেমনে গৌড়ে করিব গমন॥
গুরু আজ্ঞা বলবতী ইথে অন্য নয়।
নিজ মনোরথ কথা তবে নিবেদয়॥
নিশ্চয় করিয়া যদি যাব গৌড়দেশে।
তবে মোরে এই আজ্ঞা করহ সন্তোষে॥
আমার সম্বন্ধ প্রভু ধরিবে যেই জনে।
সেই সে পাইবে রাধা কৃষ্ণের চরণে॥
আজ্ঞা কর সবে মিলি সদয় হইয়া।
নতুবা না যাব আমি শুন মন দিয়া॥
ইহা শুনি গোসাঞি সব আনন্দ অপার।
নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার॥
গোসাঞি সব একত্র হইয়া গোবিন্দ নিকটে।
নিবেদন করে সবে করি কর পুটে॥

শ্রীভট্ট গোসাঞি আর শ্রীদাস রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোসাঞি আর ভট্ট রঘুনাথ॥
লোকনাথ গোসাঞি আর ভূগর্ভ ঠাকুর।
শ্রীগোবিন্দের প্রার্থনা সবে করিলা প্রচুর॥
শ্রীগোবিন্দ পদ যুগ ধ্যান চিত্তে করি।
এই আজ্ঞা শ্রীনিবাসে দেহ কৃপা করি॥
ইহার সম্বন্ধ প্রভু ধরিবে যেই জন।
সেই সে পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
এই নিবেদন সবে করিলা সন্তোষে।
তাহা শুনি শ্রীগোবিন্দের হইল আদেশে॥
রস আস্বাদন হেতু গৌড়ে অবতার।
আস্বাদন কৈলা রস বিবিধ প্রকার॥
যে লাগিয়া অবতার জানহ কারণ।
ভাসাইলাম সব জনে দিয়া প্রেমধন॥
মোর শক্তিতে জন্ম ইহার করিলা প্রকাশ।
প্রেম রূপে জন্ম হৈল নাম শ্রীনিবাস॥
ইহার সম্বন্ধ চিত্তে ধরিবে যেই জন।
সেই সে পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীগোবিন্দ মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া।
শুনিলেন সবে মেলি শ্রবণ পাতিয়া॥
শীঘ্র গৌড়দেশে সবে দেহ পাঠাইয়া।
গমন করুন ইথে গ্রন্থরাশি লইয়া॥

তবে মোর প্রভু সবারে প্রদক্ষিণ করি।
ভূমে পড়ি কান্দে বহু ফুকারি ফুকারি॥
সবাকার আনন্দ সিন্ধু বাড়ি গেল চিতে।
যে আনন্দ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥
মোর প্রভু শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞামৃত পাইয়া।
বর্ণিলেন শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্র চাঞা॥
বদনচাঁদ কোন কুন্দরে কুন্দিল গো,
কেনা কুন্দল দুটী আঁখি।
দেখিতে পরাণ মোর, কেমন কেমন করে গো,
সেই সে পরাণ তার সাখি॥ ১॥
রতন কাটিয়া কেবা, যতন করিয়া গো,
কে না গঢ়িয়া দিল কানে।
মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণি গো,
যোগী হইলাম ওহারি ধেয়ানে॥ ২॥
নাসিকা উপরে শোভে, এ গজমুকুতা গোঁ,
সোনায় মণ্ডিত তার পাশে।
বিজুরী সহিতে কেবা, চান্দের কলিকা গো,
মেঘের আড়ালে থাকি হাঁসে॥ ৩॥
সুন্দর কপালে শোভে, কিবা সুন্দর তিলক গো,
তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
হিয়ার ভিতরে মোর, ঝলমল করে গো,
চান্দে যেন ভ্রমরের পাঁতি॥ ৪॥

মদন ফাঁদ ওনা, চূড়ার টালনি গো,
উহা নাকি শিখিয়াছে কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি, উহা না দেখিনু গো,
এই বড় মরমের ব্যথা ॥ ৫ ॥

কেমন মধুর রসে, সে না বোল খানি গো,
হাতের উপরে লাগি পাঙ।
তেমন করিয়া যদি, বিধাতা গঢ়িত গো,
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাঙ ॥ ৬ ॥

করিবর কর যিনি, বাহুর বলনি গো,
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী, পিয়াসে মরয়ে গো,
তাহার পরশ রস মাগি ॥ ৭ ॥

অমিয়া মাখল কিবা, চন্দন তিলক গো,
কপালে সাজিয়া দিল কে।
নিরখিয়া চাঁদমুখ, কেমনে ধরিব বুক,
পরাণে কেমনে জীয়ে সে ॥ ৮ ॥

চরণে নূপুর ধ্বনি, খঞ্জন রব জিনি গো,
গমন মন্থর গজমাতা।
অমিয়া রসের ভাসে, ডুবল তাহে শ্রীনিবাস গো,
প্রেমসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা ॥ ৯ ॥

আস্বাদিয়া অন্যান্যে গলা ধরিয়া রোদন।
যে আনন্দ হইল তাহা বলিবে কোন জন ॥

মোর প্রভু যথাযোগ্য সম্ভাষে সবারে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করি প্রেম গর গরে॥
কেহ করে আলিঙ্গন কেহ করে নতি।
সবাকারে হইল কৃপা গৌরবের স্থিতি॥
তবে অধিকারী গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত।
গোবিন্দের শয়ন করাইলা আনন্দিত॥
আজ্ঞা মালা গোবিন্দের আনিয়া ধরিল।
আনন্দিত হইয়া সবে প্রভুর গলে দিল॥
প্রসাদ মালা পাইয়া সবার বাঢ়িল আনন্দ।
প্রসাদ ভোজন সবে করিলা স্বচ্ছন্দ॥
তাম্বূল তুলসী মালা সবাকারে দিলা।
তবে সবে নিজ নিজ বাসারে আইলা॥
আর এক দিনে সবে একত্র যবে হইলা।
মোর প্রভু প্রতি সবে আজ্ঞা যে করিলা॥
শুন শ্রীনিবাস গৌড়ে করহ গমন।
গ্রন্থরাশি লেহ তুমি করিয়া যতন॥
ভট্ট গোসাঞি কহে শুন বচন আমার।
সবে মেলি শুন এই প্রভুর ব্যবহার॥
এত কহি গোস্বামির মনের উল্লাস।
আনিয়া ধরিলা গৌরের কৌপীন বহির্ব্বাস॥
মোর প্রভুর মাথে তাহা বান্ধিয়া ত দিল।
দক্ষিণ যাইতে প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল॥

আমার প্রসাদি বস্ত্র কৌপীন বহির্ব্বাস।
শ্রীনিবাসে দিতে আজ্ঞা অত্যন্ত উল্লাস॥
পুনঃ আজ্ঞা হইল তাহা শুনহ সত্বরে।
তব কৃপায় মোরে কৃপা জানাইবে তারে॥
এ সব প্রসঙ্গ কথা কহিনু দুই জনে।
শ্রীরূপ সহিত কথা কহিনু সনাতনে॥
তবে দুই ভাই এই প্রসঙ্গ শুনিয়া।
কত সুখ উপজিল প্রেমে পূর্ণ হঞা॥
এত শুনি যত গোসাঞি আনন্দ পাইলা।
গৌড়েতে যাবার লাগি অনুমতি দিলা॥
তাহা শুনি প্রভু মোর ভট্ট গোস্বামিরে।
শ্রীগুণ মঞ্জরী রূপ বর্ণন আচরে॥

প্রেমক পুঞ্জরী, শুন গুণ মঞ্জরী,
তুঁহু সে সকল শুভদাই।
তুঁহারি গুণ গণ, চিন্তই অনুক্ষণ,
মঝু মন রহল বিকাই॥

হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোরী কিশোর পদ, মিলন সম্পদ,
তুয়া সনে মিলব মোয়॥
হেরি কাতর জন, কর কৃপা নিরীক্ষণ,
নিজ গুণে পূরবি আশে।

তো বিনু নবঘন, বিন্দু বরিষণ,
কেতোড়ই পাপিহা পিয়াশে ॥
তুঁহু সে কেবল গতি, নিশ্চয় নিশ্চয় অতি,
মঝু মনে ইহ পরমাণে।
কহই কাতর ভাসে, পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে·
করুণায় কর অবধানে ॥ ১ ॥
তুঁহু গুণমঞ্জরী, রূপে গুণে আগরী,
মধুর মাধুরী গুণধামা।
ব্রজ-নব-যুব-দ্বন্দ্ব, প্রেম সেবা নিরবন্দ,
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা ॥
কি কহব তুয়া যশ, রঁহুসে তোহারি বশ,
হৃদয় নিশ্চয় মঝু জানে ॥
আপন অনুগ করি, করুণা কটাক্ষ হেরি,
সেবা সম্পদ্ কর দানে ॥
হোই বামন তনু, চাঁদ ধরিব যনু,
মঝু মনে ইহ অভিলাষে।
এ জন কৃপণ অতি, তুঁহু সে কেবল গতি,
নিজ গুণে পূরবি আশে ॥
মূর্দ্ধণ্য অঞ্জলি করি, দশনে হে তৃণ ধরি,
নিবেদহুঁ বারহুঁ বারে।
শ্রীনিবাস দাস নামে, প্রেম সেবা ব্রজধামে,
প্রার্থ·ই তুয়া পরিবারে ॥ ২ ॥

প্রভু যবে এই পদ করিলা বর্ণনে।
সবেই আনন্দ অতি পাইলেন মনে ॥
পদ শুনি সকলেই পরম হরিষে।
শ্রীদাস গোস্বামী বড় পাইলা সন্তোষে ॥
ধন্য ধন্য বলি প্রভুরে করিলেন কোলে।
ভিজাইল সব অঙ্গ নয়নের জলে ॥
শুন শুন শ্রীনিবাস পরম হরিষে।
তোমা দেখিবার লাগি দু ভাই আদেশে ॥
শ্রীকুণ্ড ছাড়িয়া আমি না যাই একক্ষণ।
তোমা দেখিবারে লাগি এথা আগমন ॥
যেন শুনিলাম তেন, দেখিনু নয়নে।
তোমার ভাগ্যের সীমা কহিবে কোন জনে ॥
শ্রীরূপ বিচ্ছেদে মোর শরীর জর জর।
সনাতন বিচ্ছেদে মোর পুড়য়ে অন্তর ॥
দু ভাই বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিবারে নারি।
দেখিয়া জুড়াইল তোমার গুণের মাধুরী ॥
যেবা সুখে ছিনু আমি দুঁহার দর্শনে।
সেই সুখ লভ্য হবে তোমার মিলনে ॥
এই দেখ প্রভু দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
স্পর্শ করাইলা তবে শিলা গুঞ্জামালা ॥
তোমা লাগি মহাপ্রভুর হস্তের লিখন।
সবেই শুনিল মোরা করিয়া যতন ॥

তোমা লাগি গোবিন্দের আজ্ঞামৃত ধ্বনি।
তোমা লাগি দুই ভাই কহিলা আপনি॥
তোমা লাগি এই যত গ্রন্থ পরকাশ।
তোমা দেখিবারে ছিল সবাকার আশ॥
ভট্ট গোস্বামীর যাতে কৃপার ভাজন।
অনায়াসে প্রাপ্তি তারে এই সব ধন॥
শ্রীভট্ট গোস্বামী শ্রীদাস গোস্বামীর সঙ্গে।
আনন্দ তরঙ্গে দুঁহে ধরিতে নারে অঙ্গে॥
মহাপ্রভুর দত্ত কৌপীন বস্ত্র বহির্ব্বাসে।
মস্তকে বান্ধিয়া দিল পরম সন্তোষে॥
গোবিন্দের প্রসাদি মালা আনি দিল গলে।
বংশীবদন শালগ্রাম দিল সেই কালে॥
আশীর্ব্বাদ করে সবে মনের আনন্দে।
তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন শ্রীরাধাগোবিন্দে॥
তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন রূপ সনাতন।
অবিলম্বে শীঘ্র গৌড়ে করহ গমন॥
তবে প্রভু নিজ প্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবারে বন্দিল তবে আনন্দ পাইয়া॥
সবাকার অনুমতি লইয়া মস্তকে।
যত ব্রজবাসি গণে বন্দিলা প্রত্যেকে॥
মনের আনন্দে তবে গ্রন্থরাশি লইয়া।
গৌড়েতে গমন শীঘ্র মন নিবেশিয়া॥

গোস্বামী সকল তবে অনুব্রজি আইলা।
যত ব্রজবাসী তার সঙ্গেই চলিলা॥
এক ক্রোশ অনুব্রজি আইলা যখন।
সবাকার উৎকণ্ঠা আসি হইল তখন॥
হায় হায় বিধি তুমি কি কাজ করিলে।
নিধি দিয়া কেন পুনঃ হরিয়া লইলে॥
সে কালের বিচ্ছেদ কেবা করিবে বর্ণন।
শশু পক্ষী আদি সবে করিলা ক্রন্দন॥
বিবর্ণ হইয়া কিছু হইলেন স্থিরে।
প্রভু প্রতি বাক্য সবে কহে ধীরে ধীরে॥
শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমারে।
নির্বিঘ্নে তুমি আইস গৌড় নগরে॥
ইহোঁ গৌড়ে আইলা গোস্বামী বৃন্দাবনে।
পথে পথে যায় সবে করিয়া ক্রন্দনে॥
যে প্রকারে গৌড়দেশে গমন করিলা।
প্রেমবিলাস গ্রন্থমাঝে বিস্তারি বর্ণিলা॥
লিখিলেন সেই গ্রন্থ জাহ্নবা আদেশে।
গ্রন্থ প্রকাশিলা তাহা নিত্যানন্দ দাসে॥
তাহাতে বিস্তার আছে এ সব প্রসঙ্গ।
অমৃত জিনিয়া কিবা বাক্যের তরঙ্গ॥
গ্রন্থ লইয়া প্রভু মোর আইলা গৌড়দেশে।
তথাতে তোমারে কৃপা করিলা বিশেষে॥

যেবা প্রতিজ্ঞা করি প্রভু মোর আইল।
তাহার কারণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিল॥
যে প্রতিজ্ঞা কৈল প্রভু তার এই সাক্ষী।
সিদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রভু তোমাতেই দেখি॥
তুমি ভাই পদ যবে করিলা বর্ণন।
তাহাতেই এই বাক্যে করিয়াছ সূচন॥
দুই পদ দুই কথা আছে পরকাশ।
কিবা সে আশ্চর্য্য কথা সুধার নির্য্যাস॥

রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী,
গোরাপদে বাঁধি দিল চিত।
শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইল কুঞ্জগৃহ,
দেখাইল দুঁহু প্রেম রীত॥
অপরাধে জানাইল আপন ব্যবহার।
কি কহিব যে তোমার আচার-বিচার॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে,
লইয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি,
তিলে এক নাহি রহি স্থির॥
আপনার কথা ভাই কহিলা আপনে।
তোমার ভাগ্যের কথা কহিবে কোন জনে॥
তোমার প্রতি প্রভু মোর করেছেন দীক্ষা।
আমি আর কি কহিব তোমার প্রতি শিক্ষা॥

এই ত কহিল ভাই কি কহিব আর।
নিশ্চয় করিয়া সেব প্রভু পদ সার॥
তার কৃপায় তোমার এ দশা উপজিল।
তোমার সঙ্গে ত আমি বড় সুখ পাইল॥
সংক্ষেপে কহিল এই রাজা প্রতি শিক্ষা।
অনন্ত অপার তার কে করিবে লেখা॥
নির্জ্জনেতে রহিয়া রাজারে শিক্ষা দিল।
এক মাস রহি রাজায় সব শুনাইল॥
শিক্ষা করি এক গ্রাম কবিরাজে দিয়া।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভুমে লোটাইয়া॥
রামচন্দ্র সঙ্গে রাজা পাইল আনন্দ।
সদা কৃষ্ণ কথা রসে রহিলা স্বচ্ছন্দ॥
এই ত কহিল শ্রীআচার্য্য গুণগন।
ভাগ্যবান্ জনে ইহা করয়ে শ্রবণ॥
শুদ্ধ চিত্ত হইয়া যেবা এই কথা শুনে।
তার পদ রজ কর মস্তক ভূষণে॥
শ্রীরামচন্দ্র পদে মোর কোটি নমস্কার।
যার মুখে শুনিলা রাজা সিদ্ধান্তের সার॥
দয়া কর ওহে প্রভু রামচন্দ্রের নাথ।
করুণা করিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥
স্বগণে করুণা কর শ্রীআচার্য্য ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হও তোমার উচ্ছিষ্টের কুক্কুর॥

কুক্কুর হইয়া রহিব সেই স্থানে ॥
কভু যদি দয়া কর নয়নের কোণে ॥
দয়া কর ওহে প্রভু সদয় অন্তরে ।
জন্মে জন্মে রহি যেন তুয়া পরিকরে ॥
তোমার প্রতিজ্ঞা শুনি মনের উল্লাস ।
নিজ গুণে দয়া কর পূর মোর আশ ॥
কৃপা কর ওহে প্রভু করুণার সিন্ধু ।
পাতকির ত্রাণ হেতু তুমি দীনবন্ধু ॥
দন্তে তৃণ ধরি আমি এই মাত্র চাঙ ।
জন্মে জন্মে যেন তুয়া পরিকরে গাঙ ॥
তুয়া পদে ওহে প্রভু কি কহিব আর ।
অধম দুর্গত জনে কর অঙ্গীকার ॥
পাতকির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার ॥
অতএব উদ্ধার প্রভু মো হেন দুরাচার ॥
মুঞি ছার হীন বুদ্ধি নিবেদিব কত ।
নিজ চিত্তে বুঝি কর যেবা মনোনীত ॥
নিগ্রহ করহ কিবা কর অনুগ্রহ ।
জগ মাঝে কেহ নাহি বুঝি দেখ এহ ॥
দয়া কর ওহে প্রভু লইনু শরণ ।
কৃপা করি কর মোর বাঞ্ছিত পূরণ ॥
তুয়া বিনু ওহে প্রভু মোর নাহি গতি ।
দীন হীন জনে দয়া করহ সম্প্রতি ॥

দৈব ক্রমে অন্য জন্ম হয়ে ত আমার।
সেখানে মিলয়ে যেন তুয়া পরিকর ॥
বহু ভাগ্যে তুয়া পরিকরে জনমিয়া।
আশা পূর্ণ কর প্রভু সদয় হইয়া ॥
তবে পূর্ণ হয় প্রভু মন অভিলাষ।
জন্মে জন্মে হও তুয়া দাসের অনুদাস ॥
সম্বরণ কর চিত্তে স্বদাস দেখিয়া।
তথাপিহ তোমার গুণে খলবল হিয়া ॥
কত পাপী উদ্ধারিলা করুণা বাতাসে।
পাতকী অবধি প্রভু রহি গেল দেশে ॥
হেন জনে উদ্ধারিয়া দেখাও নিজবল।
পাতকী উদ্ধার নাম তবে সে সফল ॥
নিবারণ করি যদি আপনার ক্ষোভে।
তথাপিহ তুয়া গুণে উপজয়ে লোভে ॥
সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি।
তোমার সম্বন্ধে ভৃত্য এই মাত্র জানি ॥
কৃপা করি পূর্ণ কর আশার বন্ধন।
এ দীন দুঃখিত জনের এই নিবেদন ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর পতিত পাবন।
কৃপা করি দেহ প্রভু চরণে শরণ ॥
অদোষ দরশী চিত্ত তোমা সবাকার।
অতএব দোষ কিছু না লবে আমার ॥

নিজ হিত আমি নাহি জানি ভালমতে।
তথাপিহ প্রভুর গুণ বর্ণন করিতে॥
বর্ণনের ভাল মন্দ না জানি বিশেষে।
তবে যে লিখিয়ে নিজ প্রভুর আদেশে॥
দোষ ত্যাগ করি প্রভু করহ শ্রবণ।
দন্তে তৃণ করি করোঁ এই নিবেদন॥
বুঁধই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
তার দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ॥
শ্রীমতী সগণে গ্রন্থ করি আস্বাদন।
পুলকে পূরিত দেহ সাশ্রু নয়ন॥
পুনশ্চ শ্রীমতী কহেন মস্তকে পদ দিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু হাঁসিয়া হাঁসিয়া॥
মোর কর্ণ তৃপ্ত কৈলা গ্রন্থ শুনাইয়া।
শ্রবণ পরশে মোর জুড়াইল হিয়া॥

শুন শুন ওহে পুত্র কহিয়ে তোমারে।
বড়ই আনন্দ মোর তাহা শুনিবারে ॥
কবিরাজের গণ আর চক্রবর্ত্তির গণ।
ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ শ্রবণ ॥
তবে মুঞি প্রভুপদে করিয়া বিনতি।
ভূমিতে পড়িয়া পদে কৈল বহু স্তুতি ॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে করি আনন্দিত মন।
লিখিয়ে প্রভুর আজ্ঞা করিতে পালন ॥
অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্ত্তী ছয়।
পৃথিবীতে ব্যক্ত ইহা সবেই জানয় ॥ ‡

---

‡ শ্রীশ্রীনিবাস শাখা শ্রীপ্রেমবিলাসে —

শ্রীদাস গোকুলানন্দৌ শ্যামদাস স্তথৈব চ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীল গোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা ॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ ॥ ১ ॥ ৬ ॥
শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ গোকুলৌ ॥
কবিরাজা ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥ ৮ ॥
চট্টরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ।
কুমুদানন্দসংজ্ঞকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

প্রধান অষ্ট কবিরাজ করিয়া বর্ণন।
পশ্চাতে কহিব অন্য কবিরাজের গণ॥
কবিরাজের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ।
ব্যক্ত হৈয়া আছেন যিঁহো জগতের মাঝ॥ ১॥
তাঁহার অনুজ শ্রীকবিরাজ গোবিন্দ।
যাঁহার চরিত্রে দেখ জগৎ আনন্দ॥ ২॥

শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ॥
শ্রীরূপ ঘটকশ্চাপি সর্ব্ববিখ্যাত এব চ।
শ্রীমৎ ঠাকুরদাসাখ্যো ঠক্কুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩॥ ৬॥
মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীরসিংহকঃ।
মল্লভূপকুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্॥৪।২১॥
এবমষ্টৌ কবিনৃপা দ্বাদশৈতে ধরামরাঃ।
মল্লাবনিপতিস্ত্বেকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ।
শ্রীশ্রীনিবাসকল্পদ্রোঃ শাখাবর্ণনমেব চ॥৫॥(প্রেমবিলাস)

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখা নিরূপণ ঃ—

শ্রীদাস, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামদাস এবং শ্রীব্যাস, শ্রীল গোবিন্দ ও শ্রীরামচরণ ইঁহারা ছয় চক্রবর্ত্তি নামে প্রসিদ্ধ, ইঁহারা সকলেই শ্রীভক্তিগ্রন্থের অনুশীলনকারী এবং নিখিল জীবের উদ্ধার কারক বৈষ্ণব সেবক ছিলেন॥ ১॥

অপর শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকর্ণপুর, শ্রীনৃসিংহ,

তবে শ্রী কর্ণপূর কবিরাজ ঠাকুর।
বর্ণিয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর ॥ ৩ ॥
তবে কহি শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর।
ভজন প্রবল যার চরিত্র মধুর ॥ ৪ ॥
ভগবান্ কবিরাজ মধুর আশয়।
প্রভুপদ বিনু যিঁহো অন্য না জানয় ॥ ৫ ॥
বল্লবী দাস কবিরাজ বড় শুদ্ধ চিত্ত।
প্রভু পদ সেবা বিনু নাহি অন্য কৃত্য ॥ ৬
তবে শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ ঠাকুর।
বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবান্, শ্রীবল্লবী দাস, শ্রীগোপীরমণ, শ্রীগোকুলানন্দ পৃথিবীতে এই অষ্ট কবিরাজ জয়যুক্ত হউন। ইঁহারা জীবগণকে উত্তমা ভক্তিরূপ সদ্রত্নমালা প্রদানে পরম বিচক্ষণ ছিলেন ॥ ২ ॥

তথা শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ, কুলরাজ শ্রীকুমুদানন্দ, প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাবল্লভ মণ্ডল, বিখ্যাত শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী, সর্ব্ববিখ্যাত শ্রীরূপঘটক ও শ্রীঠাকুরদাস ঠাকুর এবং মল্লরাজ কুলোৎপন্ন মহাপ্রতাপবান্ মহারাজাধিরাজ পরম ভক্তিমান্ শ্রীবীরহাম্বীরসিংহ। এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত অষ্ট কবিরাজ এবং দ্বাদশ কবিরাজ ও মল্লভূমির অধিপতি শ্রীবীরহাম্বীর সাকল্যে একবিংশতি ভূ-দেবতা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর ভক্তি কল্পবৃক্ষের শাখা ॥ ৩-৫ ॥

তবে কহি কবিরাজ শ্রীগোকুলানন্দ।
নিরন্তর ভাবে যিঁহো প্রভু পদ দ্বন্দ্ব ॥ ৮ ॥
এই অষ্ট কবিরাজের করিল বর্ণন।
অপর কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ।
প্রভুর পাদপদ্মে যিঁহো হয় মত্ত ভৃঙ্গ ॥ ৯ ॥
শ্রীবাসুদেব কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন দাস।
বৈষ্ণব সেবাতে যাঁর বড়ই উল্লাস ॥ ১১ ॥
আর কহি কবিরাজ দাস বনমালী।
মানস সেবাতে যিঁহো বর কুতুহলী ॥ ১২ ॥
বড়ই আনন্দ কবিরাজ দুর্গাদাস।
বৈষ্ণবের ভুক্ত শেষে বড়ই বিশ্বাস ॥ ১৩ ॥
বড়ই রসিক রূপ কবিরাজ ঠাকুর।
সদা অশ্রু বহে যার প্রেমময় পূর ॥ ১৪ ॥
তাহার সহোদর শ্রীনিমাই কবিরাজ।
প্রভু পদ সেবা বিনু নাহি আর কাজ ॥ ১৫ ॥
শ্যামদাস কবিরাজ তাহার বৈমাত্র।
সুস্নিগ্ধ মূরতি যিঁহো মহাবিজ্ঞ পাত্র ॥ ১৬ ॥
শ্রীনারায়ণ কবিরাজ নৃসিংহ সহোদর।
তার গুণ কি কহিব বাক্য অগোচর ॥ ১৭ ॥
শ্রীবল্লবী কবিরাজের দুই সহোদর।
প্রভু পদে নিষ্ঠা যার বড়ই তৎপর ॥

জ্যেষ্ঠ শ্রীরামদাস কবিরাজ ঠাকুর।
হরিনামে রত সদা কৃষ্ণ প্রেমপূর ॥ ১৮ ॥
তাহার অনুজ কবিরাজ গোপাল দাস।
বৈষ্ণব সেবাতে যার বড়ই বিশ্বাস। ১৯ ॥
ঊনবিংশতি কবিরাজের করিল বর্ণন।
ইহাঁ সবার স্মরণ মাত্রে প্রেম উদ্দীপন ॥
তবে কহি শুন এই চক্রবর্ত্তির গণ।
প্রধান ছয় কহি আগে করহ শ্রবণ ॥
চক্রবর্ত্তি শ্রেষ্ঠ যিঁহো শ্রীগোবিন্দ নাম।
কি কহিব তার কথা সব অনুপম ॥
কায়মনে বাক্যেতে প্রভুর করে সেবা।
প্রভু পদ বিনা যিঁহো নাজানে দেবী দেবা ॥ ১ ॥
প্রভুর শ্যালক দুই কহি তাহা শুন।
পরম বিদগ্ধ দুঁহ ভজন নিপুণ ॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।
বড়ই প্রসিদ্ধ যিঁহো রসেতে প্রচুর ॥ ২ ॥
রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কনিষ্ঠ।
যাঁহার ভজন দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট ॥ ৩ ॥
তবে কহি শুন এবে চক্রবর্ত্তী ব্যাস।
সদাই আনন্দে রহে বিষ্ণুপুরে বাস ॥ ৪ ॥
আর কহি চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ ঠাকুর।
সদাই আনন্দময় চরিত্র মধুর ॥ ৫ ॥

তবে কহি চক্রবর্ত্তী শ্রীগোকুলানন্দ।
বৈষ্ণব সেবাতে যিঁহো রহেন স্বচ্ছন্দ ॥ ৬ ॥
এই ছয় চক্রবর্ত্তী করিলা শ্রবণ।
অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন ॥
মহারাজ চক্রবর্ত্তী শ্রীবীরহাম্বীর।
প্রভু পদে নিষ্ঠা যার মহাভক্ত ধীর ॥ ৭ ॥
মহা গুণবন্ত শ্রীল দাস চক্রবর্ত্তী।
হরিনামে জিহ্বা যার সদা থাকে স্ফূর্ত্তি ॥ ৮ ॥
আর ভক্ত রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
তাহার অনন্ত গুণ কহিল না হয় ॥ ৯ ॥
আর ভক্ত চক্রবর্ত্তী শ্রীরাধাবল্লভ।
নাম পরায়ণ যিঁহো জগদ্ দুর্ল্লভ ॥ ১০ ॥
আর ভক্ত শ্রীল রূপ ঘটক চক্রবর্ত্তী।
রাধাকৃষ্ণ লীলারস সদা যার স্ফূর্ত্তি ॥ ১১ ॥
আর ভক্ত চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ঠাকুর।
প্রভু পদে দৃঢ় রতি গুণের প্রচুর ॥ ১২ ॥
দ্বাদশ চক্রবর্ত্তির এই কহিল প্রকাশ।
যা সবার নাম স্মৃতে প্রেমের উল্লাস ॥
এই সব ভাগবতের বন্দিয়া চরণ।
পরম আনন্দে প্রভু করিলা শ্রবণ ॥
শুনিয়া ত শ্রীমতীর মনের আনন্দ।
যথার্থই এই মোর গ্রন্থ বর্ণানন্দ ॥

শ্রীমতীর আজ্ঞা মুঞি লইয়া মস্তকে।
পরমানন্দে কর্ণানন্দ লিখিল পুস্তকে॥
কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস।
শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে।
কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনন্দন দাসে॥

ইতি—শ্রীকর্ণানন্দে আচার্য্যপ্রভুর প্রতিজ্ঞা এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি অষ্ট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তির নাম বর্ণন নামক ষষ্ঠ নির্য্যাস সম্পূর্ণ॥ ৬॥

সপ্তম নির্য্যাস

জয় জয় মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণানিধান॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর পরিকর॥
জয় জয় শ্রীস্বরূপ গোসাঞি দামোদর।
জয় জয় শ্রীরামানন্দ রসের আকর॥

জয় রূপ সনাতন পতিত পাবন।
জয় জয় শ্রীগোপাল ভট্টের চরণ॥
জয় রঘুনাথ ভট্ট শ্রীদাস গোসাঞি।
জয় জয় হউক সদা শ্রীজীব গোসাঞি॥
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু করুণা সাগর।
জয় জয় রামচন্দ্র সহ সহোদর॥
জয় শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি পতিতপাবন।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ এই ধন॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর পদ প্রাপ্তির লালসে।
কৃপা করি পূর্ণ কর এই অভিলাষে॥
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
পরম পবিত্র কথা করহ শ্রবণ॥
গ্রন্থ শুনি প্রভু তবে প্রসন্ন হইয়া।
অনেক করিল কৃপা আর্দ্রচিত্ত হইয়া॥
শুন শুন ওহে পুত্র কহিয়ে তোমারে।
মোর প্রভুর পদস্ফূর্ত্তি তোমার অন্তরে॥
তবে শ্রীমতীর দুটী চরণে ধরিয়া।
বহু প্রণমিল মুঞি ভূমে লোটাইয়া॥
শুন শুন প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
বড়ই সন্দেহ মোর আছয়ে অন্তরে॥
কৃপা করি কর যদি সন্দেহ ছেদন।
শ্রীমুখের বাক্য শুনি জুড়ায়ে শ্রবণ॥

প্রভু কহে কি সন্দেহ কহ দেখি শুনি।
তবে মুঞি প্রভুপদে কহিলাম বাণী॥
প্রভুর চরিত্র কথা জাহ্নবা আদেশে।
রচিলেন প্রেমবিলাস নিত্যানন্দ দাসে॥
গ্রন্থ লইয়া প্রভু যবে আইলা গৌড়দেশে।
তাহাতেই এই বাক্য লিখিলা বিশেষে॥
গ্রন্থ চুরির কথা কবিরাজ ত শুনিয়া।
উছলি পড়িলা যাই কুণ্ডেই যাইয়া॥
বড়ই বিরক্ত চিত্ত ধৈর্য্য নাহি রয়।
হায় হায় হেন দুঃখ সহনে না যায়॥
শ্রীদাস গোস্বামীর আগে দেহ ত্যাগ কৈল।
ইহা শুনি চিত্তে মোর সন্দেহ জন্মিল॥
শ্রীল কবিরাজ গোসাঞি লিখিলা সূচকে।
একে একে তাহা আমি দেখিল প্রত্যেকে॥
"ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাসঃ" এই ত লিখন।
বড়ই সন্দেহ পদে কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথ অপ্রকট কবিরাজ আগে।
সূচকেতে এই কথা লিখিলা মহাভাগে॥
কবিরাজ আগে অপ্রকট রঘুনাথে।
কবে সে হইব গোসাঞি নয়নের পথে॥
এই বাক্য গোসাঞি লিখিল বার বার।
চিত্তেতে সন্দেহ মোর বাড়িল অপার॥

বড়ই সন্দেহ পদে কৈল নিবেদন।
কৃপা করি কর প্রভু সন্দেহ ছেদন॥
শুনি ঠাকুরাণী বড় হরিষ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা তবে বচন মধুরে॥
শুন পুত্র পূর্ব্বে প্রভু মুখেতে শুনিল।
এই কথা রামচন্দ্র প্রভুকে জিজ্ঞাসিল॥
তার প্রত্যুত্তর প্রভু যেবা কিছু দিল।
তাহা শুনি রামচন্দ্র সুখ বড় পাইল।
নিকটে থাকিয়া আমি শুনিল যে কথা।
সেই সব কথা তোমায় কহিয়ে সর্ব্বথা॥
প্রভু কহে রামচন্দ্র কহিয়ে বচন।
কহি যে আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
গোস্বামী প্রতিজ্ঞা এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
প্রতিজ্ঞা যে কৈল তাহা অন্যথা না হয়॥
শ্রীরূপ বিচ্ছেদে গোসাঞি কাতর অন্তরে।
অন্ধপ্রায় রহিলেন রাধাকুণ্ড তীরে॥
বড়ই বিয়োগে গোসাঞি কাতর অন্তর।
কি রূপে দেহত্যাগ ইহা ভাবে নিরন্তর॥
হেন কালে গ্রন্থ চুরির বারতা শুনিয়া।
বড়ই বিষাদে উঠে রোদন করিয়া॥

হায় হায় কি হইল বড়ই প্রমাদে।
এই বাক্য বার বার কহয়ে বিষাদে॥
তবে কবিরাজ ধৈর্য্য ধরিতে নারিয়া।
রঘুনাথের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া॥
সিদ্ধ দেহ প্রাপ্তি যেন হইল তাহার।
দাস গোস্বামীর চিত্তে দুঃখ যে অপার॥
এই মতে যত রাধাকুণ্ডবাসি লোকে।
সবাকার চিত্তে অতি বাঢ়ি গেল শোকে॥
তবে রূপ সনাতন দুই সহোদর।
চিন্তিত হইল বড় মনের ভিতর॥
রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় জানিয়া।
দুই গোস্বামী কহেন কবিরাজেরে ডাকিয়া॥
ইহা লাগি জগদ্‌গুরু প্রভুর লিখন।
শ্রীনিবাসে সমর্পিবে গ্রন্থ মহাধন॥
ভবিষ্য চৈতন্য গোসাঞি ইহার লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা মোরে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
গৌড়ে বিতরণ হেতু শক্তি শ্রীনিবাসে।
এই হেতু মহাপ্রভুর হইয়াছে আদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভুর আজ্ঞা বলবান্।
কাহার শকতি আছে করিবারে আন॥
বৃথা শোকে দেহ ত্যাগ কেনে কর তুমি।
গ্রন্থ প্রাপ্তি হবে ইহা কহিলাম আমি॥

রঘুনাথের সেবা তুমি কতোদিন কর।
পুনশ্চ আসিবে মোর যূথের ভিতর ॥
দুই সহোদরের আজ্ঞামৃত করি পান।
পুনঃ কবিরাজ দেহে হইল চেতন ॥
আজ্ঞা দিল গগনেতে যত দেবগণ।
কবিরাজের প্রাপ্তি দেখি ভাবে ঘনে ঘন ॥
রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা ইহা লঙ্ঘন কি মতে।
সকলে মিলিয়া ইহা চিন্তে অবিরতে ॥
পাষাণের রেখা যেন গোস্বামির লিখন।
খণ্ডন করিতে তাহা আছে কার ক্ষম ॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসনপত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদন্তং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিবরকুলে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥

ব্রজোদ্ভব ক্ষীর এই আমার ভোজন।
ব্রজ বৃক্ষ পত্র এই আমার বসন ॥
ইহাতে নির্ব্বাহ হয় দম্ভ পরিহরি।
শ্রীকুণ্ডে রহিয়া কিবা গোবর্দ্ধন গিরি ॥
নিশ্চয় মরণ মোর রাধাকুণ্ড তীরে।
সুদৃঢ় নিয়ম এই বড়ই দুষ্করে ॥
শ্রীল জীব রহিবেন আমার অগ্রেতে।
শ্রীকৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথে ॥

এই জানি দৈববাণী হইল আচম্বিতে।
শুনিলেন ইহা সবে আপন কর্ণেতে॥
শুন শুন কবিরাজ কহিয়ে তোমারে।
গ্রন্থ প্রাপ্তি বার্ত্তা তুমি পাইবা অচিরে॥
দুই সহোদর আর দেবের বচনে।
শুনিলেন কবিরাজ আপন শ্রবণে॥
সিদ্ধ সাধক দেহ দুই এক যোগে।
সাধক দেহে পুনঃ প্রাপ্তি হইলা মহাভাগে॥
ইহার প্রমাণ কিছু শুন এক চিত্তে।
ব্যক্ত করি লিখিলেন চৈতন্যচরিতামৃতে॥
"অন্তর্দ্দশায় মহাপ্রভুর জলকেলি লীলা।
দেখিয়া ত সেই ভাবে আবিষ্ট হইলা॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
তীরে রহি দেখে প্রভু সখীগণ সঙ্গে॥
এথা স্বরূপাদি সবে চলে অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলা আসিয়া॥
মৃতপ্রায় দেখি প্রভুকে কাতর হইলা।
স্বরূপাদি সবে তবে চিন্তিত হইলা॥
উচ্চ করি হরিধ্বনি কহে প্রভুর কানে।
শুনিয়া ত মহাপ্রভু পাইলা চেতনে॥"
অন্তর্দশা বাহ্যদশা তাহার প্রমাণ।
এই মত কবিরাজের জানিবা বিধান॥

সিদ্ধ হইয়া সাধক যিঁহো কি ইহার বিস্ময়।
প্রাকৃতে এ সব কার্য্য কভু নাহি হয়॥
অতএব সব কথা বড়ই দুর্গম।
যথার্থ সুদৃঢ় এই রঘুনাথ নিয়ম॥
প্রেমবিলাসে ইহা না কৈল প্রকাশে।
প্রথমে লিখিলা কিছু না লিখিলা শেষে॥
ইহা শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
প্রভু নিজ পদ তার মস্তকে ত দিয়া।
হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন কৈলা উঠাইয়া॥
প্রভু কহে শুন রামচন্দ্র কবিরাজ।
এই সব কথা তুমি রাখ হৃদি মাঝ॥
তবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের হাত ধরি।
কহিতে লাগিলা কিছু বচন মাধুরী॥
আমার সদৃশ তুমি সর্ব্ব গুণধর।
মোর মনোবেদ্য তুমি কি কহিব আর॥
তুমি বিনা অন্য না জানে কদাচিৎ।
তুমি মোর প্রাণ ইহা কহিল নিশ্চিত॥
মোর গণ তোমার মত লইবে যেই জন।
সেই সে হইবে মোর কৃপার ভাজন॥
শ্রদ্ধা করি এ প্রসঙ্গ যেই জন শুনে।
সেই ভাগ্যবান্ পায় প্রেম মহাধনে॥

শ্রীরূপের অদ্বৈত দেহ যেই রঘুনাথ।
শুনিয়াই রামচন্দ্র মানিলা কৃতার্থ॥
এ সব প্রসঙ্গ আমি যে কিছু শুনিল।
অল্পাক্ষরে সেই কথা তোমারে কহিল॥
নিত্যসিদ্ধ যেই তার ইথে কি বিচিত্র।
কর্ণ রসায়ন এই পরম পবিত্র।
শ্রীমতীর মুখে বাক্য এতেক শুনিয়া।
পরাণ জুড়াইল মোর শ্রবণ করিয়া॥
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
সন্দেহ ঘুচিল মোর করি আস্বাদন॥
মদীশ্বরী মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া।
প্রাণ রক্ষা হইল মোর সুপ্রসন্ন হিয়া॥
এই ত কহিল মোর সন্দেহ ছেদন।
কুতর্ক ছাড়িয়া সদা কর আস্বাদন॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর গণে কোটি পরণাম।
কৃপা করি পূর্ণ কর মোর মনস্কাম॥
তোমা সভার কৃপাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
অনায়াসে প্রেম ভক্তি তাহারে মিলয়॥
শ্রীরূপ পার্ষদগণ প্রাপ্তি অভিলাষে।
সেই জন শুনুক ইহা পরম লালসে॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বগণ সহিতে।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে সুপ্রসন্ন চিতে॥

শ্রীআচার্য্য প্রভুর পদ প্রাপ্তি অভিলাষে।
কৃপা করি পূর্ণ কর এই অভিলাষে॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম বল্লবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে।
কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনন্দন দাসে॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥
॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় সমর্পণমস্তু॥

কর্ণানন্দকথা নিত্যং কর্ণানন্দকলধ্বনিঃ।
শ্রীনিবাসপ্রভোর্ভক্তৈঃ শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং মুদা॥

এই শ্রীশ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থের লীলাকথা কর্ণের অনির্বচনীয় আনন্দপ্রদা, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর ভক্তগণ আপনারা ইহা পরম আনন্দ সহকারে নিত্যই শ্রবণ করুন।

ইতি—মালিহাটী গ্রামনিবাসি বৈদ্য-শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির দেহত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীমতীহেমলতা ঠাকুরাণীর নিকটে গ্রন্থকর্ত্তার সন্দেহছেদন নামক সপ্তম নির্য্যাস সম্পূর্ণ॥ ৭॥

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোরষ্টকম্ ।

কষিতকনকগাত্রঃ সাত্ত্বিকৈঃ শোভমানঃ
জিতসিতকরবক্ত্রঃ পদ্মনেত্রোরুবক্ষাঃ ।
সুভগতিলকমালৈর্ভাল-কণ্ঠোল্লসন্ যঃ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ১ ॥
ক্ষিতিতল সুরশাখী রামচন্দ্রাদিশাখঃ
কবিচয় বলরামাদ্যোপশাখাশ্চ যস্য ।
করুণকুসুমধারী চোজ্জ্বলং সংফলং যৎ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অষ্টকের অনুবাদ—

যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুবর্ণ হইতেও নিরতিশয় উজ্জ্বল এবং অশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিকভাবে বিভূষিত, যাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভায়মান, নয়নযুগল বিকসিত পদ্মের সদৃশ, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল. যাঁহার ললাটমণ্ডল মনোহর তিলক রচনায় সুশোভিত এবং কণ্ঠদেশ মাল্যে বিভূষিত, সেই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥ ১ ॥

যিনি ভূতলে কল্পবৃক্ষসদৃশ, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি যেই বৃক্ষের শাখা, শ্রীবলরামাদি কবিগণ যেই বৃক্ষের উপশাখা,

বিদিতভজনভক্তো ভক্তসেবী জিতেন্দ্রো
মধুর মধুর রাধাকৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতি।
ক্বচিদপি হরিলীলাগান নৃত্যাদি কুর্ব্বন্
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ৩ ॥

জগতি বিবিধ ভক্তি গ্রন্থবিস্তারহেতো-
রগতি পতিত বন্ধোর্গৌরকৃষ্ণস্য শক্ত্যা।
সকল গুন নিধানঃ প্রেমরূপাবতীর্ণঃ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ৪ ॥

করুণারূপী কুসুমাবলী যাঁহাতে প্রস্ফুটিত, সেই শ্রীশ্রী-নিবাস আচার্য্য প্রভু আমাদের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে যাঁহার ভজনক্রিয়া সুবিদিত আছে, যিনি স্বয়ং ভক্তসেবী এবং বিজিতেন্দ্রিয়, যিনি মধুর স্বরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি নামাবলী কীর্ত্তন করেন ও কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিত্র গান এবং নৃত্যাদি করিয়া থাকেন, সেই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আমাদের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হউন ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তিতে গোস্বামিপাদ গণের সমস্ত গ্রন্থরাজি গৌড়মণ্ডলে প্রচার করায় অগতির গতিপ্রদ ও দুর্গত পতিত জনের বন্ধু স্বরূপ, নিখিল গুণের আকর, প্রেমময় অবতার, সেই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আমাদের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৪ ॥

ব্রজভুবিগতগ্রন্থং গৌড়মানীয় যত্নৈঃ
প্রচরতি জনমাত্রং শুদ্ধসিদ্ধান্তসারম্ ।
সদয়হৃদয়ভাবো জীবদুঃখেন দুঃখী
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ৫ ॥
অতুল যুগল রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমসেবাং
নিখিলনিগমগূঢ়াং ব্রহ্মরুদ্রাদ্যগম্যাম্ ।
সতত নিজগণৈর্যঃ স্বাদয়ংশ্চাতনোতি
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ৬ ॥
নিবিড় করুণপাত্রো গৌরকৃষ্ণপ্রিয়াণাং
স্বসুখ বিষ বিরাগী জ্ঞানকর্ম্মাদিরিক্তঃ !

যিনি কলিহত দুর্গত জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীরূপ সনাতন প্রমুখ গোস্বামীগণের প্রণীত গ্রন্থসমূহকে যত্ন সহকারে গৌড়মণ্ডলে আনয়ন করতঃ সকলকে সদয় হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্তসার উপদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥ ৫ ॥

বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের পরম গোপনীয় ও ব্রহ্মরুদ্রাদিরও অগম্য, নিরুপম ব্রজনবযুগল শ্রীরাধারমণের প্রেমসেবাকে যিনি নিজ পরিকর বৃন্দের সহিত সতত আস্বাদন করিতেন এবং প্রচার করিতেন, সেই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিকর বৃন্দের নিরতিশয়

সমবিরহিতমানো লোকমানপ্রদো যঃ
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ৭ ॥

নিধুবন যমুনে হে শ্রীল গোবর্দ্ধনাদ্রে
ব্রজপতিসখপুত্রীকুণ্ড হে শ্যামকুণ্ড ! ।
কমলনয়ন রাধাকৃষ্ণ রামেতি গায়ন্
স্ফুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ৮ ॥

য ইহ বিমলবুদ্ধিঃ প্রেমভক্তিঃ স্ফুরেত্তৎ
পঠতি সুভগমুচ্চৈরষ্টকং কৃষ্ণচেতাঃ ।
কলয়তি খলু বৃন্দারণ্যমাশ্রিত্য নিত্যং
স সপরিজন রাধাপ্রাণনাথাঙ্ঘ্রি পদ্মম্ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোরষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

কৃপাপাত্র ছিলেন, যিনি নিজ সুখকে বিষতুল্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার ভক্তিতে জ্ঞান কর্ম্মাদির আভাস মাত্র ছিল না, স্বয়ং অমানী হইয়া যিনি সকলের মান প্রদান করেন, সেই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হউন ॥ ৭ ॥

হে শ্রীনিধুবন ! হে শ্রীযমুনে ! হে শ্রীল গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ! হে ব্রজপতিসখ পুত্রী কুণ্ড ! অর্থাৎ ব্রজপতি—শ্রীনন্দ, তাঁহার সখা শ্রীবৃষভানুরাজ, তাঁহার পুত্রী শ্রীমতী রাধা, তাঁহার কুণ্ড হে শ্রীরাধাকুণ্ড ! হে শ্রীশ্যামকুণ্ড ! হে কমলনয়ন শ্রীরাধাকৃষ্ণ ! হে শ্রীবলরাম ! যিনি এই প্রকারে কীর্ত্তন

করিতে করিতে দিনাতিপাত করিতেন সেই শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৮ ॥

বিমল বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণভক্ত শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর এই মনোহর অষ্টক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে, অচিরেই তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রিয় পরিকরের সহিত তাঁহার চরণকমলের সেবা লাভে ধন্য হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অষ্টকের অনুবাদ সম্পূর্ণ।